রমণী শিরোভূষণ, সতীত্ব পরম ধন,
মহত্ত্ব ক্রমেতে জ্ঞান হবে ;
এবে দেখ প্রিয়জন, কি শিক্ষার প্রয়োজন,
পড়, ক্রমে জানিতে পারিবে।
বিবাহের সঙ্গে বই, করোনা লো জল সই,
অনন্ত বিদ্যার নাই সীমা ;
গৃহ কার্য্যে সংখ্যা নাই,
তা হলে ছেড়োনা ভাই,
শিখ তার অনন্ত মহিমা।
পুস্তক পরম ধন, সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ,
অনায়াসে পারে করিবারে ;
তাই বলি ভগ্নীগণ, আজীবন অধ্যয়ন,
অবশ্য করিবে যত্ন ক'রে ॥

সরলা।—
শুনিনু বুঝিনু সখি বিদ্যা শিক্ষা ফল,
শিক্ষার সহায়ে নরে কত ধরে বল।

সুশীলা।—
আমরা সবাই দিদি বলহীন নারী,
অবলার অন্য বলে নাহি প্রয়োজন,
যাহাতে সকলে মোরা রাখিবারে পারি,
বিধাতা প্রদত্ত প্রিয় সতীত্ব রতন ॥

সুযশ সুকীর্ত্তি লাভে, সর্ব্বান্তঃকরণে সবে,
প্রার্থনা যাগিগো মোরা বিদ্যা সন্নিকটে,
হইয়ে অনন্যমন, বিদ্যাদেবী সুবরণ,
আঁকিয়া রাখিতে পারি হৃদি চিত্রপটে ॥
আর যাঁর কৃপা বলে, আসিয়া অবনীতলে,
নানাবিধ ভোগ্য বস্তু অনায়াসে পাই ;
যেন সকল সময়, সেই পদে মতি রয়,
বিদ্যার নিকটে মোরা এই ভিক্ষা চাই ॥
দয়া, মায়া, সরলতা, স্নেহ, মমতায়,
বাঁধিব সকলে দিদি বিবিধ বাঁধনে,
হয় যেন চিরকাল সুখের সংসার
আমাদের, এই ভিক্ষা বিদ্যার চরণে ॥

সরলা।—
ধন্য ধন্য তুমি দিদি কৃপায় তোমার,
আমাদের উপজিল জ্ঞান ;
বিদ্যা ভিন্ন অন্য লোভ করিব না আর,
বুঝিলাম বিদ্যাই প্রধান।

কমলা।—
আমার কি ধন্যবাদ? যাঁর কৃপাবলে,
মানস তিমির নাশি লভিয়াছি জ্ঞান,
এস ভাই একবার মিলিয়া সকলে,
প্রাণ ভ'রে করি আজি তাঁর গুণ গান।

ভেল্কী।

অনেকে কাটা মুণ্ডুতে কথা কওয়া, শূন্যের উপর দাঁড়ান, কাটা হাত, কাটা পা ইত্যাদি অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহার বাস্তবিক কারণ খুব কম লোকে জানেন। অনেকে এই সমস্ত ভেল্কী 'মন্ত্রে' হয় বলিয়া মনকে বুঝাইয়া ক্ষান্ত থাকেন ; সুতরাং ইহার কারণ জানিতে অনুসন্ধান করেন না। আমরা ইহা সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকে প্রত্যহ আয়না দিয়া মুখ দেখেন, কিন্তু মুখের প্রতিমূর্ত্তি কিরূপে আয়না

ধরিলে কত দূরে দেখা যায়, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া দেখেন না। আয়না যখন আমাদের মুখের সম্মুখে রাখিয়া মুখ দেখি, তখন মুখের প্রতিমূর্ত্তি আয়নার পশ্চাতে, আয়না হইতে আমাদের মুখ যত দূরে ঠিক্ তত দূরে দেখা যায়।

(১ম চিত্র)
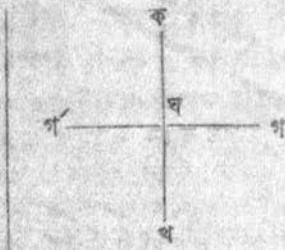
মনে করুন ক খ এক খানি আয়না গ আপনার মুখ। এই মুখের প্রতিমূর্ত্তি ঠিক্ গ´ চিহ্নিত স্থানে দেখিতে পাইবেন। এখানে গ´ ঘ ও গঘ সমান। আমরা যখন আয়না দিয়া মুখ দেখি, তখন আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী আরও অনেক বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই।
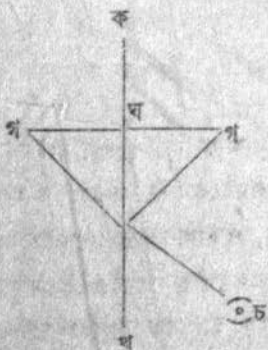
(২য় চিত্র)

মনে করুন ক খ একখানি আয়না (২য় চিত্র), গ একটী বস্তু, চ আপনার চোক। ঐ বস্তুটীর প্রতিমূর্ত্তি ঠিক গ´ চিহ্নিত স্থানে দেখিতে পাইবেন। গ হইতে যদি একটী সরল রেখা ক খ আয়নার উপর ঠিক সোজাভাবে অর্থাৎ ক কিম্বা খএর দিকে না হেলাইয়া টানা যায় যেমন গ ঘ টানা হইয়াছে, তাহা হইলে গ ঘ, ক খ আয়না হইতে যত দূরে, ঠিক উহার পশ্চাতে তত দূরে গ´ চিহ্নিত স্থানে গএর প্রতিমূর্ত্তি দেখা যাইবে অর্থাৎ গ ঘ ও গ´ ঘ সমান। এখানে গ ঘ, ক খ আয়নার উপর যেরূপ ভাবে টানা হইয়াছে, তাহাতে গ ঘ, ক খএর সহিত সমকোণ করিয়াছে অর্থাৎ গ ঘ খ কোণ গ ঘ ক কোণের সমান। উহারা প্রত্যেকে এক সমকোণ। সমকোণ কিরূপ হইলে হয় স্মরণ রাখিবেন, কারণ আমরা অনেকবার ঐ কথা ব্যবহার করিব।

(৩য় চিত্র)
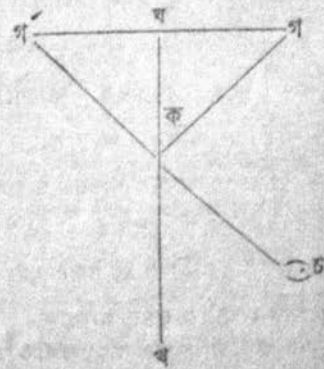
আবার মনে করুন (৩য় চিত্র) ক খ একখানি আয়না, গ একটী বস্তু একটু দূরে রহিয়াছে অর্থাৎ গ হইতে কোন সরল রেখা আয়নার সহিত সমকোণ করিয়া টানা যায় না। এখন গএর প্রতিমূর্ত্তি কোথায় হইবে দেখা যাক্। এখানে খ ক আয়না যদি ঘ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত থাকিত, তাহা হইলে গ হইতে একটী সরল রেখা ক খ আয়নার সহিত সমকোণ করিয়া টানা যাইত এবং পূর্ব্বের নিয়ম অনুসারে গ´ চিহ্নিত স্থানে প্রতিমূর্ত্তি হইত। যদিও আয়না ঘ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত নয়, তবুও গ´ চিহ্নিত স্থানে উহার প্রতিমূর্ত্তি চ হইতে দেখা যাইবে।
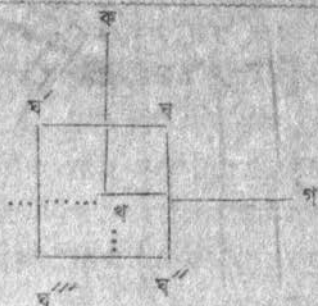
আবার মনে করুন (৪র্থ চিত্র) ক খ ও খ গ দুইখানি আয়না সমকোণ করিয়া রাখা হইয়াছে। ঘ উহাদের মধ্যে একটী বস্তু। পূর্ব্বের সেই নিয়ম অনুসারে ক খ আয়নায় উহার প্রতিমূর্ত্তি ঘ´ চিহ্নিত স্থানে এবং খ গ আয়নায় ঘ´´ চিহ্নিত স্থানে হইবে। আবার ঘ´ ও ঘ´´ প্রতিমূর্ত্তি দ্বারায় প্রতিমূর্ত্তি ঘ´´´ চিহ্নিত স্থানে এক হইয়া যাইবে। মোটে ৩টী প্রতিমূর্ত্তি দেখা যাইবে। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। মাঘোৎসব উপলক্ষে গত ১৪ই মাঘ সিটীকলেজ গৃহে বঙ্গমহিলা সমাজের এক সায়ংসমিতি হয়, তাহাতে মফঃস্বল হইতে আগত অনেক ব্রাহ্ম এবং কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মগণ সপরিবারে সমবেত হন। পত্র ও পুষ্পে সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত গৃহে বৈদ্যুতিক আলোক প্রদর্শিত হয়। কবিতা আবৃত্তি, বাদ্য সঙ্গীত, পরস্পর আলাপ পরিচয় ও জলযোগ হইয়া কার্য্য শেষ হয়। এরূপ সমিতি বড় উপকারী ও প্রীতিজনক, মধ্যে মধ্যে আরও অধিক হওয়া আবশ্যক।

২। ময়মনসিংহের রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী তাহার পরলোকগতা পত্নীর স্মরণার্থে ৫০,০০০ টাকা দিয়াছেন। ইহা দ্বারা ময়মনসিংহে একটা আদর্শ কৃষিক্ষেত্র হইবে। রাজার সহৃদয়তা ও সদ্বিবেচনাকে ধন্যবাদ।

৩। আলিপুরের স্ত্রী কয়েদীগণের বাসের সুবিধার জন্য গৃহ নির্ম্মাণার্থ ছোটলাট ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৪। আমেরিকার ওয়াসিংটন নগরে ১৫ হাজার কেরাণী, তন্মধ্যে ৪ হাজার স্ত্রীলোক, ইহাঁরা ভদ্র বংশজাত, ১৪৫ হইতে ৫৫০ পৌণ্ড বৎসরে বেতন পান। হিসাব পত্র রাখিতে ইহাঁরা পুরুষদের অপেক্ষা সুদক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৬ সংখ্যা | ফাল্গুন ১২৯৩—মার্চ্চ ১৮৮৭। | ৩য় কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আনন্দোৎসব—গত ১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় মহাসমারোহে ভারতেশ্বরীর ৫০ বার্ষিক রাজত্বের জুবিলি বা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন সৈন্য প্রদর্শন, অভিনন্দন পত্র গ্রহণ, ছাত্রভোজ ও আতসবাজী প্রদর্শন হয় এবং দ্বিতীয় দিন রাজধানী অপূর্ব্ব আলোকমালায় বিভূষিত হয়। এই উপলক্ষে অনেকগুলি কয়েদীকে মুক্তি-দান ও গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্রদিগকে উপাধি বিতরণ করা হইয়াছে।

জুবিলি কীর্ত্তিস্তম্ভ—মহারাণীর ৫০ বর্ষ রাজত্ব স্মরণার্থ লণ্ডনে ৪২০ ফিট উচ্চ এক স্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে। অন্যান্য কতকগুলি স্মরণস্তম্ভের সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখ ;—

নেলসনের স্মৃতিস্তম্ভ—লণ্ডন	১৬২ ফিট।
অক্টারলোনি—কলিকাতা	১৮০ "
কুতব মিনর—দিল্লী	২৩৮ "
সেন্টপল গির্জ্জা—লণ্ডন	৩৬৫ "
পিরামিড—মিশর	৪৮০ "
সেণ্টপিটর—রোম	৪৭০ "
কলোন গির্জ্জা—কলোন	৫১২ "
ওয়াসিংটন মনুমেণ্ট—আমেরিকা	৫৫৫ "
পারিস টাউআর—পারিস	১০০০ "
স্বাধীনতার প্রতিকৃতি—নিউইয়র্ক	২২৮ "

স্ত্রী-অধ্যাপক—ফিলেডেলফিয়া উচ্চ শিল্প বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কুমারী এমিলী সারটেনকে অধ্যক্ষপদে মনোনীত করিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারের কন্যা, শিল্প বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিণী। তাঁহার বয়ক্রম ৪৫ বৎসর। তিনি বিংশতি বর্ষ বয়সে শিল্পানুশীলনে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্যারিস নগরে ৫ বৎসর এবং ইতালীর অন্তর্গত পার্মা নগরে কয়েক বৎসর বিখ্যাত শিল্পবিদ্ পণ্ডিতগণের নিকট শিল্প বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। সমস্ত ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ শিল্পীদিগের অঙ্কিত চিত্রসকল স্বহস্তে প্রদর্শন করিয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। শিল্প জগতে ইনি একটী সমুজ্জ্বল রত্ন।

খ্রীষ্টীয় মহিলাদিগের অধ্যবসায়—সম্প্রতি লণ্ডনস্থ যুবা খ্রীষ্টান সমিতির (Young Women's Christian Association) বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসরে ইহার ২০টী শাখা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। লণ্ডন এবং উপনগরে ১২৩ শাখা সমিতি আছে। লণ্ডনের সভ্য সংখ্যা ১২৩৫৩, ইহার মধ্যে ৩৩৭০ জন গত বর্ষে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। গত বর্ষে ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে আরও ৫টী নূতন শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধন্য ইংরাজ মহিলাদিগের অধ্যবসায়?

ফরাসী জাতীয় ছাপাখানা—ইহাতে স্ত্রীলোকেরা অক্ষর প্রস্তুত করে, মুদ্রাঙ্কণ করে, পুস্তকের পাতা কাটে, পুস্তক বাঁধিয়া থাকে। তাহাদিগের দৈনিক বৃত্তি এক ডলার (Dollar) প্রায় আড়াই টাকা। ৩০ বৎসরের অধিক কার্য্য করিলে তাহাদিগকে পেন্সন দিয়া বিদায় করা হয়।

স্ত্রী-কার্য্যক্ষেত্র—১৩ বৎসর গত হইল ল্যামবেথ পটারিতে (চিনের বাসনের কারখানা) ৩টী মাত্র বালিকা কার্য্য করিত, এক্ষণে তথায় ৩০০ স্ত্রীলোক কার্য্য করিতেছে। বলা বাহুল্য যে ইহাদিগের অনেকে পটারি কার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছেন।

নূতন টেলিফোঁ—লিসব্রাগ নগরে জে, টি, গথরি নামক এক ব্যক্তি এক প্রকার টেলিফোঁ প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহাতে কথা সকল অতি স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। সহস্রমাইল দূর হইলেও দুই জনের কথা পার্শ্বাপার্শ্বি লোকের মত শ্রুত হয়।

স্ত্রী-শিক্ষা—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি, এ, পরীক্ষায় কুমারী কর্ণিলিয়া সরাবজী নাম্নী এক পারসী বালিকা উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

জুবিলি সেতু—লর্ড ডফরিণ মহাসমারোহে হুগলীর সেতু উৎসর্গ করিয়া ইহার এই নূতন নামকরণ করিয়াছেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

আনন্দোৎসব।

জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া,
মহোৎসব রোল জগত ব্যাপিয়া!
অষ্ট্রেলিয়া হ'তে ব্রিটন বৃহত,
গারেনা ক্যানাডা, মহান্ ভারত,
পূরব পশ্চিম, দক্ষিণ উত্তরে,
মহার্ণব পঙ্ক তোড়পাড় করে
উৎসব তরঙ্গ উঠে উচ্ছ্বসিয়া,
জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া!

২

বিশাল সাম্রাজ্য বিষম ব্যাপার!
ভুবনে এমন কোথা আছে আর!
বিশেন জলধি রাজত্ব সমস্ত,—
চিরোদিত রবি নাহি হয় অস্ত।
কত বর্ণে লোক কত বেশ ধারী,
কত ভাষাবাদী, বিভিন্ন আচারী।
আজি একসূত্রে পরিবদ্ধ সবে,
একবারে যেতে গায় উচ্চ রবে,
একতান ধ্বনি উঠিছে নাচিয়া,
জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া।

৩

কোন নৃপবর, হেন ভাগ্যধর?
অর্দ্ধ-শত-অব্দ অবনী উপর,
অক্ষত শরীরে, অক্ষুন্ন অন্তরে,
এক ভাবে একা আধিপত্য করে?
জনগণ হিত সাধি অনুক্ষণ,
প্রজাবৎসল কোথায় এমন?
কোন পুণ্য শ্লোকে লোকে প্রাতে স্মরে,
কোন রাজে পূজে প্রজা ঘরে ঘরে?
কার মূর্ত্তি আঁকি হৃদয়ে ধেয়ায়?
সদা রসনায় কার গুণ গায়?
ধন্য পুণ্যবতী ভিক্টোরিয়া রাণি!
ভূভারতে আজি ধন্য ধন্য বাণী
গগনে উঠিছে, পবনে চলিছে;
মহার্ণব-পঙ্ক প্রবাহে ঢালিছে;
ধায় প্রতিধ্বনি মেদিনী নাদিয়া
জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া।

৪

ভারত-ঈশ্বরী, নারী অগ্রগণ্যা,
আলেকজান্দ্রিণা ভিক্টোরিয়া ধন্যা।
জনমে পবিত্র ব্রিটন যাঁহার,
নিত্য সমুজ্জল কুল হানোবার!
পথা চরিতার্থ করিয়া বরণ,
ধন্য রাজলক্ষ্মী! ইংলণ্ড ভূষণ!
কত পুণ্য ফলে, কত ভাগ্য বলে,
পঞ্চাশত বর্ষ একছত্র তলে
বিশাল রাজত্ব করিলে শাসন,
এ বিষম কালে, কে পারে এমন?
সভ্যতাভিমান—ধনের সম্মান—
বিদ্যার গৌরব—যশের বাথান—
একতার তন্ত্র, স্বাধীনতা মন্ত্র—
সামন্ত লেখনী—সৈন্য মুদ্রাযন্ত্র—
সহায় সাহস—স্বতন্ত্রতা মত,—
এ হেন সময়ে—কভু অনাহত
থাকে কি রাজত্ব এত দীর্ঘকাল?
পুণ্য ফল তব, সুপ্রসন্ন ভাল!
করুন ঈশ্বর আরো কিছু দিন
মনের সুখেতে—বয়সে প্রাচীন

পুত্রবধূ, পৌত্র, প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী
দুহিতা,জামাতা,দৌহিত্রী,প্র'দৌহিত্রী,
অরোগী হইয়া, রাজভোগে সবে
করুন যাপন আজীবন ভবে।
রাজলক্ষ্মী গৃহে থাকুন অচল,
ক্রমশঃ সম্পদ বাড়ুক কেবল।
ধর্ম্মে হোক মতি, যশে পূর্ণ ক্ষিতি,
পুণ্যে বৃদ্ধি রতি, বলে শত্রু ভীতি,
ঘুযুক সুকীর্ত্তি জগত যুড়িয়া,
জয় ভিক্টোরিয়া, জয় ভিক্টোরিয়া।

৫

কত দেশে আজি কত ভাবে নরে
মহিমা তোমার মহীয়ান করে।
ক্যানেডা, গায়েনা, নূতন জিলাণ্ড,
অষ্ট্রেলিয়া, নব গিনী, গ্রীণলাণ্ড।
ভারতীয় দ্বীপ পশ্চিম-পূরবে,
অধিবাসীগণ মাতিয়া পরবে,
দেশজ-ইংরাজ—সব একাকার
আনন্দে মেলানী ভেটে ভার ভার!
উপনিবেশীরা মাতৃ ভূমি তরে
কতই সামগ্রী ভেটিছে আদরে,
বিদেশের অর্থ সার্থক করিয়া
স্বদেশের নামে দেয় সংকল্পিয়া—
নানামত করি সাধু অনুষ্ঠান,
অধিকারে রাখে স্বদেশের মান!
স্বদেশ মাহাত্ম্য প্রচারে ঘুষিয়া
জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া।

৬

আলোক মালায় উজলে নগর,
বিজয় তোরণ শোভে মনোহর,
শরণী দুধারে দীপাবলী জ্বলে
দোলে তারাহার সৌধাবলী গলে,
বাষ্পদীপ, বাতী, বিদ্যুত বিভাতি,
রসায়ন-জাত আলো নানা জাতি,
উরসে পরিয়া হাসিছে নগর,
বিজয় নিশান সীমন্তে সুন্দর—
স্বর্ণাক্ষরে ছটা পড়িছে ফুটিয়া,
জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া।

৭

মহার্ণব, সিন্ধু, হ্রদ, নদ, নদী,
অধিকার তব অনন্ত জলধি!
নানা বর্ণে তরী, পোত নানা মত,
সুরুচি সজ্জিত, শোভাকর কত!
আলোক মালায় ভাল শোভাকরে,
জলে জলে ভাতি তরঙ্গে শিহরে।
স্তবকে স্তবকে গুণবীক্ষোপর,
বিজয় পতাকা উড়ে নিরন্তর,
সারি গেয়ে যায় নাবিক বাহিয়া
জয় ভিক্টোরিয়া, জয় ভিক্টোরিয়া।

৮

আতস বাজীতে ছাইছে আকাশ,
দাগিছে কামান রিপু-কুল ত্রাস!
ধ্বনিছে বন্দুক ছড় ছড় ছড়,
ঢালিতেছে অর্থ হুড় হুড় হুড়,—
আগুণে পুড়িছে, জলেতে বুড়িছে,
আকাশে উড়িছে,ভূমেতে ছুড়িছে।—
সৈন্য প্রদর্শন,—তুরঙ্গ চালন,
শিক্ষার পরীক্ষা, অস্ত্র সঞ্চালন,
জয়োল্লাস নৃত্য, সাময়িক গান,
বাজে রণ-বাদ্য চমকে পরাণ।—

দুন্দুভির ধ্বনি ভেরীর গর্জ্জন,
রণ-শিঙ্গা নাদ দামামা ঘোষণ,
বাজুন, ত্রিকোণ, পিকলো, বি'গল
ফ্লেজিলেট, অবো, কর্ণেট, সিম্বল।
ঘোর ঐকতানে, মহারুদ্র তালে,
জাতীয় সঙ্গীত-বীররস ঢালে,
ব্রিটিশ মহিমা গায় বিলাইয়া—
জয় ভিক্টোরিয়া জয় বিক্টোরিয়া!

৯

কোথা মৃদুস্বরে বাজে নহবত,
সু-রৌশনচৌকী, সানাই সঙ্গত।
বীণা তানপুরা, রবাব, মৃদঙ্গ,
মুরলী মন্দিরা, সেতারা, মোচঙ্গ,
পিয়ানো, অর্গান, পাণ্ডিন, লায়ার,
হার্প, হার্মোনিয়া, সার্পেণ্ট, গিটার।
মৃদু ঐকতানে আলাপে ললিত,
বসন্ত বাহারে চিত্ত পুলকিত!
নাচিছে নর্ত্তকী গাইছে গায়ক,
দৃশ্য হাস্যময় নট বিদূষক,
অঙ্গ ভঙ্গী করে কতই প্রকার,
হৃদয়ে আমোদ ধরেনাকো আর।
নেচে নেচে গায় করতালি দিয়া,
জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া।

১০

প্রবাসীগণ, আনন্দে মগন,
মহোৎসব দ্রব্য করে, আয়োজন,
পল্লব কুসুমে আবাস সাজায়,
সবান্ধবে মিলি মন সাধে গায়।
হৃদয়ে আনন্দ প্রবাহ না ধরে,
মাঙ্গলিক দ্রব্য রাখে ঘরে ঘরে,
রাজভক্তি রস পড়ে উথলিয়া,
জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া।

১১

বিশেষ উল্লাস নারীগণ মাঝে,
নারী পূজা আজি নরের সমাজে!
ষোড়শোপচারে পূর্ণ আয়োজন,
ভূতলে কে কবে দেখেছে এমন?
নারীর সাম্রাজ্যে নারী মহোৎসব,
হবেনা কি তবে? কে রবে নীরব?
উলুধ্বনি করে শঙ্খ বাজাইয়ে,
আহ্লাদে আবেশে আটখানা হ'য়ে,
খেলিছে আননে হাসির ফোয়ারা
স্বজাতি সম্মানে হ'য়ে সাতোয়ারা,
শত নারীকণ্ঠ গাহিছে ফুলিয়া,
জয় ভিক্টোরিয়া, জয় ভিক্টোরিয়া!

রমণীর কর্ত্তব্য।

(২৬৫ সংখ্যা ৩০৫ পৃষ্ঠার পর।)

ভাঁড়ার গৃহের একটী কোণে আলু থাকিবে। যৎকালে আলুর মূল্য সুলভ হয়, সেই সময়ে সস্তাদামে আলু কিনিয়া রাখিতে হইবে। ভাঁড়ার গৃহের একটী কোণে পাতলা করিয়া বালি বিছাইয়া তাহার উপরে আলু রাখিতে হইবে। ঐ বালি পাছে গৃহের মধ্যে ছড়াইয়া যায়, এজন্য তাহার দুইদিকে

(কোণে রাখিলে অপর অপর দিকে দেওয়াল থাকিবে)। ইটের সারি দিয়া বালির সীমানা ঠিক করিয়া দিবে। ঐ বালির উপর পরিষ্কাররূপে আলু বিছাইয়া রাখিবে। প্রথমে বড় বড় আলু খরচ করিবে কারণ বড় আলু শীঘ্র পচিয়া যায়। অনেক বাটীতে এরূপ দেখা যায় যে কোন দ্রব্য সুলভ মূল্যে পাইলেই অধিক ক্রয় করা হয় এবং একেবারে অধিক ক্রয় করিলে অধিক খরচ হয়। এ বিষয়ে গৃহিণীর সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। দ্রব্যাদি একেবারে ক্রয় করিলে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যদি অধিক খরচ হয় তাহা হইলে একেবারে কেনার কোন ফল দেখা যায় না। ইহার উপায় এই যে প্রত্যেক গৃহিণী ভাঁড়ার গৃহে একটা তৌল দাঁড়ী ও এক প্রস্থ বাটখারা রাখিবেন এবং দ্রব্যাদি নিজের সম্মুখে অথবা যাঁহার হস্তে ভাঁড়ার গৃহের ভার থাকিবে তাঁহার সম্মুখে ওজন করিয়া রন্ধনার্থে দিবেন। তাহা হইলে অধিক খরচের ভয় থাকিবে না। ভাঁড়ার গৃহের দরজা আদি রাত্রিকালে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে নতুবা ইন্দুরাদি দ্বারা দ্রব্যাদি নষ্ট হওয়া সম্ভব। সেই ঘরে যেন কোনরূপ আবর্জ্জনা না থাকে, পরিষ্কার ঝরঝরে থাকিবে তাহা হইলে ইন্দুর থাকিতে পারিবে না অথবা থাকিবার সুবিধাও পাইবে না।

কলিকাতার বাজারে ছোট ছোট টিনের কৌটা কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মসলা রাখিবার বেশ সুবিধা। ঐ সকল কৌটাতে ঢাকনি দিবার আবশ্যকতা নাই। ভাঁড়ার ঘরের দেওয়ালে সারি সারি কতকগুলি পেরেক পুতিতে হইবে। প্রত্যেক টিনের কৌটার গায়ের উপর একটা করিয়া ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া ঐ পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিবে এবং ঐ কৌটার ভিতর মসলা থাকিবে। কৌটা গুলির আকৃতি মসলার পরিমাণ অনুসারে হইবে অর্থাৎ যে কৌটায় লঙ্কা হলুদ থাকিবে তাহা বড় হইবে, যাহাতে জিরে মরিচ থাকিবে তাহা তদপেক্ষা ছোট হইবে আবার যাহাতে পাঁচ ফোঁড়ন (সম্বরা) থাকিবে, তাহা আরও ক্ষুদ্র হইবে। যেখানে যে কৌটা থাকিবে, তাহার উপরে দেওয়ালের গায়ে মসলার নাম লেখা থাকিবে ইহা দ্বারা সকলেই জানিতে পারিবেন যে কোন্ কৌটায় কোন্ মসলা আছে। মসলার কৌটাগুলি ঐ রূপে সাজাইয়া রাখিলে বেশ সুন্দর দেখায়, প্রস্তাব লেখক স্বয়ং এটী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ভাঁড়ার গৃহের এক পার্শ্বে একটী চাঙ্গারিতে নিত্য-ব্যবহার্য্য তরকারি আদি থাকিবে। গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে তরকারীগুলি ভাঁড়ারের মধ্যে না রাখিয়া অনাবৃত স্থানে শিশিরে রাখা উচিত, তাহা হইলে তরকারী সকল শুষ্ক না হইয়া সরস থাকে। তৈল ও

ঘৃত রাখিবার জন্য একপ্রকার পাত্র ব্যবহার করিলে ভাল হয়; ঐ পাত্র চিনা মাটীতে প্রস্তুত। কলিকাতার পুরাতন জিনিষ বিক্রেতাদিগের দোকানে সদাসর্ব্বদা ঐ পাত্র পাওয়া যায়। ঐ পাত্রে করিয়া মোরব্বা প্রভৃতি আমদানি হয়, পরে ঐ মোরব্বাদি বিক্রয় হইয়া গেলে দোকানদারেরা পুরাতন দ্রব্য বিক্রেতাদিগকে ঐ পাত্র বিক্রয় করে। ঐ পাত্র চিনামাটীতে প্রস্তুত। উহা ঢাকনি সহিত পাওয়া যায়, উহার একএকটীর মূল্য ৶০ আনা করিয়া, ঘৃত তৈল রাখিবার পক্ষে উহা অত্যন্ত উপকারী। ঘৃতের পাত্র হইতে ঘৃত হাত দ্বারা না তুলিয়া পলা দ্বারা তুলিলে ঘৃত অধিক নষ্ট হয় না। কিন্তু লোহার পলা ব্যবহার করিলে ঘৃতের বর্ণ খারাপ হইয়া যায়, সুতরাং ঘৃতের জন্য টিনের পলা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। লবণ যাহাতে রাখা যায়, তাহাই শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, এ জন্য এমন পাত্রে লবণ রাখিবে না যাহার মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক। লবণ রাখিবার জন্য কাষ্ঠের পাত্রই বিশেষ উপযোগী। ভাণ্ডার গৃহে অন্ততঃ দুইটী সিকা থাকিবে। ঐ সিকার একটীতে ঘৃত ও একটীতে রন্ধনের তৈল থাকিবে। ভাঁড়ার ঘরের দেওয়ালে দুইটী কাষ্ঠ পুঁতিয়া তাহার উপর একখানি তক্তা দিয়া দ্রব্যাদি রাখিবার ব্যবস্থা করিলে স্থানের সঙ্কুলান হয়। যাঁহারা জ্বালানি কার্য্যের জন্য রেড়ীর তৈল ব্যবহার করেন, তাঁহারা টিনের পাত্রে অথবা বোতলে ঐ তৈল রাখিবেন, এবং ঐ টিনের পাত্র অথবা বোতল একখানি তক্তার উপর রাখিবেন কারণ বোতলের গা দিয়া যে তৈল ঝরিয়া পড়িবে তাহা ঘরের মেজেতে না পড়িয়া ঐ তক্তার উপর পড়িবে এবং সময়ে সময়ে ঐ তক্তা পরিষ্কার করিলেই হইবে। প্রদীপে তৈল দিবার জন্য একটী টিনের পাত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ টিনের পাত্রে একটী লম্বা গাড়ুর মত নল থাকিবে। ঐ নলের অগ্রভাগ খুব সরু হইবে, ঐ সরু নল দিয়া প্রদীপ ইত্যাদিতে তৈল ঢালিলে তৈল পড়িয়া নানা স্থানে লাগিবার অথবা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। গাত্রে মাখিবার জন্য অনেকে নারিকেল তৈল ব্যবহার করেন। ঐ নারিকেল তৈল অনেকে বোতলের মধ্যে রাখেন বোতলে নারিকেল তৈল রাখিলে একটী বিশেষ অসুবিধা হয়—শীতকালে প্রাতস্নান করিবার সময় তৈল পাওয়া যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ তৈল না গলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন উপায়ে বোতল হইতে বাহির করা যায় না। সুতরাং ঘৃত রাখিবার জন্য যেরূপ পাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐরূপ পাত্রে নারিকেল তৈল রাখিলে সুবিধা হইবে। এস্থলে একটী কথা বলা বিশেষ আবশ্যক হইতেছে—আজ কাল কলিকাতার অনেক দোকানে সুবাসিত নারিকেল তৈল

পাওয়া যায়। দোকানে ঐ তৈল যেরূপ মূল্যে পাওয়া যায় গৃহে প্রস্তত করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে এবং বাজারের তৈল অপেক্ষাও কোন অংশে নিকৃষ্ট হয় না। এক সের নারিকেল তৈলে ৵০আনার ইস্তাম্বুলিকাহী নামক একপ্রকার তৈল, মিশাইয়া দিলে বেশ সুগন্ধ হয়। উহা কলিকাতার আতর ওয়ালাদিগের নিকট পাওয়া যায়। যদি ঐ তৈলকে লাল করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ঐ তৈলে দুই পয়সার রতনজুৎ ফেলিয়া দিলেই হইবে। রতনজুৎ একপ্রকার গাছের শিকড়, কলিকাতার মাতামসা ওয়ালাদিগের নিকট পাওয়া যায়। ক্রমশঃ

ভেল্কী।

গতবারের শেষ।

এখন ঐ দুইখানা আয়না যতই ঘএর নিকট হেলাইয়া আনা যাইবে, ততই ঘএর প্রতিমূর্ত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যখন আয়না দুই খানা সমান্তরাল হইবে যেমন (৫ম,) তখন অসংখ্য প্রতিমূর্ত্তি হইবে।

৫ম চিত্র।

ক——————খ

০ঘ

খ——————গ

আয়না লইয়া এ সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল বুঝিতে পারিবেন। ইহা বুঝিলে আর ভেল্কী বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না।
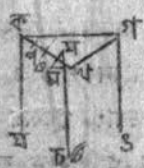
৬ষ্ঠ চিত্র।

অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যেখানে ঐ সমস্ত ভেল্কী দেখান হয়, তাহার তিন দিকে এক রঙের পর্দ্দা টাঙান থাকে। ইহার কারণ পশ্চাৎ বলিব। মনে করুন ঘ ক গ ঙ সেই এক রঙের পর্দ্দা (৬ষ্ঠ চিত্র), ক খ ও খ গ দুইখানা পরিষ্কার বড় আয়না খাড়া ভাবে রাখা। উহাদের সম্মুখভাগ চ এর দিকে। দর্শক গণ চ এর কাছে দাঁড়াইয়া দেখেন। ঐ আয়নার মাঝে মাঝে ফাঁক বা খোপ কাটা থাকে, যেমন প ফ। ঐ আয়না এত পরিষ্কার যে ফাঁক কি আয়না তাহা জানা না থাকিলে বুঝা কঠিন। ক খ ও খ গ সমকোণ করিয়া রাখা অর্থাৎ ক খ গ কোণ এক সমকোণ। আবার ঘ ক গ সম কোণ ক খ আয়না দ্বারা সমান দুই ভাগে ভাগ করা এবং ক গ ঙ সমকোণ খ গ আয়না

দ্বারা সমান দুই ভাগে ভাগ করা। এরূপ রাখার কারণ পরে বলিব। এখন ম চিহ্নিত স্থানে একটী লোক তাহার সমস্ত শরীর লুকাইয়া স্বধু মাথা বাহির করিলে দর্শকগণ স্বধু তাহার মাথা দেখিয়া কাটা মুণ্ড ভাবিবেন। আবার ঐ ম চিহ্নিত স্থানে এক খানা টুল রাখিয়া (টুল আয়নার চেয়ে ছোট হওয়া চাই,যেন বাহির হইতে না দেখা যায়) ঐ টুলে এক পায়ের উপর সমস্ত শরীরের ভার রাখিয়া অন্য পা আয়নার উপর দিয়া, ম হইতে আয়না যত দূরে আয়-নার সম্মুখে ঠিক্ ততদূরে যদি ঝুলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বের নিয়ম অনুসারে ঐ ঝুলান পায়ের (ম´) ঝুলান প্রতিমূর্ত্তি ম চিহ্নিত স্থানে দেখা যাইবে। সুতরাং দর্শকিগণ ঐ ঝুলান পা ও তাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া শূন্যে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। আবার যদি প ফ (আয়নার ফাঁক অংশ) অংশের ভিতর দিয়া বাহিরে এক খানা হাত, পা কিম্বা মাথা বাহির করিয়া একটী লোক আয়নার পাছে তাহার অন্য অঙ্গ লুকাইয়া রাখে, তাহা হইলে শুধু দুইখানি হাত, পা কিম্বা মাথা দেখা যাইবে, একটী আসল, অন্যটী প্রতিমূর্ত্তি। সুতরাং দর্শকগণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

৭ম চিত্র।
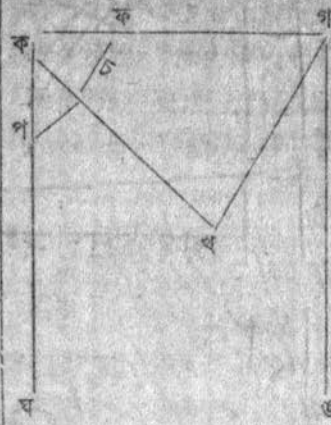
এখন পর্দ্দা ও আয়না সমকোণ করিয়া রাখা ইত্যাদির কারণ বলিব। আর একটী চিত্র বিবেচনা করা যাউক। (৭ ম চিত্র)। প্রথমে ক খ আয়নার বিষয় দেখা যাউক্।

ঘ ক গ সমকোণ ক খ আয়না দ্বারা সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া রাখার কারণ ক ঘ পর্দ্দার যে কোন বিন্দু হইতে ক খ আয়নার উপর একটী সরল রেখা সমকোণ করিয়া টানিয়া ক গ এর কোণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিলে আয়না হইতে ক ঘ এর সেই বিন্দুটী যত দূরে স্থিত, ক গ এর সেই বিন্দুটীও তত দূরে থাকিবে। যেমন প একটী বিন্দু হইতে প চ একটী সরল রেখা ক খ আয়নার সহিত সমকোণ করিয়া টানিয়া চ ফ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখানে প চ ও চ ফ সমান হইবে। সুতরাং পূর্ব্বের নিয়ম অনু-সারে প এর প্রতিমূর্ত্তি ফ এর উপর

পড়িবে। এই রূপে সমুদায় ক খ পর্দার প্রতিমূর্ত্তি ক গ এর উপর হইবে, আবার গ ঙ পর্দার প্রতিমূর্ত্তি ঐ কারণে ক গ এর উপর হইবে। সুতরাং এক রঙ্গের পর্দ্দা থাকিলে কোন্‌টী আসল, কোন্‌টী প্রতিমূর্ত্তি বুঝা যাইবে না। খ ক গ ঙ র মধ্যের ভাগ স্থধু ফাঁক দেখা যাইবে। কেবল আয়নার উপরি ভাগ লুকাইবার জন্য যে ফুল ইত্যাদিতে সাজান থাকে, সেই ফুল দেখা যাইবে।

বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব।

কার্য্য বিবরণ।

গত ১০ মাঘ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাস্থলে বঙ্গমহিলা সমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। তাহাতে যে কার্য্য বিবরণও কয়েকটী প্রবন্ধ পঠিত হয় তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

প্রায় আট বৎসর হইল বঙ্গনারীগণের উন্নতি সাধনোদ্দেশে "এই সভা" সংস্থাপিত হয়। যাহাতে আমাদের দেশীয় ভগিনীগণের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হয় ও তৎসঙ্গে তাঁহারা চিন্তা ও কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন, ইহাই এই সভার উদ্দেশ্য। এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইহার অধিকাংশ কার্য্যই মহিলাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

এপর্য্যন্ত এই সভা হইতে আশানুরূপ ফল লাভ না হইলেও ইহা হইতে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের উপযোগী কয়েক খানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে এবং যাহাতে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একতা ও সদ্ভাব বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন দেশহিতৈষী কৃতবিদ্য মহোদয়গণ সময়ে সময়ে নারীজাতির হিতকর অনেক বিষয়ে বক্তৃতা ও উপদেশ দিতে ত্রুটি করেন নাই এবং সভ্য মহিলাদিগের মধ্যেও অনেকে প্রবন্ধ লিখিয়া অনেক বিষয় আলোচনা করত আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিতে যত্নবতী হইয়াছেন।

সভার একটী নিজস্ব গৃহ না থাকাতে অধিকাংশ সময় ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ সম্বন্ধে অত্যন্ত বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য সভা নিজের একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু নানা কারণে ও অর্থাভাব বশতঃ এখন পর্য্যন্ত সে বাসনা কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হওয়া যায় নাই।

গতবর্ষে ইহার সভ্য সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও ৩০ জনের ন্যূন নহে। গতবর্ষে যতবার সভার অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে প্রতি সভায় নিয়মিত সভ্যাদিগের মধ্যে গড়ে প্রায় ২০ জন উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন যে দুইবার

সায়ংসমিতি হয়, তাহাতে প্রত্যেক সভাস্থলে প্রায় শতাধিক মহিলা ও পুরুষ উপস্থিত থাকেন।

ফাদার লাফোঁ, ডাক্তার তারাপ্রসন্ন রায় ও শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সভার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, কারণ তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অনেক-বার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রদর্শন দ্বারা সভাস্থ দর্শকদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

ভারতে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত স্কট্‌লণ্ড হইতে কুমারী রেণী নাম্নী একটী স্কচ্ মহিলা ভারতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনায় নিমিত্ত বঙ্গমহিলা সমাজের একটী বিশেষ সভা আহুত হয় তাহাতে অনেকগুলি কৃতবিদ্য পুরুষ ও শিক্ষিতা মহিলা উপস্থিত থাকিয়া বিদেশীয়া ভগিনীর অভ্যর্থনা করেন। কুমারী রেণী এই বৃদ্ধ বয়সে যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই দূরদেশে আসিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার উৎসাহ ও শ্রমশীলতা আমাদিগের অনুকরণীয়।

বিবিধ চিন্তা। *

১। সূর্য্য আকাশে উদিত হইল। কেবল গুটিকতক পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করিতে অথবা কয়েকটী বৃক্ষকে সজীব করিতে নহে, বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীর আনন্দ বিধান করিতেই সূর্য্য উদিত হইল। দেবদারু আপন উন্নত মস্তক নাড়িয়া বলিল "সূর্য্য তুমি আমারই।" মৃত্তিকার উপরিভাগে প্রস্ফুটিত বন-ফুল ঈষৎ হাসিয়া ও মৃদুগন্ধ বিস্তার করিয়া বলিল "সূর্য্য তুমি আমারই" এবং সহস্র ক্ষেত্র মধ্য হইতে শস্য-রাজি প্রাতঃসমীরণে কম্পিত হইয়া একতানে বলিয়া উঠিল "সূর্য্য তুমি আমারই।" ঈশ্বরও তেমনি ধর্ম্মজগতে গুটিকতক মহাপুরুষের জন্য নয় কিন্তু সমস্ত জগতের জীবন স্বরূপ হইয়া সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। এই পৃথ্বীতলে এমন ক্ষুদ্র—এমন নীচ জীব কেহ নাই যে শিশুর নির্ভরের ভাবের সহিত তাঁহার দিকে চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারে না "পরম পিতা তুমি আমারই।"

২। একটী বালিকা একবার আধ্যাত্মিক ভাবের আবেগে আপন দৈনিক লিপিতে এই কথাগুলি লিখিয়া-ছিলেন "যদি জিজ্ঞাসা করা স্পর্দ্ধা না হইত, তাহা হইলে ঈশ্বরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতাম তিনি কেন আমাকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন? আমি কিছু বুঝিনা। আমার দিন আলস্যে যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে আমার ক্লেশ হয় কই? যদি নিজের অথবা অপরের সম্বন্ধে কিছুমাত্র মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিতাম,

* ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসবে কোন মহিলা দ্বারা পঠিত।

দিনের একটুকু সময়ের জন্যও তাহা হইলে কত সুখী হইতাম!" এই কথাগুলি লিখিবার পরে কয়েকদিন কাটিয়া গেল, বালিকার অন্তর তখন আর আবেগপূর্ণ নাই। তখন তিনি এই গুলি পড়িয়া তাহার নীচে লিখিলেনঃ—"বাঃ কাজ করাত কত সহজ। ঈশ্বরের একটী ক্ষুদ্র তৃষ্ণার্ত্ত জীবকে অঞ্জলি পরিমিত পানীয় জল প্রদান করিলেও ত কাজ হয়।" ঠিক্ কথা। ঈশ্বরের নামে সামান্য দ্রব্য পর্য্যন্ত দান করিলেও তাহার ফল আছে। একটী সৎপরামর্শ, একটু সামান্য সাহায্য, একটু ক্লেশ সহিষ্ণুতা, বন্ধুর জন্য একটু প্রার্থনা, অপরের অগোচরে তাহার ত্রুটীজনিত কুফল নিবারণের একটুকু চেষ্টা—এ সকল কার্য্যও মূল্যবান। ঈশ্বরের নামে যে কার্য্য করা হয় তাহা কখনও বিফলে যায় না।

৩। সুদীর্ঘ শাল তরু আপন মস্তক উন্নত করিয়া পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া শালতরু কি করিল? দুঃখের উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শালতরু কহিল "হায়! আমি বৃথা জীবিত রহিয়াছি। পক্ষী আমার শাখায় বসিয়া সুললিত গান করে না, কেননা আমার শাখা প্রশাখা অতি উচ্চ, আমার ফল কাহারই আহারের জন্য ব্যবহৃত হয় না। কেন বৃহদ্দেহধারী হইয়া ঝটিকা ও বজ্রপাতের লক্ষ্যস্থল হইয়া এতকাল জীবিত রহিলাম? সামান্য বৃক্ষ হইলে পথিককে ছায়া ও আহার প্রদান করিতে পারিতাম, কিন্তু বৃহৎ দেহ লইয়া একি জ্বালা হইল?" কাঠুরিয়া কুঠার দ্বারা শাল বৃক্ষকে ছেদন করিল। "দীর্ঘকালের অকর্ম্মণ্য জীবন অবসান হইল বাঁচিলাম" বলিয়া শালতরু ভূপতিত হইল। কিন্তু মরিয়াই তাহার জীবন আরম্ভ হইল। শালকাষ্ঠে বাণিজ্য তরণী নির্ম্মিত হইল, গৃহশয্যা প্রস্তুত হইল, শিশুর দোলনা ও বৃদ্ধের বিরামাসন গঠিত হইল। দেবালয় গঠনকার্য্যেও এই কাষ্ঠের সহায়তা গৃহীত হইল, এইরূপে শালতরু মরিয়া বাঁচিল। যত দিন পর্ব্বতোপরি অলস জীবন যাপন করিয়া শালতরু স্বার্থপরতার পরিচয় দিতেছিল, ততদিন সে মৃত এবং মরিয়া যখন সৎকার্য্যে তাহার দেহ উৎসর্গীকৃত হইল তখনই সে বাঁচিয়া গেল। ধর্ম্ম জগতেও এইরূপ প্রহেলিকা অনেক দৃষ্টিগোচর হয়। যে মাটীর মত নত, সেই উন্নত; যে বিষাদে পরিপূর্ণ, সেই সুখী; যে মৃত, সেই জীবিত; যে দুর্ব্বল, সেই সবল। যাঁহারা আত্মপর নির্ব্বিশেষে জগতের কার্য্যের জন্য আপনাদের ধন জন সামর্থ্য ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারাই বাস্তবিক ধনী ও ক্ষমতাশালী।

৪। পার্শ্বস্থ ভাই ভগিনীর আত্মার কল্যাণ সাধন করিতে যত্নশীল হইও। একটুকু সস্নেহ ব্যবহার, নিরাশভগ্ন হৃদয়ে আশাপূর্ণ দুই একটী উৎসাহবাক্য,

একটী প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি, গভীর সহানুভূতি-সূচক একটী প্রাণের কথা, হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত নীরব প্রার্থনা—এগুলি দেখিতে অতি সামান্য হইলেও ইহাদের প্রভাব যে কত অধিক তাহা কেনা প্রাণে অনুভব করিয়াছেন? ইহাই নিরাশ ভগ্নপ্রাণে কত আশার বার্ত্তা বহন করে। এগুলি যৎসামান্য কিন্তু হায় কয়জন লোক এই সামান্য উপায়ে অন্যের প্রাণে শান্তির শীতলধারা ঢালিতে প্রয়াসী?

৫। একটী সাধ্বী স্ত্রীলোক একবার লিখিয়াছিলেন "আমার নিজের পরিবার মধ্যে আমি কাহারও কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে চাই না; সমস্ত কার্য্যেই সন্তোষ প্রকাশ করি; কেহ আমাকে সুখের ব্যাঘাত বলিয়া মনে করিতেছে এ চিন্তাকে মনেও স্থান দিই না। যদি লোকে আমাকে স্নেহ করে, তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি? যদি আমায় তাহারা অগ্রাহ্য করিয়া ছাড়িয়া যায়, বেশ তাহাতেই বা অসুখ কি? নির্জ্জনে বসিয়া সুখে কাল কাটাই। এক লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমি সমস্ত কার্য্য করি; তাহা এই যে আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া ঈশ্বরের সন্তোষের জন্য মানুষ সমস্ত কার্য্য করুক।"

৬। একবার একটী শিশু জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "মা, যখন কোন বস্তুই একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না, তখন আমরা যে সকল কথা মনে মনে ভাবি সেগুলি যায় কোথা?" মাতা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "ঈশ্বরের কাছে।" জননীর এই উত্তরে সরল শিশু ক্ষুদ্র মস্তক মাতৃবক্ষে লুকাইয়া ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে কহিল "মা আমি বড় ভয় পাইয়াছি।" আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন এই কথা স্মরণ করিলে যাঁহার হৃদয়ে চিন্তার উদ্রেক না হয়?

৭। একদিন সুতীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতে উদ্যান শোভন বৃক্ষকে ভূশায়ী করিয়াছিলাম; আজ দেখি ছিন্নকাণ্ডের চারি পার্শ্বে শত শত সুন্দর সতেজ নব পল্লব বহির্গত হইয়া তাহার ক্ষতস্থান সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন করিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় না কোন দিন বৃক্ষের কোন বিপদ ঘটিয়াছিল। সে দিন শাণিত কুঠার অপেক্ষা তীক্ষ্ণধার এই রসনার, কঠোর আঘাতে যে স্নেহপ্রবণ কোমল হৃদয়কে শতধা বিদীর্ণ করিয়াছি, সে ভগ্নপ্রাণ কি আবার যুক্ত হইবে? সে ছিন্ন হৃদয়ের চারিপাশে আমার প্রতি প্রেম, সহানুভূতি কি নবীন পত্র মুকুলের ন্যায় আবার অঙ্কুরিত হইবে?

৮। পর্ব্বতশিখরের ধূমরাশি যেমন ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশের দিকে ধাবিত হইতে থাকে, সেইরূপ মানব হৃদয়ের উন্নত ও পবিত্র আকাঙ্ক্ষাগুলি সকল পুণ্য ও পবিত্রতার আধার অনন্ত স্বরূপের দিকে স্বতঃই উত্থিত হয়। উন্নত ও পুণ্যময় জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা মানব অন্তরে স্বাভাবিক। পৃথিবীতে

এমন কে আছে যাহার জীবনে কোন দিন এই স্বর্গীয় ভাব উদিত হয় নাই? কিন্তু হায়! সংসারের উত্তাপে সুকোমল ফুলের মত এই সুন্দরভাব কতবার হৃদয়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার কি গণনা হয়? কয়জন ইহাকে অমূল্য রত্ন জ্ঞানে প্রাণে ধরিয়া রাখিতে প্রয়াসী? অন্তরের ঈশ্বর-দত্ত এই পবিত্রভাবকে মানব, তুমি সংসারের উত্তাপে বিনষ্ট করিয়া ফেলিও না। যাহাতে এই স্বর্গের শিশির প্রাণে থাকিয়া তোমার জীবন-ফুলকে কোমল ও সরস রাখিতে পারে, সর্ব্বপ্রযত্নে সেই চেষ্টা কর। প্রাণের প্রিয়তম উন্নত আকাঙ্ক্ষাকে জীবনে পরিণত করিতে যাহা কিছু প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় সর্ব্বস্ব দিয়াও তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইও। স্মরণ রাখিও ইহারই উপরে তোমার দেবজীবন লাভ সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করিতেছে।

বাল্যকালে একবার কতকগুলি গুটিপোকা পুষিয়াছিলাম। তাহাদের লালন পালন করা আমার বাল্য জীবনের এক প্রধান কার্য্য ছিল। প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের আহারের জন্য সুন্দর সতেজ নবীন পল্লব আহরণ করিয়া আনিতাম, দিনের মধ্যে অনেকবার অনেক উপায়ে তাহাদের প্রতি প্রাণের অনুরাগ প্রকাশ করিতাম, শতবার যাইয়া অনুসন্ধান লইতাম কীটগুলি কত বড় হইয়াছে। আমার এইরূপ যত্নে কীটগুলি দিন দিন বড় হইতে লাগিল, আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিছুদিন গত হইলে তাহারা শরীর হইতে সহস্র তন্তু বহির্গত করিয়া তদ্দ্বারা আপনাদিগকে বাঁধিল। তাহাদের দেহের এই নব পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। সেই অণ্ডাকার পদার্থ হইতে কি অদ্ভুত জীব বহির্গত হয়, প্রত্যহ বিশেষ ঔৎসুক্য-সহকারে তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম। একদিন পিঞ্জর উন্মুক্ত করিয়া দেখি সেই বন্ধন মুক্ত করিয়া বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত প্রজাপতি তাহা হইতে বহির্গত হইয়াছে। আমি বাহিরে আনিয়া তাহার পক্ষের বর্ণ পরীক্ষা করিতে লাগিলাম, এই অবসরে প্রজাপতি সুন্দর পক্ষ দুটী বিস্তার করিয়া অনন্ত আকাশ পথে উত্থিত হইল। আমি তাহাকে ধরিতে অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে আর ধরা দিল না—অনন্ত সুনীল আকাশতলে পবিত্র বায়ুমণ্ডলে বিমল উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে মনের আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল, আমি বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া আসিলাম। মানব জীবনের সহিত কি এই দৃশ্যের তুলনা নাই? ঐ যে সেদিন জনক জননীর স্নেহময় প্রাণ শূন্য করিয়া প্রিয়সন্তান অনন্ত লোকে উড়িয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে কি এ চিত্রের সাদৃশ্য নাই? পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ

করিয়া যে আত্মা অনন্ত ধামের উপযোগী সুন্দর সৌন্দর্য্য ও শক্তি ধীরে ধীরে লাভ করিতেছিল, সেই সৌন্দর্য্য ও শক্তি পূর্ণরূপে লাভ করিয়া তাহা এখন চলিয়া গিয়াছে। পার্থিব রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া যে আত্মা অনেক সময় প্রেমময় অনন্তস্বরূপ দেবতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই, মৃত্যু এখন সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে প্রেমময়ের সন্নিধানে লইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ অমর আত্মা সঙ্কীর্ণ দেহাবরণ ত্যাগ করিয়া অনন্তের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে। শোকাতুরা জননী, প্রাণের সন্তান হারাইয়াছ বলিয়া শোক করিওনা। অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতে যে অমর আত্মা সৃজিত হইয়াছিল, তাহা দেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রকাশে উদ্ভাসিত লোকে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার দর্শন লালসায় যে দিবানিশি ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিত; মৃত্যু সে ব্যাকুল আত্মাকে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া অমৃতময়ের রাজসিংহাসন তলে লইয়া গিয়াছে। সে আত্মা অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর পিতার নিকট থাকিয়া অনন্ত জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া দেব সহবাসের উপযোগী হইতেছে। অমর দেবশিশু অযোগ্য পার্থিব বসন রাখিয়া পুণ্যের শুভ্রবসন-পরিহিত হইয়া পরম জননীর সুকোমল কোলে ফিরিয়া গিয়াছে।

প্রকৃত সৌন্দর্য্য।

উপস্থিত বন্ধু ও সমবেত ভগিনীগণ! বৎসরান্তে আবার সকলে মিলিত হইলাম। এই গৃহটী আজ সজ্জিত। যেদিকে দৃষ্টি করিতেছি ভগিনীর মুখচ্ছবি প্রাণে আনন্দ আনিয়া দিতেছে। নববর্ষে নব বস্ত্রে নব অলঙ্কারে শোভিত হইয়া ভগিনী আজ ভগিনীর আহ্বানে একত্র সম্মিলিত,এ দৃশ্য বড়ই সুন্দর। প্রতি বর্ষে যেন আমরা এইরূপ মিলিত হইয়া পরস্পরকে দেখিয়া সুখী হই। ভগিনীগণ! চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি নারীজাতি অলঙ্কারপ্রিয়, গহনা পাইলে তাহারা আর কিছু চায় না। চিন্তা করিয়া দেখিলে এ কথা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহাও বোধ হয় না, কারণ কোন্ রমণী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সুন্দরী হইবার ইচ্ছা না করেন? স্বয়ং ঈশ্বর রমণীকে শোভানুভাবকতা শক্তি প্রদান করিয়াছেন, অতএব এই নারী-স্বভাবকে বিনাশ করিলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়। অনিবার্য্য শোভানুভাবকতার আতিশয্য বশতঃ রমণীর অলঙ্কার স্পৃহা লোকে নিন্দা করে কেন না তাহারা বুঝে না। মানব হৃদয়ের সৌন্দর্য্য সাধন অতীব কঠোর, তাই এতকাল সকলে বাহিরের আড়ম্বরে হৃদয় বাসনা পূর্ণ করিতে এত

ব্যস্ত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু ভগিনীগণ আমার মনে হয় এখন এমন সময় আসিয়াছে যাহাতে আমরা এই গভীর বিষয় চিন্তা করিয়া রমণীর চিরকলঙ্ক মোচন করত প্রকৃত অলঙ্কারে সজ্জিত হইতে যত্নবতী হইতে পারি।

প্রেম পুণ্য পবিত্রতার অলঙ্কার পরিয়া জগজ্জননীর চিরসুন্দর পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করাই নারীর প্রকৃত গৌরব। জগতে ধনীর কন্যা ধনীর বধূ ভিন্ন মণি মুক্তা হীরকালঙ্কারে দেহের শোভা বর্দ্ধনে কাহার সামর্থ্য? যে গরিব তাহার মনের ইচ্ছা মনে মিশাইয়া যায়, সে আপনাকে অনাথিনী দুঃখিনী ভাবিয়া বিষণ্ণ মনে অবস্থিতি করে। কিন্তু হায়! কেহ ভাবে না যে স্বর্গীয় জননীর স্বর্গের অনন্ত ভাণ্ডারে কত অমূল্য রত্ন রহিয়াছে, যাহার এক খণ্ড ধারণ করিলে মানব জীবন কৃতার্থ হয়—নারীজন্ম যথার্থই ধন্য হইয়া যায়। বালিকা মার কাছে আব্দার করিয়া গহনা চায়, ভাল সাজিতে না পারিলে মুখ মলিন করিয়া থাকে; বিবাহিত রমণী স্বামীর নিকট অলঙ্কার ভিক্ষা করিয়া দেহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে ব্যস্ত—যে রূপে হউক রমণী চিরদিন শারীরিক সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ তৎপর। কিন্তু হায়! আমাদের মধ্যে কয় জন হৃদয়ের অলঙ্কার লাভের জন্য সেরূপ ব্যাকুল? কয়জন প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারি "ভূষণবাকি কি আছেরে আমি জগচ্চন্দ্র হার পরেছি"? স্বর্গীয় জননীর প্রেমানন্দরূপ অলঙ্কার পরিলে আর পার্থিব হীরকপ্রভা প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না, স্বর্গীয় অলঙ্কারে সাধ্বী ব্রহ্মকন্যার মুখশ্রী শতগুণ বৃদ্ধি হইবে। ভগিনী! সে অলঙ্কার রক্ষা করিবার জন্য কোন আড়ম্বর প্রয়োজন করে না, তাহা ক্রয় করিবার জন্য পার্থিব ধনরাশিরও আবশ্যকতা নাই। সে অলঙ্কার বুকের ভিতর থাকিয়া কার্য্যক্ষেত্রে দীপ্তি বিকীর্ণ করিয়া অন্যের প্রাণ কাড়িয়া লয়। নয়নের শোভার জন্য ঐ যে পার্থিব অঞ্জন লেপন করিয়াছ, উহা মুছিয়া ফেল, বিভুদর্শন নয়নের অঞ্জন হউক। অন্তঃসার শূন্য আলাপ ত্যাগ করিয়া বিভু গুণগানে রসনা পবিত্র হউক। সেই চরণসেবা হস্তের শোভা সম্পাদন করুক। সর্ব্বাঙ্গ এই রূপ দেবদত্ত অলঙ্কারে সজ্জিত হইলে কন্যার সৌন্দর্য্যের আর সীমা কোথায়? আর পৃথিবীতে কি চাই? পরম জননীকে দেখা, তাঁহাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া অন্তর বাহির পবিত্র করাই প্রকৃত অলঙ্কারে সজ্জিত হওয়া, উহাতেই রমণীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য।

শিক্ষার সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন স্পৃহা বলবতী হইয়াছে, তাই সকলকে সতর্ক হইতে হইবে। অলঙ্কার পরায় কিছুমাত্র দোষ নাই, কিন্তু দেখিতে হইবে প্রাণের বাসনা কিসের দিকে। স্বর্গীয় জননী তাঁহার কন্যাদিগকে সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়া-

ছেন সত্য, কিন্তু হায়! সে নশ্বর দেহের শোভা কতদিন থাকে? সেই অবিনাশী হৃদয় কুসুম, যাহার সৌন্দর্য্য স্বর্গোদ্যানে চির শোভা সম্পাদন করিবার জন্য সৃষ্ট, এসো ভগিনি! সেই অমরাত্মাকে সজ্জিত করিবার জন্য অগ্রসর হই। এ পৃথিবীতে অনেক দুঃখ, অনেক তাপ। পার্থিব কোন মূল্যবান ভূষণ মানবের শোকদগ্ধ প্রাণের গভীর বেদনা দূর করিতে পারে না। পরশোকে স্বীয় অশ্রু মিশাইয়া পাপীকে স্বর্গীয় প্রেমে মুগ্ধ করিয়া শোকে দগ্ধ সংসারশ্রান্তকে সান্ত্বনা দিয়া পরসেবায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারাই জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য। এসো সকলে প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া সমস্বরে এই কথা বলি। কত শত বৎসর পূর্ব্বে মাতা কর্ণিলিয়া সন্তানদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন ঐ দেখ আমার মণি মাণিক। বাস্তবিক সন্তান মাতার অলঙ্কার, তাহাকে সৎশিক্ষা দান ও ধর্ম্ম পুণ্যে বর্দ্ধিত করাই মাতার গৌরব।

দেহের শুদ্ধতা, আত্মার উৎকর্ষসাধন এবং হৃদয়ের সরলতা ইহা নারীর প্রকৃত অলঙ্কার। মাতার অলঙ্কার সুশিক্ষিত পণ্ডিতসন্তান, পত্নীর অলঙ্কার প্রেমালঙ্কার দীপ্তিতে সকলকে মুগ্ধ করা, কুমারীর অলঙ্কার পবিত্রতার বসনে হৃদয়ের সরলতায় পাপান্ধকারে পূর্ণ্যালোক অপ্রেম স্থানে প্রেমের জ্যোতি বিকীর্ণ করা। সকল সৌন্দর্য্যের আধার মানবের চিরঅলঙ্কার সেই স্বর্গীয় জননী—

হৃদয় পরশমণি আমার;
নয়নের ভূষণ আমার
বিভুদরশন,
বদনের ভূষণ আমার
নামসংকীর্ত্তন,
ভূষণ বাকি কি আছেরে,
জগচ্চন্দ্র হার পরেছি
হস্তের ভূষণ আমার
চরণ সেবন
কর্ণের ভূষণ আমার
সে নাম শ্রবণ।
ভূষণ বাকি কি আছেরে,
আমি প্রেম মণি হার পরেছি
ভূষণ বাকি কি আছেরে,

(ক্রমশঃ)

নারীচরিত।

ওপি।

(২৬৩ সংখ্যা ২৩৭ পৃষ্ঠার পর।)

স্বামীর জীবনের ঘটনাবলি সমেত তাঁহার বক্তৃতা প্রকাশ ও আপনার কবিতাবলির দ্বিতীয় খণ্ড রচনার পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ওপি লণ্ডন নগরে গমন করেন। তিনি লণ্ডনে প্রতি বৎসর যাইতেন, যাইয়া আস্কিন্, ম্যাডাম ওষ্টেল, সেরিডেন্, লর্ড বায়রন্, সর্‌জেমস্ ম্যাকিন্‌টস্, ব্যারন হমবল্ড

প্রভৃতি সে সময়ের যে সকল বড়লোক, তাঁহাদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। এবম্বিধ বাৎসরিক গমনাগমন হেতু তাঁহার গ্রন্থ রচনা কার্য্যের কিছু মাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে টেম্পার (Temper) নামে তাঁহার নীতি বিষয়ক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস পাঠে পাঠকদিগের অনেকে উপকৃত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি পরম সুখী হন। পর বৎসর তাঁহার "প্রকৃত জীবন-আখ্যায়িকা" প্রচার করেন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রুসিয়ার সম্রাট, প্রুশিয়ার সম্রাট্ প্রভৃতি বড় বড় ইয়ুরোপীয় ভূপতি ও মহানুভব ব্যক্তিগণ লণ্ডন নগরীতে আগমন করেন। এই সময় ইঁহাদিগের সহিত ওপি দিবানিশি আমোদ আহ্লাদে এরূপ ব্যাপৃত হন, যে রবিবারেরও সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। একটী বন্ধুবিয়োগরূপ শোচনীয় ঘটনা তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়।

এলিজেবেথ্ ফ্রাই তাঁহার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু। বিবাহের পর ইনি যখন লণ্ডনে আসিয়া অবস্থিতি করেন, তখন ওপির সহিত ইঁহার হৃদ্যতা হয়। ফ্রাই পতি-বিয়োগান্তে নরিচে প্রত্যাবৃত্ত হন, সেই সময় তাঁহার ও ওপির সহিত যোজেফ্ জন্ গর্ণির কনিষ্ঠা ভগিনী প্রিসিলার প্রণয় হয়। এই রমণীর শীলতায় সকলে অত্যন্ত প্রীত হইতেন। ওপিও তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে বিমোহিত হন, আর কেবল এই প্রণয়েরই অনুরোধে ওপি সোসাইটী অব্ ফ্রেণ্ডস্ নামক হিতৈষিণী সভার সভ্য হন। যোজেফ জন্ গর্ণির অগ্রজ জন্ গর্ণির মৃত্যুই পূর্ব্বোল্লিখিত শোচনীয় ঘটনা। এই মহাশয় ব্যক্তির স্মরণার্থে ওপির "স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের স্তব কীর্ত্তন" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ উৎসর্গীকৃত হয়। গর্ণির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইবার অনতিবিলম্বে ইহা লিখিত হয়।

এক্ষণ হইতে ওপি উল্লিখিত সভার উপাসনা কার্য্যে যোগ দেন। উপাসনায় যোগ দান করিতে করিতে তিনি উক্ত সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। যৌবনাবস্থায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কোন স্থির মত ছিল না। ইহার ৩৬ বৎসর পরে ইনি যে দুটি তিনটি সুন্দর উপন্যাস রচনা করেন, তন্মধ্যে "Valentine's Eve" পুস্তকে তাঁহার সে সময়ের মনের ভাব ব্যক্ত হয়। এতৎপাঠে এই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মভাবই কার্য্যকলাপের মুখ্য সূত্র, এবং শোক দুঃখাদি বিপদের সময় মনুষ্যের একমাত্র অবলম্বন। তিনি বলেন "ধর্ম্মে বিশ্বাসজনিত নীতিই স্থায়ী ও মহামূল্য; কেহ কেহ বলেন যে, ধর্ম্মের সাহায্য ব্যতীত নীতি থাকিতে পারে, কিন্তু শোক দুঃখাদি সাংসারিক পরীক্ষার অবস্থায় একমাত্র ধর্ম্মই যে, আমাদিগের আশ্রয় ইহা আমার স্থির ধারণা।" তাঁহার

নিজের জীবনের পরীক্ষিত বিষয় দ্বারা এই সারগর্ভ হিতোপদেশ অতি সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিতে বড় অধিক বিলম্ব হইল না। দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন হঠাৎ তাঁহার পরমপূজ্য পিতা কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন। পিতার পীড়ায় কন্যা মর্ম্মাহত হইলেন। কিছুদিন পরে ডাক্তার অন্ডারসন্ আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু ১৮২০ সালের শেষভাগে তিনি পুনর্ব্বার পীড়িত হইলেন। ভাল চিকিৎসক দ্বারা তাঁহার পীড়া আরোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে ওপি তাঁহাকে লণ্ডনে লইয়া যান। তথায় গিয়া কিছু বিশেষ উপকার না হওয়াতে তিনি নরিচে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। যে পিতা তাঁহার জীবন, যে পিতা তাঁহার সংসারের একমাত্র আরাধ্য দেবতা, যে পিতাকে তিনি এক নিমেষের নিমিত্তেও দৃষ্টি পথাতীত হইতে দেখিলে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইতেন, এমত পিতার পীড়ায় পিতৃবৎসলা দুহিতার যে মনোবেদনা, তাহা তাঁহার আত্মীয়বর্গ ভিন্ন অপর কেহ অনুভব করিতে পারে না। পাঁচ বৎসর পীড়ায় ভুগিয়া তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এই পাঁচ বৎসর কাল কিসে তাঁহার শুশ্রূষা হইবে ও কিসে তিনি আরোগ্য লাভ করিবেন, এই চিন্তা কন্যার হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগিত। অনেক সময়ে সুখ যে দুঃখের বেশে আমাদিগের নিকট প্রেরিত হয়, আমরা তাহা কিছুমাত্র জানিতে পারি না। ডাক্তার অন্ডারসনের মৃত্যুতে যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর ওপির মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা তিনি তাঁহাকে সাংসারিকতা হইতে সুদূরে রাখিয়া উত্তরোত্তর তাঁহার পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনের সন্নিধানে আকৃষ্ট করিলেন। এই সময়ে দুর্ঘটনার উপর আর একটি দুর্ঘটনা—তাঁহার পরম হিতৈষিণী ও বন্ধু কুমারী গর্নির মৃত্যু হইল।

এক্ষণ হইতে ওপি লোকের আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধনে যত্নবতী হন। হিতৈষণা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। ইহার সহিত ঈশ্বরের প্রেম সম্মিলিত হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব সমুদিত হইল। দাসত্ব-নিবারণী সভার উন্নতি সাধনে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওপি "Lying in all its branches" বা সকল প্রকার মিথ্যাকথা নামে অতি সুন্দর নীতি বিষয়ক গ্রন্থখানি রচনা করেন। নীতি সম্বন্ধে ইহা একখানি অভিনব গ্রন্থ—ইহার রচনা প্রণালী নূতন ও কৌতুকাবহ। এক জন সম্ভ্রান্ত তরুণী অনবধানিতা প্রযুক্ত মিথ্যা কথা কহিতে অভ্যস্তা ছিলেন। শুধু ইহা পাঠ করিয়া তিনি এই মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হন। সোসা-

ইটী অব্ ফ্রেণ্ডস্ নামক হিতৈষিণী সভার সভ্যদিগের প্রতি তিনি সমধিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা সভার কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। সুতরাং সভ্যদিগের সহিত তাঁহার এরূপ ঘনিষ্ঠতা হইলে যে, তিনি এখন তরুণাবস্থার সখাবর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুধু যে নব সৌহৃদ্য লাভে উক্ত ক্ষতি পূরণ করিবেন তাহা নহে, কিন্তু নিজে উপকৃত হইলেন বলিয়া বোধ করিলেন। অলীক আমোদ প্রমোদ বিসর্জ্জন করিয়া উল্লিখিত সভার কঠিন নিয়ম পালন করা সামান্য ত্যাগ স্বীকার নয় বলিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি স্বামীর গুণে তিনি স্বতঃসিদ্ধ ক্ষমতার উন্নতি সাধনে উৎসাহিত হন। অল্প দিনের বৈবাহিক জীবনের শিক্ষা দ্বারা তিনি বিশেষ উপকৃত হন। স্বামীর আত্মোন্নতি, পরিশ্রম, ত্যাগস্বীকার ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত সমূহ দ্বারা তাঁহার সুষুপ্ত তেজস্বিতা জাগরিত হয়। এখন গর্ণির মৃত্যু হইল। ইহাঁরই দ্বারা তিনি ধর্ম্মপথে নীত হন। বলিতে কি ইহাঁরই সাধু পরামর্শে তিনি আমাদিগের আরাধ্যা হইয়াছেন। ইহাঁরই সাদুপদেশে ধর্ম্ম বীজ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়। দীন হীনের প্রতি দয়া, পীড়িত, ও কারাবাসীদিগের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি গুণকলাপ তাঁহার হৃদয় নিহিত অমূল্য নিধি। পীড়িত দরিদ্রাশ্রয় (Sick and Poor Society) নাম্নী সভা ও ব্রাবানডেনের শিশু বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তিনি যাবজ্জীবন চেষ্টা করিতেন। তিনি যতদিন পারগ ছিলেন যেখানে দরিদ্র, দুঃস্থ ও পীড়িত লোক সকল বাস করিত, সেই সমস্ত স্থান পরিদর্শন পূর্ব্বক তাহাদের কি ঐহিক কি পারত্রিক সর্ব্ব প্রকার অভাব মোচন করিতেন। যখন স্বয়ং পরিদর্শন করিতে পারিতেন না, তখন লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য যথেষ্ট যত্ন পাইতেন। নিঃসহায় ব্যক্তিদিগের প্রতি দয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হইত।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য রক্ষার প্রণালী।

(আর্য্য বৈদ্যক গ্রন্থ অনুমোদিত)

স্বাস্থ্য ও আরোগ্য অভিলাষী ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যে কিছু অনুষ্ঠান করিবে, তৎ সমস্ত বলা যাইতেছে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমতঃ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত দীর্ঘ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি সদৃশ স্থূল দন্তকাষ্ঠিকা (দাঁতন) আহরণ করিবে। তাহা ঋজু, অক্ষত, অযুগ্ম গ্রন্থিযুক্ত, এবং

প্রশস্তভূমি-জাত হইবে। ঋতু ও শরীরের অবস্থা অনুসারে বৃক্ষ নির্বাচন করিবে। কষায়, মধুর, তিক্ত ও কটু এই চারি প্রকার রসের মধ্যে কোন প্রকার রস-বিশিষ্ট বৃক্ষের কাষ্ঠিকা গ্রহণ করিবে। তিক্তের মধ্যে নিম্ব শ্রেষ্ঠ, কষায়ের মধ্যে খদির, মধুর মধ্যে মোল এবং কটু রসের মধ্যে করঞ্জ। মধু ত্রিকটু ত্রিফলা, ও গজ-পিপ্পলী, তৈল, সৈন্ধব যোগে ইহাদিগের চূর্ণের দ্বারা দন্ত নিত্য মার্জ্জিত করিবে। কোমল কূর্চ্চকের (ব্রুস) দ্বারা উক্ত দন্তশোধনচূর্ণ সহযোগে এক একটী করিয়া দন্ত ঘর্ষণ করিবে। এরূপে ঘর্ষণ করিবে, যেন দন্তমূলের মাংস ক্ষত না হয়। ইহাতে মুখের নির্ম্মলতা, অন্নে রুচি ও মনের প্রফুল্লতা জন্মায়। গলরোগে, তালুরোগে, ওষ্ঠ-রোগে ও জিহ্বারোগে দন্তকাষ্ঠিকা ব্যবহার করিবে না। মুখপাক রোগে, শ্বাস, কাস, হিক্কা বা বমন হইলে, দুর্ব্বল জীর্ণান্ন মূর্চ্ছারোগ বা মদ-পীড়িত হইলে, শিরোরোগান্বিত তৃষ্ণান্বিত শ্রান্ত বা পান-ক্লান্ত হইলে কর্ণশূল বা দন্তরোগ হইলে, জিহ্বা নির্লেখন (জিব আঁচড়ান) হিতকর। রৌপ্য বা স্বর্ণনির্ম্মিত, অথবা বৃক্ষ ত্বক্ নির্ম্মিত মৃদু কোমল ও দশাঙ্গুল পরিমিত নির্লেখন, জিহ্বামূল কর্ষণার্থ প্রশস্ত। মুখের বৈরস্য, দৌর্গন্ধ, শোষ ও জড়তা নাশের জন্য, দন্ত দৃঢ়ী-করণ জন্য ও মুখের রুচিকরণ জন্য, স্নেহ গণ্ডূষ গ্রহণ করিবে (সর্ষপ তৈলের কুলকুচা করিবে)। যজ্ঞডুম্বুরের সহিত তাহার আটা মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অথবা আমলকীর ক্বাথের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে, এবং নেত্রে শীতল জল প্রদান করিবে। ইহাতে নীলিকা রোগ, মুখশোষ ও রক্তপিত্ত জন্য রোগ আরোগ্য হয়।

অঞ্জনের মধ্যে সিন্ধুসম্ভূত বিশুদ্ধ স্রোতঅঞ্জন শ্রেষ্ঠ। ইহাতে চক্ষের দৃঢ়, লঘু ও সচ্ছন্দ দৃষ্টি জন্মে। অঞ্জন সহযোগে নয়নের দাহ, কণ্ডু ও মল নাশ হয়, ক্লেদ ও বেদনার শান্তি হয়, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়, বায়ু ও রৌদ্র সহ্য হয়, এবং কোন প্রকার নেত্ররোগ জন্মে না; অতএব অঞ্জন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ভোজনের পর, স্নানের পর, শ্রান্ত হইলে, বমন বা যানারোহণ করিলে অথবা জ্বর হইলে অঞ্জন প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে।

কর্পূর, জাতিফল, লবঙ্গ, কূটজ, ও পূগফল চূর্ণ, এই সকল সমেত তাম্বুল পত্র সেবন করিবে। ইহাতে মুখের নির্ম্মলতা, সুগন্ধি, কান্তি ও শোভা সম্পাদিত হয় এবং হনু, দন্ত, স্বর ও জিহ্বেন্দ্রিয় সংশোধিত হয়। ইহা লালা-স্রাবের শান্তিকর, রুচিকর ও রোগ নাশক। নিদ্রান্তে, ভোজনান্তে ও স্নানান্তে ইহা সেবন করা কর্ত্তব্য। রক্তপিত্তে, ক্ষত ক্ষীণ তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা রোগে, রুক্ষ ও দুর্ব্বল অবস্থায় বা মুখশোষ রোগে, ইহা সেবন করা বিধেয় নহে।

মস্তকে তৈল প্রভৃতি অভ্যঙ্গ প্রয়োগ

করিলে শিরোগত রোগের শান্তি হয়, মস্তকের কেশ কোমল, দীর্ঘ, বহুল, স্নিগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। যষ্টিমধু, শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড, বৃক্ষ সরল,কাষ্ঠ দেবদারু ক্ষুদ্র, পঞ্চমূল সমভাগে আহরণ করিয়া তাহাদিগের কল্কে ও কষায়ে তৈল পাক করিবে। শীতল হইলে এই তৈল মস্তকে প্রয়োগ করিবে। ইহা কেশ প্রসাধক এবং মস্তকের জন্তু (উকুন) ও মলনাশক। ইহাতে হনুস্তম্ভ মন্যাস্তম্ভ শিরঃশূল নাশ হয়, ও কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়। এই অভ্যঙ্গে শরীরের কোমলতা সম্পাদিত হয়, সকল ধাতুর পুষ্টি হয় এবং শরীরের স্নিগ্ধতা, বর্ণদীপ্তি ও বল জন্মে। এই তৈল সেবনে শ্রম নাশ হয়, ভগ্নসন্ধি আরোগ্য হয়, এবং ক্ষত অগ্নিদগ্ধ আহত ও বিঘৃষ্ট স্থানের বেদনা নিবৃত্ত হয়। যেমন মূলে জল সেচন করিলে তরুবৃদ্ধি পায়, সেইরূপ স্নেহ মর্দ্দন করিয়া জল সেচন করিলে শরীরের ধাতু সবস্ত বৃদ্ধি পায়। স্নেহ মর্দ্দন পূর্ব্বক অবগাহন করিলে, শিরা-মুখ, রোমকূপ ও ধমনী মুখের দ্বারা তাহা দেহে প্রবিষ্ট হইয়া বল বর্দ্ধন করে। ধাতু ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া তৈল বা ঘৃত অভ্যঙ্গ ও পরিষে-চনে প্রয়োগ করিবে। আমদোষে, তরুণজ্বরে, অজীর্ণ রোগে, বিরেচনান্তে বমনান্তে, অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে না। পূর্ব্বোক্ত দুইটী অবস্থায় প্রয়োগ করিলে রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে, এবং অবশিষ্ট সকল অবস্থায় প্রয়োগ করিলে অগ্নি-মান্দ্য হয়।

ব্যায়াম কার্য্যের দ্বারা অতি ভোজন জন্য রোগ জন্মে না ও শরীরের সচ্ছন্দতা জন্মে। ব্যায়াম করিলে দেহে স্নিগ্ধতা ও সুখ অনুভূত হয়, সর্ব্বদেহ সমভাবে বৃদ্ধি পায় ও কান্তি বৃদ্ধি হয়, এবং দীপ্তাগ্নি নিরালস্য হর্ষ লঘুতা নির্ম্মলতা ও শ্রম ক্লম পিপাসা শীত উষ্ণ এই সকল ক্লেশের সহিষ্ণুতা,শরীরের এই গুণ গুলি জন্মে। ব্যায়াম দ্বারা আরোগ্য লাভ হয়, এবং দেহের স্থূলতা নাশের পক্ষে ব্যায়া-মের সদৃশ উপায় আর কিছুই নাই। ব্যায়ামশীল ব্যক্তিকে শত্রুসমস্ত ভয় করে, এবং জরা তাহাকে সহসা আক্র-মণ করিতে পারে না। ইহার দ্বারা শরীরের মাংস দৃঢ় হয়, এবং শরীরে রোগ জন্মে না। বয়স রূপ বা গুণ না থাকিলেও ইহা দ্বারা বিরুদ্ধ ভোজন নিত্য নির্দ্দোষ পরিপাক পায়। আত্ম-হিতাভিলাষী ব্যক্তি সর্ব্বকালেই ব্যায়াম অভ্যাস করিবে। বলবান্ ও স্নিগ্ধ ভোজন-শীল ব্যক্তির পক্ষে শীতকালে ও বসন্তকালে ইহা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বলের অর্দ্ধমাত্রা পরিমাণে ব্যায়াম কর্ত্তব্য, ইহার অন্যথা হইলে শরীর নাশ পায়। হৃদয়স্থ বায়ু মুখে আসিতে আরম্ভ করিলেই (হাঁপাইতে আরম্ভ করিলে) বলের অর্দ্ধ পরিমাণ ব্যায়াম করা হইল জানিবে। বয়স বল শরীর

দেশ কাল ও ভক্ষ্য-দ্রব্য এই সকল বিবেচনা করিয়া ব্যায়াম করিবে, তাহা না করিলে রোগ জন্মে। রক্ত-পিত্ত রোগী, কৃশ, শোষরোগী, শ্বাস কাস ও ক্ষত রোগী—ইহাদিগের পক্ষে ব্যায়াম কর্ত্তব্য নহে। আহারান্তে বা কোনরূপে দেহ ক্ষীণ হইলে ব্যায়াম করিবে না।

(ক্রমশঃ)

—ঃ০ঃ—

পশ্চিম হইতে দাদা বাবুর পত্র।

শোন তোরে বলি, প্রমদা সুন্দরী,
অভিমানী বালা তুইত বড়!
লিখি নাই বলে, নাই কি লিখিতে?
তোর এ যে দেখি প্রতিজ্ঞা দড়!
(আরে) তুই কাছে নাই, কারে বা শুধাই,
তুলিতে মাথার সুপক্ক কেশ;
হাত পা আমার, কেবা দেয় টিপে,
বিদেশে বলত করিয়া ক্লেশ!
গরবিনী ফণী, গর্জ্জিয়া যেমনি,
কেহত হেথা চোক না ঘুরায়;
দাদাবাবু সনে, মান অভিমান,
করেনা কেহত ছল ছুতায়!
মহাভারতাদি, শুনায় না প'ড়ে,
শুনেনা কেহত কাছেতে মোর;
যেখানেই থাকি, জাগে সদা মনে,
হাসিখুসী মুখ খানি যে তোর,
তাই বাছা আজি, লিখি এই লিপি;
শুনাতে তোরে এ দেশ-বারতা;
উত্তর মিলিলে,—যেখানে যা পাই—
শুনাব আরও মজাদার কথা।
(শুন) ঘাঘরি-পরা হেতা, নথনাকে কত,
শ্যামা গোরা কালো চলিছে বালা;
পথে ঘাটে মাঠে' ঠমকে ঠমকে;
মাথাতে উড়ানি, পায়েতে বালা!

ঝুণু ঝুণু ঝুণু, বাজিছে বাজনা,
নূপুর গুঞ্জরি চরণে যত;
গলেতে হাঁসিলী, সর্ব্বাঙ্গে উলকি,
করেতে শোভিছে বাঙড়ি কত!
নথের পরিধি, কিবা তোরে বলি,
অর্দ্ধ হস্ত পরে' ব্যাসের মাপ;
ছোট বড় করি, গহনা কত না,
পরেছে কাণেতে কাপেতে ঝাপ!
বলিহারি যাই, অঙ্গুরী বাহার,
ঘটি বাটি রূপী, আর বা কত!
এই বেশ প'রে, গঙ্গাস্নান তরে,
চলে সারি সারি রমণী যত।
বেথুনেতে পড়, গাড়ী ঘোড়া চড়,
কেতাব বগলে দেখায় বেশ;
তা ব'লে হেঁসোনা, ঘৃণাও করোনা,
এ নহে তোমার বাঙ্গালা দেশ।
এ দেশের বীর, প্রকাণ্ড শরীর,
লড়েছে দেশের স্বাধীনতা তরে;
এ দেশের(ই) নারী, রক্ষিতে সতীত্ব,
জ্বলন্ত চিতায় মরিত পুড়ে!
বেদ রামায়ণ, ভারত দর্শন,
এ দেশে যত ঋষি লিখেছিল;
যুধিষ্ঠির রাম, বীর যশোধাম,
এ দেশেই সবে জনমেছিল।

আর্য্যের বীরত্ব, গৌরব গুরুত্ব,
যাহা কিছু পড় যা কিছু শুন ;
সকল(ই) এদেশে,—নহে বঙ্গদেশে
শৌর্য্য বীর্য্য যাহা হেথায় এখনো,
ভদ্রবংশ যত, বাঙ্গালাতে বাস,
যতেক পূর্ব্ব-পুরুষ তাদের,
এ দেশেতে ছিলা ; আচার ব্যাভার,
সকলই ছিল মতন এদের।
যাদের গৌরবে, গৌরবী আমরা,
করিতে আছে কি তাদের ঘৃণা ?
পশ্চিমা দেখিলে,এরে খোট্টা বলে
আর যেন নাক শিকায় তুলোনা।

মুদ্রারাক্ষস।

(২৬৫ সংখ্যা ৩০৭ পৃষ্ঠার পর।)

এইরূপে চতুরচূড়ামণি চাণক্যের কূট নীতি প্রয়োগে মূঢ় মলয়কেতুর বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হইল। তিনি রাক্ষসকে বিশ্বাস-ঘাতক বোধে শিবির হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিলেন। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে ক্রমশঃ মিত্র নরপতিগণ বিরক্ত হইয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। অতএব তিনি শীঘ্রই কৌটিল্য-প্রণিধি ভাগুরায়ণ প্রভৃতি দ্বারা ধৃত হইলেন। সচিবপ্রবর রাক্ষস মলয়কেতু কটক হইতে বহির্গত হইয়া চন্দনদাসের উদ্ধার-সাধন-মানসে কুসুমপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি নগর-প্রান্তবর্ত্তী "জীর্ণোদ্যান" নামক উপবনে প্রবেশ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন :—

"জীর্ণ উপবন এই নিরখিয়া নয়নে,
গৌরব-কাহিনী কত উপজিত স্মরণে ;
সঙ্গে ক্ষিতিপতি শত,
ভূষিত ভূপতি মত,
ধীরে ধীরে ভ্রমিবারে আসিতাম এখানে;
দলে দলে পুরবাসী,
দেখিত আমায় আসি,
যেন পৌর্ণমাসীশশী তারা-সহ গগনে ;
সেই জীর্ণ উপবন,
সেই তরু লতাগণ,
পীককুল কলরবে কুহরিছে কাননে ;
মোর কিন্তু অন্য ভাব ভূপ নন্দ বিহনে ;
দ্রুতপদে চোরসম,
এবেরে চলন মম,
দর দর অশ্রুনীর বহিতেছে বয়ানে,
চরণ ভ্রমণ যেন করিতেছে শ্মশানে!"

অনন্তর অমাত্য রাক্ষস সেই জীর্ণ উদ্যানের কিয়দংশ অতিক্রম করিয়া দেখিলেন যে এক ব্যক্তি উদ্বন্ধনদ্বারা আত্মবিনাশে সমুদ্যত হইয়াছে। সচিব-প্রবর তৎসমীপে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ওহে, তুমি এরূপ কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন ?" সেই ব্যক্তি দরবিগলিত নেত্রে উত্তর করিল, "আর্য্য! এই নগরমধ্যে জিষ্ণুদাস নামক জনৈক :ণিক বাস করেন। আমি বহু-

কাল হইতে তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। তিনি, এক্ষণে তাঁহার প্রিয়-সুহৃদ্ চন্দনদাস নামক মণিকার রাজাজ্ঞায় শূলে আরোপিত হইতেছেন বলিয়া অনলপ্রবেশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমিও প্রিয়বান্ধবের বিনাশদর্শনে অসমর্থ হইয়া উদ্বন্ধনদ্বারা আত্মবিনাশে সমুদ্যত হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া অমাত্য কহিলেন, "তুমি জিষ্ণুদাস সন্নিধানে গমনানন্তর তাঁহাকে অনল প্রবেশ হইতে নিবৃত্ত কর। আমি বধ্যস্থানে গিয়া এই অসি সাহায্যে চন্দনদাসকে ঘাতক-হস্ত হইতে মুক্ত করিব।" ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি অতীব বিনীত ভাবে নিবেদন করিল, "অমাত্য মহোদয়,যদবধি শকটদাসকে জনৈক নাগরিক ঘাতকদিগের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া পলায়ন করিয়াছে, তদবধি ঘাতকগণ অতীব সাবধানে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা কোন অপরিচিত পুরুষকে দূর হইতে অস্ত্রহস্তে আসিতে দেখিলেই বধ্যের আশু প্রাণ সংহার করে। অতএব আপনি অস্ত্রহস্তে বধ্যস্থানে উপনীত হইলে তাহাতে চন্দনদাসের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।" তদনন্তর সচিবপ্রবর বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, সেই পুরুষটীকে জিষ্ণুদাস সন্নিধানে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বধ্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

যৎকালে জীর্ণোদ্যান মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পুরবাসীর সহিত অমাত্য রাক্ষসের কথোপকথন হইতেছিল, তৎকালে চন্দনদাস ঘাতকদিগ কর্ত্তৃক বধ্যস্থানে নীত হইতেছিলেন।

অনন্তর চণ্ডালেরা কহিল, "আর্য্য চন্দনদাস, আপনি বধ্যস্থানে সমাগত হইয়াছেন, এক্ষণে পরিজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করুন।" ইহা শুনিয়া চন্দনদাস প্রিয় গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে,তুমি তনয় সহিত গৃহে গমন কর।" মণিকারপত্নী নিবেদিলেন,"আর্য্য! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুমতি করুন, আমি আপনার শ্রীচরণের অনুগমন করি।" চন্দনদাস বলিলেন, "দেখ, এই সুকুমারমতি বালকটীর রক্ষণাবেক্ষণ তোমার উপর নির্ভর করিতেছে; এ এখন লোকব্যবহার কিছুই জানে না।" মণিকার এই রূপ কহিলে, তাঁহার পুত্র পিতৃচরণে পতিত হইয়া বলিল, "পিতঃ, আমি পিতৃহীন হইয়া কি করিব?" শ্রেষ্ঠী কহিলেন, "বৎস, যে দেশে চাণক্য নাই, তথায় গিয়া অবস্থিতি করিবে।" এই সময়ে ঘাতকদ্বয় মণিকারকে কহিল, "আর্য্য চন্দনদাস, শূল সংস্থাপিত হইয়াছে, অতএব আপনি প্রস্তুত হউন্।" এই হৃদয়-বিদারণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মণিকার-পত্নী করযোড়ে চণ্ডালদিগকে কহিলেন, "মহাশয়েরা আমার স্বামীকে রক্ষা করুন্।" অনন্তর চন্দনদাস প্রিয় তনয়ের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। বালক পুনরপি পিতৃচরণে পতিত হইয়া জিজ্ঞা-

সিল, "পিতঃ বলুন না, এইরূপ শূলারোহণে মৃত্যু কি আমাদিগের কুলপ্রথা ?" এই সময়ে রাক্ষস বধ্যস্থানে সমাগত হইয়া ঘাতকদিগকে বলিলেন, "ওহে তোমরা চন্দনদাসকে বধ করিও না; তাহার পরিবর্ত্তে আমারই গলদেশে বধ্যচিহ্ন করবীরমালা সংযোজিত কর।

"পরায়ে আমারে করবীর মালা,
ঘুচাইয়া দেহ হৃদয়ের জ্বালা।
নন্দনৃপ কুল হইল নির্ম্মূল,
তাহাও নেহারি না হনু আকুল;
মিত্র কত জন যাহার কারণ,
ধন জন প্রাণ দিল বিসর্জ্জন;
যে রাক্ষস-ভয়ে চাণক্য সুধীর,
তিলেকের তরে হৃদে নহে স্থির;
হের সে রাক্ষস চন্দনের তরে,
সমপে আপনা তোমাদের করে।
গলে পরাইয়া করবীর মালা,
দেহ নিবাইয়া হৃদয়ের জ্বালা।"

অমাত্য রাক্ষসের এই বাক্য শ্রবণানন্তর বজ্রলোমক নামক চণ্ডাল সহচরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বেণুবেত্রক, তুমি শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে লইয়া, এই শ্মশানপাদপের ছায়ায় মুহূর্ত্তকাল অবস্থান কর; 'অমাত্য রাক্ষস আসিয়া আমাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।' এই কথা আমি গিয়া আর্য্য চাণক্যকে নিবেদন করিয়া আসি।" এই বলিয়া বেণুবেত্রক রাক্ষসকে সমভিব্যাহারে লইয়া চাণক্য সমীপে চলিল।

যৎকালে বেণুবেত্রক অমাত্য রাক্ষসকে লইয়া চাণক্য সমীপে উপনীত হইল, তৎকালে নরনাথ চন্দ্রগুপ্তও তথায় সমুপস্থিত ছিলেন। কৌটিল্য রাক্ষসকে দেখিয়া, চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন, "বৃষল, তোমার সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে; অমাত্য রাক্ষস তোমার পিতার মুখ্য সচিব, তুমি উহাঁকে অভিবাদন কর। তাহার পর, চন্দ্রগুপ্ত রাক্ষসকে অভিবাদন করিলে কৌটিল্য রাক্ষসকে কহিলেন, "অমাত্য, তুমি কি চন্দনদাসের প্রাণ রক্ষা করিতে চাহ ?" রাক্ষস বলিলেন, "বিষ্ণুগুপ্ত, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?" চাণক্য কহিলেন, অমাত্য, যদি চন্দনদাসের জীবন রক্ষা সত্যই তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তুমি এই সচিব চিহ্ন অস্ত্র গ্রহণ কর। চাণক্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাক্ষস গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি কহিলেন, "বিষ্ণুগুপ্ত, সুহৃদের প্রাণ রক্ষা অবশ্যই কর্ত্তব্য, অতএব আমাকে অগত্যা শস্ত্র গ্রহণ করিতে হইতেছে।" তদনন্তর চাণক্য মহাহর্ষে রাক্ষসকরে শস্ত্র সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "বৃষল, তোমার পরম সৌভাগ্য; অমাত্য রাক্ষস অনুকম্পা আশ্রয়পূর্ব্বক অদ্য হইতে তোমার অমাত্যপদবী গ্রহণ করিলেন।"

এই সময়ে জনৈক প্রহরী আসিয়া নিবেদন করিল, "আর্য্য, ভাগুরায়ণ প্রভৃতি কুমার মলয়কেতুকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছে।" এই কথা অমাত্য

রাক্ষসের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি সাতিশয় বিনয় সহকারে নরপতি চন্দ্রগুপ্তকে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! অবগত আছেন যে আমি কিয়ৎ দিবস কুমার মলয়কেতু সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। অতএব আমি সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে উঁহার প্রাণ রক্ষা করুন্। অমাত্য রাক্ষসের এই প্রার্থনা শুনিয়া, চাণক্য কহিলেন, "বৃষল, অমাত্যের এই প্রথম প্রার্থনা পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। আর অদ্য অমাত্য রাক্ষস সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; ইহা আমাদিগের এক মহোৎসব-বাসর, সুতরাং অদ্য চন্দনদাসকে মুক্ত করিয়া, তাহাকে শ্রেষ্ঠপদে সংস্থাপিত করা হউক। নীতি বিশারদ চাণক্য পুনরপি কহিলেন, "আমি স্থুচস্তর প্রতিজ্ঞা জলধির পারদেশে উপনীত হইয়াছি; তবে আমিও এক্ষণে শিখাবন্ধন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করি।"

পরেশনাথ দর্শন।

(২৫৫ সংখ্যা, ৩০১ পৃষ্ঠার পর।)

কিছুক্ষণ চারিদিকে বেড়াইয়া চূড়ায় উঠিতে ইচ্ছা হইল। যে কুলিটী আমাকে গন্ধর্ব্বশালার নিভৃত প্রদেশ দেখাইয়াছিল, তাহাকে ও আমার চাকরকে সঙ্গে লইয়া চলিলাম। সে বলিল যাওয়া অতি কঠিন। সত্য কথা; পাথরের গা দিয়া অনধিক এক হস্ত প্রশস্ত পথ, ভয়ানক পিছল, তাহাতে আবার প্রায় তিন হাত উচ্চ খড়ে চারিদিক আবৃত। উপরে উঠিবার যে পথ আছে, সমস্ত দিন খুজিলেও সে খড় বনের মধ্য হইতে আমি তাহা জানিতে পারিতাম না। কিন্তু পথ বাহির হইলেও সেদিকে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। তথাপি পর্ব্বতে উঠিয়া চূড়া দেখিতে পাইব না, একি সহ্য হয়? যিনি এতদূর আনিয়াছেন, নির্ভর ও বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকেই প্রণাম করিয়া সেই তৃণাচ্ছন্ন পিছল সঙ্কীর্ণ পথে অগ্রসর হইলাম। অতি দুঃসাহসিক কার্য্য—পাথরের উপর শেয়ালা, ডানদিকে প্রকাণ্ড ১০।১৫ তালা বাড়ির মত পাহাড় সোজা ও উঁচু হইয়া রহিয়াছে, বামদিকে একেবারে আধ ক্রোশ নীচে মাটি দেখা যাইতেছে; পা চারি আঙ্গুল সরিয়া গেলেই সর্ব্বনাশ। পা কাঁপিতে লাগিল, মাথা যেন ঘুরিতেছে বোধ হইল, আমার সঙ্গী বেহারা সাবধান করিবার জন্ম বলিল "বাবু নীচের দিকে চাহিবেন না, কেবল পথে দৃষ্টি রাখিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া আসুন।" আমি ভাবিলাম ঠিক্ বলিয়াছে:—উচ্চ অবস্থা

দূর হইতে দেখিয়া অনেকে আকৃষ্ট হন, কত কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া শেষে যখন আর একটু উঠিলেই সর্ব্বোপরি নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, এরূপ সময়ে পূর্ব্বের নিম্ন অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিয়া আনন্দ ও বিস্ময়ে, স্পর্দ্ধা ও অহংকারে কত লোকের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। আহা কত লোক চির জীবন বিষম ক্লেশে ধর্ম্মসাধন করিয়া, অবশেষে সিদ্ধিলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বেই আপনার পুরাতন পাপ ও মলিনতা, দুঃখ ও যন্ত্রণা, জীবনের নীচতা প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিয়া পুনরায় অধঃপতিত হইয়াছেন। সাধন অনন্ত, প্রকৃত সিদ্ধি অনন্ত দূরে। আমি দুর্ব্বল, আমার ক্ষমতা অল্প, আমি কি কখন অত উপরে উঠিতে পারিব? এরূপ নিরুৎসাহ ও হতাশ ভাব আসিলে মানুষ চলিতে পারে না। অনেককেই এই কারণে সাধন শৈলের মধুবনেই থাকিয়া যাইতে হয়, ইঁহারা ঐ স্থান হইতে আপনাদের আদর্শের দিকে চাহিয়াই দিনাতিপাত করেন; অনেক যাত্রী ইহাদের মুখে ঐ উন্নত আদর্শের কথা শুনিয়া তল্লাভের জন্য উপযুক্ত পথ অনুসন্ধান করেন। সকল সমাজে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই এই শ্রেণীর কতকগুলি লোক দেখা যায়, ইহারা কৃপণের ন্যায় ধন সঞ্চয়ে ও ধন রক্ষণেই নিযুক্ত থাকে, তাহার ব্যবহার জানে না। আদর্শ কোলে করিয়া মরিয়া যায়, তাহা জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কত যাত্রী সাধন-শৈলে আপন বলে উঠিবার জন্য পদব্রজে চলিতে থাকেন; কিন্তু এ অসাধ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কেন? কিছুদূর গিয়াই ক্লান্ত হন, দুর্ব্বল পা দুখানি আর চলিতে পারে না, বুকে ব্যথা ধরে; তখন কাতর হইয়া পথিক ফিরিবার ইচ্ছা করেন—কিন্তু ফিরিবারও শক্তি নাই; অবশেষে যখন রাত্রির আগমনে শ্বাপদকুল আহার অন্বেষণে বাহির হয়, হয়ত তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া হতভাগ্য আপনার অহংকারের সমুচিত প্রতিফল পায়! এইরূপে কত সাধক ব্রহ্মকৃপা ও ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াতে অবশেষে বিপদ ও প্রলোভনের অন্ধকার মধ্যে ডুবিয়া পাপ রাক্ষসের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? কেহ কেহ হয়ত বহুকষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া পরদিন উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে কৃতকার্য্য হন। কিন্তু যাঁহারা বিনীত ও নির্ভরশীল, তাঁহারা সাধুদের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া উঠিতে থাকেন, ক্লান্ত হইলে সঙ্গের ডুলিতে আরোহণ করেন; এইরূপে দেবপ্রসাদ, পুরুষকার, স্বাধীন ইচ্ছা ও ঈশ্বরে নির্ভর, কার্য্য ও প্রার্থনা এ উভয়ই তাঁহাদের অবলম্বনীয় হয়। এ জন্য অবিলম্বে পর্ব্বত পৃষ্ঠ আরোহণ করিয়া তাঁহারা সফলমনোরথ হন। কিন্তু শিখরে না উঠিলে শান্তি পান না।

এই পথ বড়ই বিপদাকীর্ণ; এক চুল পা সরিলেই পতন ও মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং দেখা গেল যে কি পর্ব্বতারোহণে কি জীবন গঠনে উভয়ত্রই এক নিয়ম :—আদর্শের উচ্চতা ও মহত্ব দেখিয়া ভীত ও পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে, নিজ বলে উঠিবারও চেষ্টা বৃথা, আবার কিছুদূর উঠিয়া নীচের দিকে দৃষ্টি করিলেও বিপদ; কেবল সম্মুখে যে পথটুকু ঈশ্বর কৃপায় দেখা যায়, তাহারই দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ধীর নিশ্চিত গতিতে অগ্রসর হওয়াই মানসের সাধ্যায়ত্ত ও কর্ত্তব্য।

এই সকল গভীর সত্য ও ধর্ম্ম জীবনের গূঢ় রহস্ত কুলিটীর কথায় আমার মনে উদিত হইল। মনে মনে তাহাকে ধন্তবাদ দিয়া ও সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে এই জন্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করিয়া উঠিতে লাগিলাম। যত উপরে উঠি, পথ ততই কঠিন। অবশেষে কেবল পাথরে পাথরে পা দিয়া বহু কষ্টে সর্ব্বোচ্চ স্থানে উপস্থিত হইলাম। স্থানটী অতিশয় অপ্রশস্ত, বোধ হয় ২০।২৫ জনের অধিক লোক একত্রে থাকিতে পারে না। একটী ছোট চৌকা পাথরের উপর দুখানি পদচিহ্ন মাত্র আছে, তাহাতে চন্দন ও অন্তান্ত দ্রব্য দ্বারা একজন ব্রাহ্মণ পূজা করিয়াছেন ও তখন সেখানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন ঐখানে একটী ছোট মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। আমরা সেই মন্দিরের অর্দ্ধনির্ম্মিত প্রাচীরের উপর বসিলাম ও সমস্ত কষ্ট, সমস্ত পরিশ্রম তখন সার্থক হইল মনে করিলাম। তথা হইতে পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতের দক্ষিণ গায় জৈনদিগের দেবালয় আছে, ঐ পূজক ব্রাহ্মণ তথা হইতে প্রতিদিন আসিয়া পাদদ্বয় পূজা করিয়া যান। তাঁহার সহিত ঐ স্থান সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তখন চারিদিকে উপরে ও নীচে কেবল মেঘময় ছিল বলিয়া পার্থিব পদার্থ কিছুই দেখা গেল না। কেবল বোধ হইল যেন চারিদিকে অনন্ত-সাগর, ঊর্দ্ধে অধোতে অনন্ত-সাগর, তাহার মধ্যে ডুবিয়া আছি, কেবল একটী স্থান পাইয়াছি যেখানে পা দিয়া দাঁড়াইতে পারি, যেখানে আমার শরীর রহিয়াছে ও যেখান হইতে অন্ত দিকে বা অন্ত কোথাও যাইবার সাধ্য আমার নাই। প্রিয়তম পিতা মাতা, জন্মভূমি ও তথাকার বন্ধুবান্ধব, কর্ম্মস্থান ও তথাকার কর্ত্তব্য সকল, এ সমস্তই একে একে চিন্তা করিলাম, সবই যেন স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। এক অনন্ত-সাগরে ডুবিয়া আছি। বাস্তবিকই ত আমরা সকলেই অনন্ত-সাগরে ডুবিয়া আছি। মেঘ ও আকাশ যেমন অসীম ও অনন্ত, গ্রহ ও তারা যেমন অনন্ত, পর্ব্বত ও সাগর যেমন অনন্ত, আমার তখন বোধ হইল গ্রাম ও নগর, বৃক্ষ ও লতা, গৃহ ও পথ, মানুষ ও

ইতর প্রাণী, সুখ ও দুঃখ,—সব—সবই ত তেমনি অনন্ত! একটী তৃণকণা, একটী বালুকা, একটী সূত্র, এক বিন্দু জল—এ সমস্তই কি অবোধ্য, অগম্য, অপার, অনন্ত নয়? সংসারের—বিশ্বের সমস্তই বুদ্ধির অতীত, অনন্ত রাজ্যের বস্তু। আমি নিজে?—আমার শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পায়ের নখ হইতে মাথার চুলগাছি পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্রতম চিন্তা অবধি প্রাণের গভীর ভাব ও আশা ও কল্পনার উচ্চতম চিত্র পর্য্যন্ত—সমস্তই কি এক অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির আভাস নহে?—আহা! অনন্তসাগরের অনন্ত গভীরতার মধ্যে আমরা সমস্তই নিহিত, নিমগ্ন, চির নিমগ্ন। তবে যখন বুঝিতে পারি, তখনই ধন্য হই। আবার যখন সাধারণ স্থান ও সাধারণ অবস্থা হইতে দূরে পড়িয়া কোন নূতনভাবে নূতন চক্ষে জগৎ দেখি, ঈশ্বরের অনন্ত কৃপার প্রবেশপথ উন্মুক্ত রাখিতে পারি, তখনই এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি। এই জন্যই দেশ ভ্রমণ, এই জন্যই তীর্থদর্শন—এই মহাভাবে প্রাণ ভরিয়া গেল। ধন্য হইলাম। আমার পরেশনাথ দর্শন সার্থক হইল।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল, শীতল বায়ুতে ও বৃষ্টির জলে শরীর কাতর হইয়া পড়িল। চূড়ার উপরে আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আশা মিটিল না, কিন্তু ঐ পরমসুন্দর ভাবে প্রাণ পূর্ণ করিয়া কুঠিতে নামিয়া আসিলাম। তাহার মধ্যে একখানা চেয়ারে বসিয়া নীচের মেঘগুলির গতিবিধি দর্শন ও ঐ পরম সত্যের ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম। অনেকক্ষণ পরে একটী স্বপ্ন দেখিলাম। তাহাতে আমার জীবনের অনেক পথ বুঝিয়া লইলাম। অবশেষে অত্যন্ত শীত বোধ হইতে লাগিল, তখন নামিয়া আসিবার উদ্যোগ করিলাম। প্রাতে ৬টার পর উঠিতে আরম্ভ করি, ১০টার সময় উপরে উপস্থিত হই, ১২৷৷০ টার পর নামিতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৪টার সময় মধুবনে উপস্থিত হইলাম। তাহার পর পচম্বাতে আসিয়া বন্ধুদিগের সহিত আনন্দে কয়েকদিন কাটাইয়া কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

নূতন সংবাদ।

১। লেডী ডফারিণের স্ত্রীচিকিৎসা ফণ্ডে জুবিলী উপলক্ষে ফেব্রুয়ারির মধ্যে ১,৪৭,৮৭১ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে লক্ষ মুদ্রা জয়পুর মহারাজার প্রদত্ত।

২। ইংলণ্ডীয় রমণীগণ মহারাণীর মৃত স্বামী প্রিন্স আলবার্টের এক মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেছেন, জুবিলী উপলক্ষে তাহা মহারাণীকে উপহার দিবেন।

৩। আমরা শুনিয়া যার পর নাই

শোকাকুল হইলাম, আমেরিকা প্রত্যাগত ডাক্তার আনন্দময়ী বাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি পীড়িত শরীরেই দেশে ফিরিয়া আসেন, আর শুধরাইতে পারেন নাই। ইঁহার বিয়োগে সমস্ত ভারত ক্ষতিগ্রস্ত।

বামারচনা।

ঈশ্বর ও প্রকৃতির প্রতি।

অচিন্ত্য অনন্ত দেব! সুন্দর আনন তব
কেন ঢাক হে ঘন আঁধারে,
দেখি তবে কিরূপে তোমারে? ১

তব মুখ-আবরণ, নারিল যে কোন জন,
খুলিয়া ফেলিতে এ সংসারে;
খুলিবারে যায়, আসে ফিরে। ২

কত জ্ঞানী মহাজন, কত বিজ্ঞান দর্শন,
ছুটিতেছে তোমায় দেখিতে,
চলিয়াছে একাগ্র মনেতে। ৩

যত হয় অগ্রসর, তুমি ধীরে ধীরে সর,
ধরি ধরি করে ছুটে যায়,
কেঁদে আসে ফিরে নিরাশায়। ৪

কেন মুখ ঢাক প্রভু হে! ঘন আঁধারে!
মানব সন্তান যত, কাঁদে যে কাতরে! ৫

প্রকৃতি! তোমার পতি, তোমার আধার, গতি,
মিশে যিনি জীবনে তোমার,
বল দেখা পাব না কি তাঁর?
এক হয়ে তব সাথ, আছেন জগৎ নাথ,
দেখাতে তুমিই পার তাঁরে,
দেখাও দেখাও কৃপা করে। ৬

অপার তোমার লীলা, অনন্ত তোমার খেলা,
দেখিলেই তাঁরে জানা যায়;
তাই বলি করনা বিদায়।
কে তোমার প্রাণ রূপে,
আছেন ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপে,
সচেতন জীবন্ত রূপিণী,
সদা কানে বল সে কাহিনী। ৭

দেখাও তাহারে, দেখি ভরিয়ে নয়ান।
দেখে সেই প্রাণারামে জুড়াক পরাণ।
ডাকিয়ে নাস্তিক দলে,
হাতে ধরে দাও বলে,
কে তোমার প্রাণের মাঝারে,
শুধু যেন দেখে না তোমারে। ৮

তুমি কায়া ব্রহ্ম প্রাণ, ব্যাপিয়ে অনন্ত স্থান,
এ কথা ভাবেনা হায়! যারা,
পথ-ভ্রান্ত হইয়াছে তারা।
কেনরে ওদিকে যাও, কেনরে বিপথে ধাও,
প্রাণহীন কর কায়া সার,
এ বারতা করহ প্রচার। ৯

ওগো মা প্রকৃতি রাণী, শুনি তব সুধা বাণী,
আসুক সন্দেহবাদীগণ,
মোহাধীন মেলুক নয়ন।
অসীম শকতি দেবী! কাহ'তে পেতেছ,
নিত্য নব সাজে সাজি কাহারে পুজিছ?
তোমার অতুল রূপে মোহিত সকলে,
সংশয়ী ভাবেনা শুধু কে তাহার মূলে। ১০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৭ সংখ্যা } চৈত্র ১২৯৩—এপ্রেল ১৮৮৭। { ৩য় কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লেডী ডফারিণ ফণ্ড—লেডী ডফারিণ ভারতে আপনার সুকীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার ফণ্ডের ২য় বার্ষিক রিপোর্ট পাঠে আমরা চমৎকৃত ও পরমানন্দিত হইয়াছি। এই ফণ্ডের মধ্য-কমিটীর বার্ষিক আয় ১৯,৪৫০ টাকা হইয়াছে। রাজধানী এবং বিবিধ প্রদেশে অনেকগুলি স্ত্রী চিকিৎসালয়ের কার্য্য নিয়মিত চলিতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই ফণ্ড ও ইহার উদ্দেশ্য কার্য্যের উন্নতি প্রার্থনা করি।

স্ত্রী কীর্ত্তি—জুবিলী উপলক্ষে ভূপালের বেগম আপনার রাজ্যে ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রেলওয়ে বিস্তার করিতেছেন।

কাশিমবাজারের আর্য্যকালী দেবী একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন তাহাতে মাসিক ২০০০ টাকা ব্যয় করিবেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেনের চিত্রপট—বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর হোয়াইট সাহেব কেশব বাবুর আকার প্রমাণ এক ছবি প্রস্তুত করিয়াছেন, দেখিতে বড় সুন্দর হইয়াছে। গত ১৯এ মার্চ্চ ছোট লাট কেশব বাবুর গুণাবলী বর্ণনা করিয়া ইহার আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। ইহা টাউন হলে স্থাপিত হইয়াছে।

মহারাণীর শিল্পশিক্ষা—মহারাণী বিক্টোরিয়া এত কাল স্বামীর অবলম্বিত শিল্প শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন। তিনি রাফেল প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পবিশারদদিগের চিত্র বহু ব্যয়ে ও বহু যত্নে সংগ্রহ করিতেছেন। তাহার সংগ্রহসার ৭০ খণ্ডের বৃহৎ পুস্তকে সম্পূর্ণ হইবে।

বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষা—১৮৮৫। ৮৬ সালের শিক্ষা রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিবরণ সংগৃহীত হইল :—

১৮৮৫। ৮৬ সালে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২৯৬ ও ছাত্রীগণের সংখ্যা প্রায় ৭৮০০০ ছিল। বেথুন স্কুলের একটী বালিকা প্রবেশিকা ও দুইটী বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তন্মধ্যে কামিনী সেন বি এ সংস্কৃত সাহিত্যে "অনর" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ডবটন কলেজ ও ফ্রি চর্চ্চ নর্ম্মাল স্কুল হইতে দুইটী বালিকা এফ এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কলিকাতায় স্ত্রী শিক্ষার কার্য্য প্রায়ই জেনানা মিশনরিদিগের হস্তে আছে। কলিকাতার বাহিরে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলেও ছাত্রীসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বীরভূমে একটী মুসলমান বালিকা উত্তরপাড়ার হিতকরী সভার প্রদত্ত একটী ছাত্রীবৃত্তি এবং মেদিনীপুরে একটী সাঁওতাল বালিকা ১৫ টাকা মূল্যের একটী পুরস্কার পাইয়াছে।

স্ত্রী কয়েদীর মুক্তি—জুবিলী উপলক্ষে অনধিক ২ বৎসর দণ্ড প্রাপ্ত স্ত্রী কয়েদীদিগকে মুক্তিদান করা হইয়াছে। ২ বৎসরের অধিক মেয়াদ প্রাপ্ত স্ত্রীলোক প্রায় ছিল না, ইহাতে কারাগার সকল স্ত্রীলোক শূন্য হইয়াছে। এটী বড় সুসংবাদ।

ব্রহ্ম বিপ্লব—প্রধান সেনাপতি ব্রহ্মদেশ হইতে চলিয়া আসিতে না আসিতে মগদল পুনরায় দলবদ্ধ হইয়া বিষম উপদ্রব আরম্ভ করে, তাহারা অনেক স্থানে হত ও আহত হইয়া পরাজিত হইতেছে।

সৌন্দর্য্য। *

ঊর্দ্ধদিকে অনন্ত আকাশ, দশদিকে অনন্ত সৌন্দর্য্য। যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি এই সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করেন; যিনি ইহা দর্শন করিতে জানেন, তিনি নিশ্চয়ই ইহার পূজা করেন। যে ব্যক্তি সৌন্দর্য্য দেখিতে এবং বুঝিতে শিখে নাই, সে ব্যক্তি কৃপার পাত্র।

লোকে বলে, রমণীহৃদয়ে শোভাস্বভাবকতা ও সৌন্দর্য্য-লালসা অতি প্রবল, এই বৃত্তিদ্বয় চরিতার্থ করিবার জন্য বেশভূষার সৃষ্টি হইয়াছে। একথা সত্য হইলেও তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জা নাই।

কিন্তু সৌন্দর্য্যপ্রিয় রমণী, বলদেখি

* বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসবে কোন মহিলা কর্ত্তৃক পঠিত।

সৌন্দর্য্যের উপাদান কি? তারারাজি-শোভিত নভোমণ্ডল দেখি, জ্যোৎস্না-প্রতিফলিত জলরাশি দেখি, ফল পুষ্প ভূষিত তরুলতা দেখি, চিত্রিত-পক্ষ বিহঙ্গ দেখি, বালকবালিকার সারল্যময় মুখ দেখি—আর বলি, 'কি সুন্দর!' হৃদয় কত ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠে; কিন্তু মুখে একটী মাত্র কথা বলি 'কি সুন্দর!' সেই কথাটিতেই বলিবার যাহা আছে, যেন নিঃশেষিত হইয়া যায়।

যখন প্রতিভাশালী চিত্রকরের আলেখ্যমালা নিরীক্ষণ করি, কবির ভাবময় কবিতানিচয় পাঠ করি, তৃষিত কর্ণে মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত লহরী পান করি, তখনও বলি 'কি সুন্দর!' আবার যখন শিশু ভ্রাতার প্রতি বালিকা ভগিনীর আত্মবিস্মৃতিময় স্নেহ রাশি দর্শন করি, বিদ্যা বিনয়ের মিলন দেখি, তখনও সেই একই কথা।

কত কিছু সুন্দর আছে, বলিয়া ফুরাইবে কে? দীপ্তিময় যাহা তাহাও সুন্দর, অনুজ্জ্বল যাহা তাহাও সুন্দর, কঠোরেও সৌন্দর্য্য, মৃদুলেও সৌন্দর্য্য; মধুরও তৃপ্তিকর, কোথাও তীব্রও তদ্রূপ। বিষম বস্তুরা যে সুন্দর ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? মহান্ পর্ব্বত ও বিশাল সমুদ্র দেখিয়াই মুগ্ধ হই এমন নহে, শ্যামল তৃণদল ও শিশির বিন্দু দেখিয়াও হৃদয় ভাবার্দ্র হয়। শৈশবের চাঞ্চল্য ও বয়সের গাম্ভীর্য্য উভয়ই প্রীতিকর। প্রেমের আত্মবিস্মৃতি ও কমনীয়তা অতি সুন্দর দৃশ্য বটে, অথচ স্থানভেদে প্রেমের সমুচিত আত্মাদর, দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা অতি প্রশংসনীয়।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম, সৌন্দর্য্যের উপাদান কি?

ভাষা সৌন্দর্য্যকে মানবশরীরে অথবা বহির্জ্জগতে আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই, অথবা উহাকে একমাত্র নেত্রের বিষয় বলিয়াও স্বীকার করে না। সৌন্দর্য্যপিপাসু রমণী, তুমি কি উহাকে সীমাবদ্ধ করিতে চাও? তুমি কি শুদ্ধ বহিঃসৌন্দর্য্যই চিনিয়াছ? তোমার শরীর আছে; আত্মা নাই কি? —শারীরিক সৌন্দর্য্যকে ঘৃণা করিতে বলিতেছি না। প্রস্ফুটিত গোলাপ দেখিয়া চক্ষুর্দ্বয় তৃপ্ত করিতে যদি দোষ না থাকে, তবে মানবের সুন্দর মুখশ্রী-দর্শনজনিত আনন্দে দোষ স্পর্শিবে কেন? যে ব্যক্তি সুন্দর মানব মুখ অবজ্ঞার সহিত দর্শন করে, সে বিধাতার সুন্দর সৃষ্টির অবমাননা করে। শরীর প্রসাধন সম্বন্ধে যিনি যাহা বলুন, আমি বলি, যে, যে ভাবে দেবালয় পুষ্পপল্লবে ভূষিত করি, যে ভাবে নিজের গৃহখানি সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত করি, সেই ভাবে মানবদেহ সুরুচিসজ্জিত বসন ভূষণে আবৃত করিতে দোষ নাই। একটি বনপুষ্প মস্তকে অথবা হৃদয়ে ধারণ করিলে, যাঁহারা তন্মধ্যে বিলাসিতা ও হৃদয়ের অধমতা দর্শন করেন, তাঁহারা

অন্ধ হৃদয়শূন্য বিলাসের উপাসক। যাহা দেখিয়া হৃদয় প্রীত এবং পবিত্র হয় তাহাই সুন্দর। সৌন্দর্য্যের বৃহৎ গ্রন্থ সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে, যাঁহার চক্ষু আছে তিনি ইহা পাঠ করিয়া ধন্য হয়েন। কেবল জড় জগতে নয়, মানব জগতে মানবের অন্তর্জ্জগতে অননুভূত সৌন্দর্য্যরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যলিপ্সু নারী সেই সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে শিক্ষা কর। সুরূপ, সুকবিতা, মধুর গীত, মনোহর চিত্রপট, সকলই সুন্দর; আকাশের তারারাজিও সুন্দর! কেন সুন্দর বল দেখি? কি দিয়া সেই সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে হয় বল দেখি? শোভানুভাবকতা যেখানে অপর শোভানুভাবককে দর্শন করে, হৃদয় যেখানে উন্নততর হৃদয়ের পরিচয় পায়, সেই খানেই সৌন্দর্য্য। হৃদয় ছাড়িয়া চক্ষু সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারে কি? বহিঃ সৌন্দর্য্যের কথা কি বলিতেছিলাম? সৌন্দর্য্যের ভিতর বাহির কি? হৃদয়ের ভিতর দ্বিতীয় না লইয়া আমরা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি না।

সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা সহজ কথা নহে। সৌন্দর্য্যের বর্ণপরিচয় সকলের হয়ে নাই। একই পদার্থ দেখিয়া সকলের হৃদয় সমান আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয় না কেন? প্রীতি ও পবিত্রতা অভিন্ন—বল দেখি কোন্ হৃদয়ে সহজে প্রীতি হয়? কোন্ পদার্থ একবার ধুইলে নির্ম্মল হয়? অপরিচ্ছন্ন হৃদয়ে চতুর্দ্দিকস্থ শোভা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে নির্ম্মল হইতে হয়। তবে সৌন্দর্য্য কেবল চক্ষু কর্ণের বিষয় নহে, তাহা বুঝিলে কি? আর বুঝিলে কি যে, যেমন একখানি কাব্য পাঠ করিতে হইলে পূর্ব্বশিক্ষার প্রয়োজন, জগতের সৌন্দর্য্য গ্রন্থ পাঠ করিতেও তদ্রূপ পূর্ব্বশিক্ষা চাই?

সৌন্দর্য্যলালসা রমণীর কলঙ্ক। আজি এই মহিলাসমাজে সমালোচক কেহ নাই। ভগিনীগণ, এস শুভদিনে আমরা সৌন্দর্য্যের আলোচনা করি। সদ্‌গুণের অসদ্ব্যবহার আছে। দেবদত্ত শোভানুভাবকতার কোথাও অসদ্-ব্যবহার হয় বলিয়া কি, উহাকে সমূলে বিনাশ করিবে? না আপনার চক্ষের মোহাবরণ দূর করিয়া প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি, তাহাই বুঝিতে ও দেখিতে শিখিবে? তবে এস, অদ্যাবধি অন্তরে বাহিরে, যেখানে যত সৌন্দর্য্য আছে দেখিতে, শিখিতে, পাঠ করিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করি। জগতে মহৎ ক্ষুদ্রে, উজ্জ্বল অনুজ্জ্বলে যেখানে যত শোভা আছে অনুভব করিয়া রমণীর স্বাভাবিকী স্পৃহা চরিতার্থ করি। সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে করিতে হৃদয় উৎফুল্ল ও আর্দ্রীভূত হইয়া সৌন্দর্য্য-বিধাতার চরণে প্রণত হইবে। মানবের শিল্প-কৌশল দেখিতে দেখিতে কেবল চিত্রপট খানি দেখি না, তাহার পশ্চাৎস্থিত চিত্রকরের হৃদয়-সৌন্দর্য্য

দর্শন করি, কবিতা পাঠ করিতে করিতে কেবল বাক্য গুলি নিরীক্ষণ ও উচ্চারণ করি না, কবির হৃদয় দর্শন করি, এবং সকলের পশ্চাতে সৌন্দর্য্যের যিনি আকর ও জীবন, তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করি।

সৌন্দর্য্য দর্শনের ন্যায় মধুর সুখ আর কি আছে? হৃদয়দর্পণ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল করিয়া রাখি, যেখানে যত সৌন্দর্য্য আছে, এই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হউক। কণ্টকদলস্থ গোলাপ দর্শন করি, দারিদ্র্যের আত্মগৌরব দেখি, কর্ত্তব্য সাধনের দৃঢ়তা দেখি, কঠোর ও দুরূহ আত্মোৎসর্গের সামর্থ, সারল্যের মাধুর্য্য দর্শন করি। সৌন্দর্য্যলালসা নারীর ধর্ম্ম, উহা নারীকে স্বর্গের দিকে লইয়া যাউক। যিনি গৃহ সাজাইতে জানেন, তিনি নিজগৃহ বিশৃঙ্খল ও সজ্জাশূন্য রাখেন না; যিনি সৌন্দর্য্য চিনিয়াছেন, তিনি হৃদয় এবং তদনুগামী শরীরকে কুৎসিত করিয়া রাখেন না। যাঁহার হৃদয় চির প্রফুল্লতাময়, পবিত্রতার বিধৌত, তাঁহার মুখ সুন্দর না হইলে কাহার মুখ সুন্দর হইবে? ভগিনি! চারিদিকের সৌন্দর্য্য দর্শন কর, এবং সৌন্দর্য্যালোকে হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া গৃহ আলোকিত কর।

:০:

৺মহারাণী শরৎসুন্দরী।

বঙ্গের নারীকুলের উজ্জ্বল ভূষণ মহারাণী শরৎসুন্দরী আর ইহলোকে নাই, বঙ্গীয় রমণীগণ আজ শোকবস্ত্রে আবৃত হইয়া এই পুণ্যশ্লোক মহিলার চরিতাখ্যান পাঠ করুন।

রাজসাহীর অন্তর্গত পুটিয়ার পশ্চিম কৃষ্ণপুর নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামে ১২৫৬ সালের আশ্বিন মাসে শরৎসুন্দরী জন্মপরিগ্রহ করেন। ইহাঁর পিতা স্বর্গীয় ভৈরবনাথ সান্যাল একজন কার্য্যদক্ষ হৃদয়বান্ ধর্ম্মপরায়ণ উচ্চপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার শ্রীসুন্দরী নামে আর একটী কন্যা হয়। শ্রীসুন্দরী কনিষ্ঠা, শরৎসুন্দরী জ্যেষ্ঠা। কনিষ্ঠা এখনও জীবিতা, পিতৃ বিষয়সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, এবং পিতার অনুষ্ঠিত সদাব্রতের প্রতি এখনও যত্নবতী আছেন। বলা বাহুল্য, পিতা মাতাই সন্তানগণের চরিত্র গঠনের মূল কারণ। পিতার সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই কন্যা যে পবিত্র জীবন প্রাপ্ত হন, আজ আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠিকাবর্গের করকমলে অর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শরৎসুন্দরী বাল্যকাল হইতেই কোমলহৃদয়া ও পরদুঃখকাতরা ছিলেন। তিনি যত বড় হইতে লাগি-

লেন, দয়া দাক্ষিণ্যাদি মানসিক বৃত্তি নিচয় তাঁহার অন্তরে ততই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে লাগিল। ইঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার পিতা অনৈক প্রজাকে গুরুতর অপরাধের জন্য জুতা মারিতে আদেশ করেন। ইনি তখন পিতৃসকাশে দণ্ডায়মানা ছিলেন। হতভাগ্য প্রজার দুঃখে কাতর হইয়া অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভৈরব বাবু দুহিতার ক্রন্দনে ব্যথিতহৃদয় হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্ষমা করিলেন—আর প্রহার করিলেন না। একদা সর্ব্বেশ্বর মজুমদার নামে ইঁহার পিতার একজন ব্রাহ্মণ ভৃত্যের পাঁচ টাকা জরিমানা হয়। এই ব্যক্তি চারি টাকা মাত্র বেতন পাইত। ইহাতে সে অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। ইনি ভাবিলেন যে, ইহাকে পাঁচ টাকা দিতে হইলে ইহার সন্তানাদি অন্নাভাবে মরিয়া যাইবে, এই বিবেচনায় অতি সংগোপনে জগন্মোহন সরকার নামে একজন অনুগত ও বিশ্বস্ত লোকের নিকট হইতে ঐ টাকা লইয়া তাহার সহায়তা করেন।

১২৬২ সালের বৈশাখ মাসে পুটিয়ার পাঁচআনী নাবালক জমীদার যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত শরৎসুন্দরীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। ইঁহার বয়স এখন সার্দ্ধপঞ্চ, আর যোগেন্দ্র বাবুর পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। বিবাহের অব্যবহিত পরে ইঁহার শ্বশ্রূ রাণী দুর্গাসুন্দরী দেবী স্বীয় বিষয়ের ভার কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডের হস্তে সমর্পণ করেন; তৎপরে অল্পদিন জীবিত থাকিয়া লোকলীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার স্বামী উক্ত কোর্টের তত্ত্বাবধানে মহানগরী কলিকাতায় প্রেরিত হইলে, ইনি পিত্রালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন। ভরণ পোষণের ব্যয়স্বরূপ কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ড হইতে ইঁহাকে ১০০৲ টাকা মাসহারা দেওয়া হইত। এই টাকা শরৎসুন্দরীর পিতা আপনার ইচ্ছানুসারেই ব্যয় করিতেন। পিতা হাতে তুলিয়া কিছু দিলে শরৎ লইতেন, নতুবা নিজের হাতে টাকা রাখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। পাছে কোন প্রকারে পিতার অসন্তোষ হয়, ইহা তিনি বড় ভয় করিতেন, এবং কখনও কোন বিষয়ের ইচ্ছা হইলে তাহা মনে মনেই রাখিতেন। পরের উপকারের জন্যই তাঁহার আগ্রহ ছিল। কেহ অভাব জানাইলে ঋণ করিয়াও তাহাকে সাহায্য দান করিতে কুত্রাপি পরাঙ্মুখ হইতেন না, তদনন্তর আবার সেই ঋণ পরিশোধার্থে চেষ্টা পাইতেন। যাহাহউক, ভৈরব বাবু শরৎসুন্দরীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন; শরৎও তাঁহাকে যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করিয়া চলিতেন।

১২৬৭ সালের প্রারম্ভে যোগেন্দ্র বাবু স্বীয় বিষয়ের ভার স্বহস্তে লন। অল্পদিনের মধ্যেই ইনি একজন সদ্‌গুণান্বিত যুবক ও দেশহিতৈষী প্রজাবৎসল জমী-

দার বলিয়া খ্যাত হন। ইনি অনেক সৎ-কার্য্য করেন,তন্মধ্যে নীলকর দমন সর্ব্ব প্রধান এবং তাহাতেই ইঁহার কীর্ত্তি দেশ-বিখ্যাত। নীলকরদিগের জ্বালায় লোকে অস্থির। এক সময়ে যেমন বর্গীগণ কর্ত্তৃক সমস্ত বঙ্গদেশ প্রপীড়িত হইয়াছিল, ইহাদিগের দ্বারাও সর্ব্বসাধারণ তদ্রূপ বা তদধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইত। বর্গীরা মাঝে মাঝে আসিয়া হাঙ্গামা করিত, বহুমূল্য দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিয়া ও লোকদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া পলায়ন করিত। কিন্তু এই শত্রুদল প্রজাবর্গের মধ্যগত হইয়া তাহাদিগেরই শোণিত শোষণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া অহর্নিশ তাহাদিগেরই প্রতি অশেষ অত্যাচার করিত। নারীর সতীত্ব, রাজকর্ম্মচারীর প্রভুত্ব, ধনীর বিত্ত, সাধারণ লোকের স্বত্ব এই দুরাত্মাদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ছিল। "নীলদর্পণ" প্রভৃতি পুস্তকে ইহার জীবন্ত ছবি চিত্রিত আছে। এই অত্যাচার যে পূর্ব্বে কিরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগের অমঙ্গল সাধন করিত, তাহার আভাস আমরা বর্ত্তমান সময়ের চা-করদিগের আচরণে প্রাপ্ত হই। ইহা নিবারণ করা যথার্থ বীর পুরুষের কার্য্য—ইহাতেই প্রকৃত বীরত্ব। মহাত্মা লং সাহেব প্রভৃতি ইহার জন্য চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণও ইহাতে যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তদপেক্ষা মহৎ প্রশংসার কার্য্য আর কি হইতে পারে? কিন্তু পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাঁহাকে ইহসংসার হইতে অবিলম্বে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বর্গ রাজ্যে উচ্চতর ব্রতে ব্রতী করিয়া আপনার পবিত্র ইচ্ছা সফল করিলেন। ১২৬৯ সালের ১৯শে বৈশাখ তারিখে ইনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে বালিকা শরতের নারী-জীবনের সুখের পরিসমাপ্তি হয়।

বাল-বিধবা কর্ত্তৃক অতুল ঐশ্বর্য্যাদি সুচারুরূপে সংরক্ষিত হওয়া সুকঠিন বিবেচনায় উহা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের হস্তে ন্যস্ত হয়। ইঁহার পিতা ভৈরব বাবু উহার তত্ত্বাবধায়ক হন। ইনি পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিয়া এই সময়ে বিদ্যাভ্যাস ও পিতৃসন্নিধানে বিষয় কার্য্যের যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহারই উপাদেয় ফল ভবিষ্যতে দৃষ্ট হইয়াছিল। ১২৭১ সালের বৈশাখ মাসহইতে ইনি আপনার বিষয়ের ভার গ্রহণ এবং অত্যন্ত বীরতা, বিজ্ঞতা ও দক্ষতার সহিত জমীদারীর কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করেন। এই সুন্দর কার্য্যদক্ষতা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তির ভিত্তি স্বরূপ। ইহাতে যেমন একদিকে জমিদারির উত্তরোত্তর আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনই সদ্ব্যয় দ্বারা তাহার সার্থকতা সাধন হইতে লাগিল। শরৎ সুন্দরী যেমন সাংসারিক ব্যাপারে অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিলেন, তেমনই তাঁহার আধ্যাত্মিক ও মানসিক

উচ্চ ভাবেরও পরিচয় দিতে লাগিলেন। কথিত আছে ইনি দানের সময় ভিন্ন টাকা ছুঁইতেন না। ইঁহার দান কার্য্য যে কত প্রকারে সমাহিত হইত, তাহার সংখ্যা ছিল না, সংবাদপত্রে ইঁহার অল্পাংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পরের দুঃখে ইঁহার প্রাণ এতদূর কাতর হইত যে সত্যই হউক বা মিথ্যা হউক কেহ তাঁহার নিকট কোন বিষয়ের প্রার্থী হইলে, তিনি কখনও তাহাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিতেন না।

পিতৃ মাতৃহীন হইয়া কেহ তাঁহার নিকট দায় জানাইয়াছেন, অমনি তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। শারীরিক অপটুতা নিবন্ধন অর্থোপার্জ্জনে অপারগ শত শত ব্যক্তিকে অকাতরে আহার দিবার জন্য তিনি কত অতিথিশালা সদাব্রতাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পুটিয়া ও কাশীধামে এইরূপে অন্নদান করিতেন এবং ভবিষ্যতে এই সদনুষ্ঠানের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য স্বকীয় বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে তাহার উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াগিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহ দগ্ধাদি আপদে বিপন্ন ব্যক্তিগণ ও গরিব গ্রন্থকর্ত্তাগণ বিলক্ষণ অর্থ সাহায্য পাইতেন।

মহারাণী শরৎসুন্দরী প্রজাবর্গের নালিস পর্দ্দার বা চিকের ভিতর হইতে আপনি শুনিয়া তাহার আশু প্রতিবিধানের জন্য তৎপর থাকিতেন। তাঁহার মত ভূস্বামিনীর অধীনে বাস করা কি সুখের! দেশের হিতানুষ্ঠানের জন্যও তিনি আপনার ভবনে সভা আহ্বান করিতেন এবং পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া তাহার সহিত হৃদয়ের সম্পূর্ণ যোগদান করিতেন, তাঁহার এইরূপ সদাশয়তা ও উদারচিত্ততার পরিচয় সাধারণের অগোচর নহে।

ইঁহার আভ্যন্তরিক জীবন অতি পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক এবং তজ্জন্য শুধু বঙ্গের কেন, ভারতের মহিলাকুলেরও ইনি বাস্তবিক অলঙ্কার। সতীত্ব ভারত ললনার আদর্শস্থানীয়। বালবৈধব্য অতিশয় বিপদসঙ্কুল। ধনরাশির মধ্যে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নিষ্কলঙ্কভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা বড় সহজ নহে; যে সমস্ত সাধ্বী নারী সেই উৎকট ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ তাহা অনুভব করিতে পারেন না। শরৎসুন্দরী ত্রয়োদশবর্ষে বিধবা হইয়া, যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব সকল প্রলোভনের মধ্যে কেবল বিবেকের অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে পারিয়াছেন, ইহা কম প্রশংসার বিষয় নহে। অহঙ্কার যে কি বস্তু, তাহা তিনি কখন জানিতেন না। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখ একবারে বিসর্জ্জন দিয়া একবেলা শুধু হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া কম্বলে বা ভূতলে শয়ন করিয়া পারত্রিক সুখের আশায় সর্ব্বদা কালযাপন করিতেন। নিত্য নৈমিত্তিক পূজাদিতে

তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত। ব্রহ্মচর্য্যাদি হিন্দুমহিলার যাহা যথার্থ ধর্ম্ম, তাহা ইহাঁতে সম্পূর্ণ লক্ষিত হইত। ইনি আদর্শ হিন্দু-রমণী—বিধবা হিন্দুরমণী। ইহাঁর জীবন বাস্তবিক অনুকরণীয়।

শরৎসুন্দরী চিঠি পত্রাদি অনর্গল পড়িতে পারিতেন। ইহাঁর পুস্তকাগারে অনেক মূল্যবান্ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। ইনি সময় পাইলেই নির্জ্জনে সদ্‌গ্রন্থপাঠে কাল যাপন করিতেন। ইনি প্রথম হইতে বামাবোধিনী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন। সুবিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প হইতে শেষকল্প পর্য্যন্ত যাহা সচরাচর অনেক সুশিক্ষিত পুরুষের সংগ্রহ আছে কি না, তাহাও ইহাঁর পুস্তকালয়ে দৃষ্ট হয়। ইনি এই সমস্ত পত্রিকা যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, তিনি কত দূর লেখা পড়া জানিতেন। সুতরাং তাঁহাকে শিক্ষিতা বিদ্যানুরাগিণী রমণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্মারকতা-শক্তি ইহাঁর অত্যন্ত বলবতী ছিল, যাহা একবার পড়িতেন, তাহার অধিকাংশ বা সারাংশ চির দিন তাঁহার স্মরণ থাকিত।

ইং ১৮৭৪ সালে (বাঙ্গালা ১২৮১) ভীষণ দুর্ভিক্ষ যখন করাল গ্রাস বিস্তার করিল, তখন শরৎসুন্দরী বিস্তর লোককে তাহার কবল হইতে রক্ষা করেন। ১২৮১ সালে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে রাণী উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁহার সৎকার্য্যশীলতার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৮৪ সালে দিল্লীর দরবার উপলক্ষে "মহারাণী" উপাধি দ্বারা সুসম্মানিত করেন। প্রকৃত পক্ষে এরূপ হৃদয়বতী রমণী সকলের হৃদয় জয় করিয়াছেন, ইনি রাণী বা মহারাণী এই আখ্যার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্রী ছিলেন। ইহাঁকে উক্ত উপাধি প্রদত্ত হওয়াতে উহার স্বার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে এই উপাধি দিয়া ভারত রমণীকুলেরও মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। ইনি ১২৮৯ সালের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত বিষয় ভার স্বহস্তে রাখেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১২৯০ সাল আরম্ভ না হইতে হইতে দত্তক পুত্র যতীন্দ্রনারায়ণকে বিষয়াদির ভার সমর্পণ করিয়া কাশীধামে যাত্রা করেন। ইচ্ছা ছিল আর দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না, তথায় ধর্ম্মকর্ম্মে জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপণ করিবেন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা! ঐ বৎসরই পুণ্যভূমি কাশীধামে ১৮ই ফাল্গুন তারিখে দত্তক পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে পুটিয়ায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। বিষয়ের মায়া কাটাইয়া আবার তাহাতে জড়িত হইতে তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল, ইহা তাঁহার অকাল মৃত্যুতেই সপ্রমাণ হয়। গত আশ্বিন মাসে স্বদেশে আগমন করেন। আসিয়া অবধি পীড়িত হন। পরে কোন চিকিৎসাতেই পীড়ার শান্তি না হওয়াতে গত ৫ই

ফাল্গুন পুনরায় কাশীধামে গমন করেন। এই যাত্রাই শেষ যাত্রা। তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ প্রবল হইল, অবশেষে গত ২৫এ ফাল্গুন (৮ই মার্চ্চ) মঙ্গলবার অপরাহ্ন সার্দ্ধ তিন ঘটিকার সময় ইষ্টনাম জপিতে জপিতে তথায় দেহ ত্যাগ করেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে ইহাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আজ বঙ্গদেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাঁহার শোকে আকুল। আজ পুটিয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্র নিপতিত হইল। আজ বঙ্গবাসী নর নারীগণ তাঁহার জন্য আর কি করিতে পারে? সকলে মিলিয়া তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া অশ্রু পাত করুন; পবিত্রচরিত্রা মহারাণী শরৎসুন্দরীর বহুদিনের আশা পূর্ণ হইয়াছে, আজ স্বর্গধামে পরম পিতার চরণতলে উপবেশন করিয়া তিনি আপনার পুণ্যের বিমল পুরস্কার লাভ করিতেছেন। আমরা সমস্বরে প্রার্থনা করি শান্তিদাতা ঈশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ ও চিরশান্তি বিধান করুন এবং তাঁহার ন্যায় নির্ম্মল চরিত্র রমণী রত্ন দ্বারা ভারত মাতার অঙ্ক ভূষিত করিয়া ইহার হৃদয়ের সন্তাপ উপশম করুন।

হিন্দু তীর্থস্থান।

হরিদ্বার।

হরিদ্বার অতি প্রাচীন হিন্দু তীর্থ স্থান। পুরাণে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা কলিকাতা হইতে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে, ১৩ টাকা ভারায় ৩য় শ্রেণী রেলওয়ে শকটে যাওয়া যায়। হাবড়া হইতে কাশী গিয়া—আউড রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে চড়িতে হয়। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট হরিদ্বার তীর্থে একটী প্রকাণ্ড ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এখানে অনেকগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও তাহাতে অনেক দেব দেবী দেখা যায়। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এখানে কুম্ভক মেলা হইয়া থাকে, তখন বহুসংখ্যক—এমন কি সময় সময় ১০ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। যাহারা হরিদ্বারে আইসে, তাহারা গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ ও বদরিনাথ নামক নিকটবর্ত্তী তিনটী তীর্থস্থান দর্শন করিয়া থাকে। গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ ও বদরিনাথ হিমালয়ের উপরে স্থিত। গঙ্গোত্তরী ১৩ হাজার ফিট অর্থাৎ দার্জিলিং হইতেও ৫ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। ইহা গঙ্গার উৎপত্তি স্থান। এখানে দেখা যায় তুষার রাশির নিম্ন হইতে গঙ্গা দেবী বহির্গত হইতেছেন। সে দৃশ্য অতি সুন্দর। কেদারনাথ ১২ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। এখান হইতে বদরিনাথ ৭ ক্রোশ দূরে। কেদারনাথে নন্দীর প্রতিমূর্ত্তি এবং বদরিনাথে বিষ্ণুর মন্দির আছে। ইতি-

হাসে উল্লেখ আছে দৌলত রাও সিন্ধিয়া এই মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করিয়াছেন। এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের অধীনে পূর্ব্বে ৭ শত গ্রাম ছিল। হরিদ্বারের প্রকৃত নাম হরদ্বার। এখানে শিবের জটা হইতে গঙ্গার উৎপত্তি পুরাণপ্রসিদ্ধ। হরিদ্বারের গঙ্গার উপর ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট ও কুশাবর্ত্ত ঘাট, দক্ষিণপর্ব্বতে বিশ্বেশ্বর মহাদেব ও গৌরীকুণ্ড এবং গঙ্গার অপর পারে বা উত্তরপশ্চিমে চণ্ডীদেবীর মন্দির ও নীলধারা এ গুলিও হিন্দুদিগের পুণ্যতীর্থ। নীলধারা নদী কঙ্খাল বা দক্ষালয়ে মিলিত হইয়াছে। এই কঙ্খাল একটী সুন্দর সহর, এখানে বড় বড় বাটী ও বাগান আছে, বাজার, দোকান প্রভৃতি অনেক আছে। এখন ইহার প্রান্তভাগ দক্ষালয়, কিন্তু বোধ হয় সমস্ত কঙ্খাল দক্ষ রাজার বাটী বা নগর ছিল। স্থানে স্থানে তাঁহার বাটীর ভগ্ন চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। দক্ষালয়ে দক্ষেশ্বর শিব, হোমকুণ্ড, সতীকুণ্ড ও সতীমঠ আছে। দক্ষযজ্ঞ এবং সতীর প্রাণত্যাগ ঘটনার সহিত এইগুলির যোগ আছে, সুতরাং এগুলি যে মহাতীর্থ বলিয়া আদৃত হইবে আশ্চর্য্য নহে।

হরিদ্বারে হিমালয়ের শোভা অতি মনোহর। দক্ষিণপর্ব্বতে অতি সুন্দর ছায়াময় উপত্যকা আছে। হরদ্বারের গঙ্গার উপর সেতু, ৩টা বাঁধ ও খালেরও সুন্দর দৃশ্য।

রামেশ্বর।

এখানে একটী প্রসিদ্ধ শিবের মন্দির আছে। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র এইস্থানে শিবপূজা করিয়া এই মন্দিরস্থ শিবমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইহা উভয় বৈষ্ণব ও শৈবদিগের তীর্থ স্থান। রামেশ্বরের মন্দির অতি প্রকাণ্ড। ভারতবর্ষে এত বড় হিন্দু মন্দির আর নাই। মান্দ্রাজ হইতে মাদুরী নগরের মধ্য দিয়া এইস্থানে লোকে গমন করিয়া থাকে। নেগাপাটাম হইতে জাহাজে করিয়া যাইবার আর একটী পথ আছে।

ত্রিম্বক নাসিক।

ইহাও একটী প্রধান হিন্দু তীর্থ স্থান। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নাসিক্ নগর হইতে কিয়দ্দূরে গোদাবরী নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকটে ত্রিম্বকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই তীর্থ অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। ১৭৪০ শালে বাজি রাও এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

পুষ্কর।

পুষ্কর অতি মহাতীর্থ। ইহা আজমীরের ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আজমীর ষ্টেসনে নামিয়া যাত্রীরা পদব্রজে বা একা করিয়া এখানে গমন করেন। কেবল ভারতবর্ষের যে দুই চারি স্থানে ব্রহ্মার মন্দির আছে, তন্মধ্যে পুষ্কর একটী। প্রতি আশ্বিন মাসে এখানে ব্রহ্মার বিশেষ পূজা হয়, তাহাতে প্রায়

এক লক্ষ লোকের সমাগম হয়। মন্দিরের নিকট একটী হ্রদ আছে। তাহা অনেকটা মরিয়া আসিয়াছে এবং বহুকাল ধরিয়া অসংখ্য লোক স্নান করাতে ইহার জলও অনেকটা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। উহার চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি সুন্দর অট্টালিকা ও মনোহর মন্দির আছে। রাজপুতানা ও মধ্য ভারতবর্ষের দেশীয় রাজগণ এই সকল অট্টালিকা ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুমতে পুষ্কর হ্রদে স্নান করিবার মহাফল। মানস সরোবরের পরেই পুষ্কর হ্রদের মাহাত্ম্য।

উজ্জয়িনী

এই নগর ভারতের ইতিহাসে সুবিখ্যাত। ইহা পুরাকালে অশোক ও বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। এই নগর আজও তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। আজকাল যেখানে নগর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে নব উজ্জয়িনী বলে। নব উজ্জয়িনীর কিঞ্চিৎ দূরে প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখিলে প্রাচীনকালে উজ্জয়িনী নগর যে অসাধারণ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। উজ্জয়িনী নগরে যাইতে হইলে রাজপুতানা রেলওয়ের খান্দওয়া ও আজমীর নামক দুইটী ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নামিতে হয়।

মান্ধাতা।

নর্ম্মদা নদী তীরে এই তীর্থ স্থান অবস্থিত। এইখানে একটী শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। অনেকে এই স্থানকে "ওঙ্কার জি" বলিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রায় ঐ নাম ব্যবহার করে। একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরে মন্দিরটী অবস্থিত। পর্ব্বতটী অতি সুন্দর, ইহা নানা ফল ফুলের বৃক্ষ মালায় সুশোভিত এবং বহুসংখ্যক প্রস্রবণে সমাকীর্ণ। এই মন্দিরের নিকট আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। সিন্ধিয়া, হোলকার ও রাজপুতানীয় আরও কয়েকটী রাজা "ওঙ্কার জীর" বড় ভক্ত। তাঁহারা মন্দিরের নিকট আপনাদিগের বাসের জন্য এক একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন।

ক্রমশঃ

বালুকাস্তম্ভ।

পাঠিকাগণ জলস্তম্ভের কথা পড়িয়াছেন, কিন্তু বালুকাস্তম্ভের কথা বোধ হয় অল্পই শুনিয়াছেন। ইহাও একটী নৈসর্গিক আশ্চর্য্য ঘটনা। মরুভূমি ও বড় বড় প্রসারিত নদীকূলে গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে প্রায়ই বালুকাস্তম্ভ হইয়া থাকে।

আমরা সিন্ধু মরুভূমির মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিবার সময় একদিন মধ্যাহ্ণে একেবারে ১০। ১২টী বালুকাস্তম্ভ উঠিতে দেখিতে পাইলাম। প্রথমতঃ আমাদের দেশে যে প্রকার "ঘুরুণী বাতাস" (ঘূর্ণাবাত্যা) দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রূপ অল্প মাত্রায় বালি বায়ুতে চালিত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, ক্রমে নিকটস্থ বালু রাশি আকর্ষণ করিয়া যত উর্দ্ধদেশে উৎক্ষিপ্ত হয়, পরিধিও ক্রমে তত বাড়িতে থাকে। নিকটে যে স্তম্ভটি ছিল, তাহার পরিধি প্রায় শত হস্ত পরিমিত হইবে, দেখিতে দেখিতে স্তম্ভের; অগ্রভাগ গগন স্পর্শ করিল। আমরা উর্দ্ধে;নিরীক্ষণ করিয়াও তাহার শেষ দেখিতে পাইলাম না, কেবল সাঁ সাঁ শব্দে বালু রাশি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিলাম। বোধ হয় তখন তাহার মধ্যে মনুষ্য বা অন্য কোন জন্তু পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধ দেশে নীত হইবার সম্ভাবনা। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ থাকিয়া স্তম্ভটী চলিতে আরম্ভ করিল এবং দেখিতে দেখিতে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে বালুকা বৃষ্টি হইয়া অদৃশ্য হইল। দূর হইতে এই স্তম্ভ গুলি প্রথমে কলের ধুম বলিয়া বোধ হয়, যেন অল্প মাত্রায় ভূমি হইতে উঠিয়া ক্রমে আকাশের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে। বহু দিন হইল আমরা পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ষ্টেশন লখী-সরাইয়ের সন্নিকট কিউল নদীর উপখেও এইরূপ এক প্রকাণ্ড বালুকাস্তম্ভ দেখিয়াছিলাম। যে কারণে সিন্ধু মধ্যে জলস্তম্ভ দৃষ্ট হয়, মরুভূমে বালুকাস্তম্ভও সেই কারণে হইয়া থাকে। প্রচণ্ড রৌদ্রে বায়ু তরল হইয়া আকাশ দেশ শূন্যগর্ভ করিলে নিকটস্থ বায়ু রাশি সেই স্থান পূর্ণ করিতে প্রবাহিত হয়। নিম্নের বায়ু উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, উঠিবার সময় বেগমুখে যাহা পতিত হয় তাহাই উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মরুভূমের বালুকারাশি বায়ুদ্বারা এই প্রকার সঞ্চালিত হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে, তাহাতেই বালুকাস্তম্ভ উৎপন্ন হয়।

মৃচ্ছকটিক।

মৃচ্ছকটিকের নায়িকা একটী গণিকা, কিন্তু তাহা বলিয়াই এ সন্দর্ভটী পাঠিকাদিগের পাঠের অনুপযোগী নহে। মৃচ্ছকটিক লেখক দেখাইয়াছেন যে গণিকামানসও বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল প্রেমরসাস্বাদে অধিকারী। সতীত্বই রমণীগণের মুখ্যধর্ম্ম; কিন্তু তদ্ধর্ম্মভ্রষ্টা রমণী যে তাহার মাহাত্ম্য বুঝে না এমন নহে। বুদ্ধিমান্দ্য অথবা দৈবদুর্বিপাক বশতঃ কুপথে পদার্পণ করিলেও সতীত্বের

বিমল জ্যোতিঃ এককালে তাহাদিগের নেত্র পথ হইতে তিরোহিত হয় না। কুলায়-ভ্রষ্ট বিহগীর ন্যায় সতীত্ব-ভ্রষ্টা কামিনীও পুনরপি সতীত্বে সংস্থাপিত হইতে সমুৎসুক। হৃদয়-কন্দরে পরমেশ-নিহিত বিবেক-বর্ত্তিকা এক কালে নির্ব্বাণ হইয়া যায় না; তবে আবরণের স্বচ্ছত্ব ও মলসংযোগভেদে সেই আলোকের স্ফূর্ত্তি এবং বিকাশ হইয়া থাকে। বেশ্যা-কুলে জন্ম হইলেই যে রমণী এককালে হৃদয় এবং বিবেক-বিহীন হয় তাহা নহে। সতীত্বের মর্য্যাদা, পবিত্র প্রেমের পীযুষ-রসাস্বাদ, ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য এবং সদ্গুণের সমাদর বিষয়ে গণিকা মানসও অনভিজ্ঞ নহে। মহাকবি শূদ্রক অঙ্কিত বসন্ত-সেনার চিত্র ইহারই জলন্ত দৃষ্টান্ত।

পুরাকালে অবন্তী-নগরে বসন্তসেনানাম্নী এক পরম সুন্দরী বিভব-সম্পন্না বিলাসিনী বাস করিতেন। আর ঐ নগরে চারুদত্ত নামে তরুণ-বয়স্ক জনৈক ব্রাহ্মণ সার্থবাহ অবস্থিতি করিতেন। এই সার্থবাহ কিঞ্চিৎ পৈতৃক ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাঁর অসীম দানশীলতায় সেই সম্পত্তি শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু চারুদত্তের সুজনতার সুযশ সমস্ত অবন্তী মধ্যেই পরিব্যাপ্ত ছিল। একদা মদনোদ্যান নামক পুষ্পোপবনে উদার-চরিত চারুদত্ত রূপবতী বসন্তসেনার নয়ন পথের পথিক হইয়াছিলেন; এবং সেই সময় হইতেই বসন্ত সেনা তাঁহার গুণ-পক্ষপাতিনী হইলেন।

একদা প্রদোষ সময়ে পূর্ণেন্দুবদনা বসন্তসেনা লাবণ্য চন্দ্রিকায় অবন্তীর রাজপথ সমুজ্জ্বল করিতে করিতে সান্ধ্য সমীরণ সেবনার্থ পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এই সময়ে শকার নামক রাজশ্যালক তদীয় বদন শশধর দৃষ্টে রাহুর ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তিনি নৈশ তিমিরে অবগুণ্ঠিতা হইয়া সন্নিহিত চারুদত্ত ভবনে প্রবেশ করিয়া শকার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। ভবন মধ্যে প্রবেশানন্তর চারুদত্তকে দেখিতে পাইয়া তিনি সানুনয়ে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, কতিপয় দুর্বৃত্ত ব্যক্তি অলঙ্কার অপহরণ মানসে আমার অনুসরণ করিয়াছিল, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক মহাশয় অদ্য আমার অলঙ্কার রাখিয়া দিন।" চারুদত্ত তাঁহার প্রিয়বয়স্য মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার আভরণ গ্রহণ করিতে কহিলেন। বসন্তসেনা আভরণ সমর্পণ পূর্ব্বক পুনরপি কহিলেন, "মহাশয়! যদি অনুকম্পা আশ্রয় পুরঃসর আমাকে গৃহে রাখিয়া আসিবার নিমিত্ত জনৈক লোক দেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই।" কৃপার্দ্র হৃদয় চারুদত্ত স্বয়ং বসন্তসেনাকে স্বগৃহে রাখিয়া আসিলেন।

একদা বসন্তসেনা তাঁহার সহচরী মদনিকা সমভিব্যাহারে স্বভবনে সমা-

সীনা আছেন, এমন সময়ে জনৈক লোক দ্রুতপদে তৎসমক্ষে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, "আর্য্যে! আমাকে রক্ষা করুন্।" মদনিকা জিজ্ঞাসিল, "আপনি কে? আপনার ব্যবসায় কি? আপনার ভয়ের কারণ বলুন্।" অভ্যাগত ব্যক্তি কহিতে লাগিল, "পাটলিপুত্র আমার জন্মস্থান। আমি অবন্তীনগরে আসিবার পূর্ব্বে চারুদত্ত গৃহে সংবাহক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। চারুদত্তের দুরবস্থা সমুপস্থিত হওয়াতে আমি দ্যুতক্রীড়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলাম। অদ্য দ্যুতক্রীড়ায় আমি দশসুবর্ণ মুদ্রা হারিয়াছি।" এই সময়ে তদন্বেষণকারী দ্যুতক্রীড়কদ্বয় তথায় আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বসন্তসেনা স্বকীয় হস্ত হইতে আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক মদনিকাকে কহিলেন, "মদনিকে, তুমি এই আভরণ দিয়া উঁহাদিগকে এখান হইতে বিদায় করিয়া দিয়া আইস।" সেই দ্যুতক্রীড়কদ্বয় তথা হইতে চলিয়া গেলে সংবাহক কহিল, "আর্য্যে আমি অদ্য হইতে আর দ্যুতক্রীড়া করিব না। আমি শাক্য-শ্রমণক (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) হইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।" এই বলিয়া সে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

যে দিবস বসন্তসেনার সহিত সংবাহকের সাক্ষাৎ হয়, সেই দিবস সন্ধ্যার সময় চারুদত্ত মৈত্রেয় সমভিব্যাহারে রেভিল নামক সার্থবাহভবনে বীণা বাদন শ্রবণার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চারুদত্ত বয়স্য-সহিত শয়ন করিলেন। বসন্তসেনা যে আভরণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা মৈত্রেয়ের নিকট ছিল। অনন্তর নিশীথ সময়ে শর্ব্বিলক নামা জনৈক তস্কর সন্ধি খনন করিয়া চারুদত্ত ভবনে প্রবেশ করিল। সেই তস্কর ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে মৈত্রেয়-পার্শ্বে আভরণ ভাণ্ড দেখিতে পাইল, এবং তাণ্ড লইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। যখন মৈত্রেয় এবং চারুদত্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল, চোর যে সন্ধি খনন করিয়াছিল তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। বসন্তসেনা যে আভরণ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই আভরণ চোর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, ইহাতে চারুদত্তের আর দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি মৈত্রেয়কে বলিলেন, "সখে, চোরে যে আভরণ অপহরণ করিল, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? এখন আমার দরিদ্রদশাপ্রযুক্ত সকলেই মনে করিবে যে আমি সেই আভরণ আত্মসাৎ করিলাম।"

অনন্তর ধূতানাম্নী চারুদত্ত সহধর্ম্মিণী দাসী মুখে চৌর্য্য বিবরণ শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যপুত্র এবং মৈত্রেয় ইঁহাদের কোন প্রকার শারীরিক অনিষ্ট ত ঘটে নাই?" দাসী উত্তর করিল, "না, কোন শারীরিক অনিষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু বসন্তসেনা তাঁহাদিগের নিকট যে আভরণ রাখিয়া

গিয়াছিল, তাহা চুরি গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া ধূতা কহিলেন, "যদি আর্য্য-পুত্রের দেহ পরিক্ষত হইত, তাহাও সেরূপ আক্ষেপের বিষয় নহে, কিন্তু তাহার যে চরিত্র কলঙ্কিত হইবে, ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে? উজ্জয়িনীর লোকে কহিবে, তিনিই এই অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছেন। যাহাহউক আমি মাতৃ-ভবনে এই রত্নাবলী পাইয়াছিলাম। তুমি ইহা লইয়া মৈত্রেয়হস্তে সমর্পণ কর।" চারুদত্ত সেই আভরণ পাইয়া কহিতে লাগিলেন, "হায়! আমার কি শোচনীয় অবস্থা, আমি স্ত্রীজনের অনুকম্পা-পাত্র হইলাম।" অতঃপর তিনি মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সখে! তুমি এই রত্নাবলী লইয়া বসন্তসেনা সন্নিধানে যাও, এবং তাঁহাকে এই কথা বলিয়া আইস যে, আমরা দ্যূতক্রীড়া করিতে গিয়া আপনার আভরণ আত্মীয় বোধে পণ রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার বিনিময়ে এই রত্নাবলী গ্রহণ করুন্।"

এ দিকে সেই শর্বিলক নামক তস্কর আভরণ অপহরণ পূর্ব্বক বসন্ত সেনা-ভবনে সমুপস্থিত হইল। ঐ তস্কর বসন্ত সেনার দাসী মদনিকার সহিত প্রণয়পাশে বদ্ধ ছিল। সে মদনিকা সন্নিধানে চৌর্য্য বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া তাহার হস্তে আভরণ সমর্পণ করিল এবং কহিল যে ইহাদ্বারা তুমি আপনার স্বাধীনতা ক্রয় কর। তাহাদিগের এই কথোপকথন বসন্তসেনা শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং তিনি শর্বিলককে মদনিকা সম্প্রদান করিলেন। যখন শর্বিলক মদনিকাকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতেছিল, সে লোকমুখে শুনিল যে, সেই রাজ্যে আর্য্যক নামক জনৈক গোপাল পুত্র রাজা হইবে বলিয়া সিদ্ধাদেশ হইয়াছিল। সিদ্ধকথিত ভবিষ্যৎ সূচনায় বিশ্বাস করিয়া তত্রত্য মহীপাল পালক আর্য্যককে ধৃত করিয়া বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করিলেন। আর্য্যকের সহিত শর্বিলকের বন্ধুত্ব ছিল। সে প্রিয় বান্ধবের বন্ধন বিবরণ শ্রবণ করিয়া অতীব ব্যথিত হইল এবং যাহাতে তাহার নিষ্কৃতি সাধন করিতে পারে তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইল। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ।

বামাবোধিনী পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে বৈদিক কালের রোমশা, লোপমুদ্রা, বিশ্ববারা, দেবজামি, বাক্ এই কয়েকটী মহিলার চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। আরও কয়েকটী নারীর বিষয় অদ্য সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। শেষ মাসে পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার স্বরূপ ঐ গুলি অর্পণ করিয়া একটী মাত্র এই অনুরোধ

করি, তাঁহারা যেন এই পুরাতন বর্ষকে বিস্মৃত না হন। কারণ, এইবর্ষে ও ইহার পূর্ব্ব বর্ষে প্রাচীন আর্য্য রমণীগণের অনেক গুলি প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছে। এস্থলে প্রয়োজনীয় বিবরণ গুলি সংক্ষেপে লিখিত হইল।

১৭—অদিতি।

ইনি ইন্দ্রদেবের মাতা। ঋগ্বেদ সংহিতার ৪ চতুর্থ মণ্ডলের ১৮ অষ্টাদশ স্থক্তের ৫ পঞ্চম, ৬ ষষ্ঠ, ৭ সপ্তম ঋক ইনি সঙ্কলন করেন। সুপ্রসিদ্ধ ঋষি বামদেব, কোন কারণে নিজ মাতাকে ক্লেশ দেন। তন্নিবন্ধন বামদেব জননী, অদিতি ও ইন্দ্রকে আহ্বান করেন। এই স্থক্তেই অদিতি তিনটী শ্লোক রচনা করিয়া বামদেবের অবাধ্যতার দমন করেন।

১৮—অপালা।

যে অত্রি মুনির বংশে বিদুষী বিশ্ববারা জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক, অত্রির কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, ইনিও সেই অত্রির দুহিতা। ইনি এক জন ব্রহ্মবাদিনী। কোন কারণে অপালা ত্বক্‌রোগাক্রান্ত হন, তজ্জন্য স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, নিজ জনকের তপোবনে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। অপালা ঋগ্বেদের ৮ অষ্টম মণ্ডলের ৯১ একানব্বই স্থক্তের ৭ সাতটী ঋক প্রণয়ন করেন। ইন্দ্রকে সোমরস অর্পণ করিয়া, ইনি তাঁহার নিকটে বর লাভ করেন। ইনি পিতৃভক্ত ছিলেন। পিতার ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন হয় না বলিয়া, ইনি ইন্দ্রকে জানাইয়া তাঁহার নিকট বরলাভ করেন, তাহাতে অত্রির যথেষ্ট উপকার হয়।

১৯—যমী।

ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ১০ স্থক্তের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, একাদশ, ত্রয়োদশ, ঋক গুলি ও ১৫৪ এক শত চুয়ান্ন স্থক্তের ৫ পাঁচটী ঋক রচনা করেন। শেষোক্ত স্থক্ত পাঠে জানা যায়, বেদ বর্ণিত যম ও পুরাণ বর্ণিত যম, পরস্পর বিভিন্ন। বেদবর্ণিত যম, দণ্ডদাতা নহেন, তিনি স্বর্গ সুখ দিয়া থাকেন।

২০—উর্ব্বশী।

ইঁহার প্রণীত বেদ-বাক্য ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ৯৫ পঁচানব্বই স্থক্তের দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, একাদশ, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ ও অষ্টাদশ ঋকে নিরূদ্ধ হইয়াছে। কথিত আছে ইনি অপ্সর জাতীয়। কেহ কেহ বলেন, উর্ব্বশী প্রকৃত স্ত্রী নহেন। উর্ব্বশীর অর্থ উষা। এ বিষয়ে আমরা স্পষ্টাভিপ্রায়ে সায় দিতে পারি না।

২১—মমতা।

দীর্ঘতমা ঋষির মাতা। দীর্ঘতমাকে প্রসব করিয়াই মমতা প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এমন কথা মনে করা কর্ত্তব্য নহে। কেন না, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মপরায়ণা অসামান্যা

নারী ছিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে। তিনি অগ্নির উদ্দেশে পবিত্র মনোজ্ঞ স্তুতি পাঠ করিতেন। এই বিষয়ের নিদর্শন ঋগ্বেদসংহিতার ৬ষষ্ঠ মণ্ডলের ১০ দশম সূক্তের ২ দ্বিতীয় ঋকে পরিদৃষ্ট হয়। ভরদ্বাজ ঋষি একস্থানে বলিয়াছেন, স্তবপাঠকেরা মমতার মত অগ্নির স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছেন। ইহাঁর স্বামীর নাম জানিতে পারা গেল না।

২২—শশ্বতী।

শশ্বতী অঙ্গিরা মুনির সুতা, প্রয়োগ রাজার পুত্রবধূ ও অসঙ্গের ভার্য্যা। অসঙ্গ অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। শশ্বতী, ঋগ্বেদের ৮ অষ্টম মণ্ডলের ২ দ্বিতীয় সূক্তের ৩৪ চৌত্রিশ ঋকটী সঙ্কলন করেন। ইহাঁর নামে ও গুণে প্রাচীন অঙ্গিরা কুলের যশ আজও আমরা কীর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইয়াছি, ইহা কতই আনন্দ ও উৎসাহের বিষয়!

২৩—উশিজ।

উশিজ মমতার পুত্র দীর্ঘতমা ঋষির পত্নী। ইনি কলিঙ্গ রাজমহিষীর দাসী ছিলেন, বোধ হয় অসাধারণ গুণ থাকাতে ঋষির গৃহিণী হইয়াছিলেন। দীর্ঘতমা মুনির ঔরসে তাঁহার গর্ভে কাক্ষীবান্ ঋষি জন্ম গ্রহণ করেন। কাক্ষীবান্ নিতান্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ হইতে ১২১ সূক্ত প্রণয়ন করেন। এই কাক্ষীবানের নন্দিনী ঘোষার গুণাবলী পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে। ঘোষা, উশিজের পৌত্রী। অতএব বলিতে হইবে, স্বামী শ্বশ্রূ, পুত্র, ও পৌত্রীর পরিচয় উশিজের পক্ষে নিতান্ত শ্লাঘাজনক। সংসারে ভাগ্যবতী নারী হইয়া পরম সুখে তিনি যে দিন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। উশিজের দীর্ঘশ্রবা নামেও এক পুত্র ছিলেন। তিনিও এক অতি প্রসিদ্ধ ঋষি। তিনি বৃষ্টির জন্য অশ্বিদ্বয়ের স্তব করেন।

২৪—ঘোষা।

ব্রহ্মবাদিনী মমতার প্রপৌত্রী ও বিখ্যাত উশিজের পৌত্রী। ঘোষার পিতার নাম কাক্ষীবান্। তাঁহার পিতৃব্য দীর্ঘশ্রবা। দীর্ঘশ্রবা ও কাক্ষীবান্ উভয়েই অতি বিখ্যাত ছিলেন। ঘোষার পিতামহ দীর্ঘতমা মুনি ও পিতামহী উশিজ। অপালার ন্যায় ইনিও কুষ্ঠরোগিণী। ঐ অংশে উহাদের যেমন সাদৃশ্য আছে, অপর বিষয়ে তেমনই প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। অপালা, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়াতে, পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন, পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ঘোষা রুগ্ন হওয়ায়, তাঁহার পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। অশ্বিদ্বয়, তাঁহার পীড়া নিরাময় করিয়া দিলে পর, ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁর পিতা যেরূপ প্রসিদ্ধ, কন্যাও তদনুরূপ প্রসিদ্ধ। কন্যার বিদ্যাবত্তায় কাক্ষী-

বানের মুখ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ঘোষাকর্ত্তৃক ঋগ্বেদসংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ৩৯ ও ৪০ সূক্ত বিরচিত হয়। এই দুই সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের স্তোত্র নিবেশিত আছে। এই দুই সূক্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভৃগুবংশীয়েরা রথ নির্ম্মাণ করিতেন, বিবাহের কালে কন্যাকে আভরণ পরিধান করাইয়া পাত্রস্থ করা হইত এবং পতিহীনা অঙ্গনা দেবরকে বিবাহ করিতেন।

——:০:——

রমণীর কর্ত্তব্য।

(সংখ্যা ২৬৭, ৩২৯ পৃষ্ঠার পর।)

রন্ধন গৃহ—রন্ধন গৃহ সম্ভবতঃ ভাঁড়ার ঘরের সংলগ্ন হওয়া আবশ্যক। রন্ধন গৃহ ভাঁড়ার ঘরের যত নিকটে হয়, ততই সুবিধা। রন্ধনগৃহ নির্ম্মাণের সময় জল ও ধূম নির্গমের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে, কারণ ধূম নির্গমের সুবিধা না থাকিলে পাচকের অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং রন্ধন গৃহে জল অতি আবশ্যক, এ অবস্থায় জল নির্গমের প্রণালী রাখা উচিত। রন্ধনগৃহের যে দেওয়ালে জল নির্গমের নর্দ্দমা থাকিবে, সেই খানেই জলপাত্র রাখিবে, কেন না পাত্র হইতে জল লইবার সময় অবশ্যই কতক জল ভূমিতে পতিত হইবে, বার বার জল লওয়াতে অনেক জল ভূমিতে পড়িবে সুতরাং নিকটে নর্দ্দমা থাকিলে সেই জল পড়িবামাত্র বাহির হইয়া যাইবে। রন্ধনগৃহের নীল বাহিরে পরিষ্কার আলোকময় স্থানে থাকিবে। সেখানেও জল যাইবার জন্য উপযুক্ত প্রণালী থাকিবে। জল বাহির হইবার প্রণালীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, কারণ যে বাটীতে জল নির্গমের উপযুক্ত পন্থা নাই, সে বাড়ী সর্ব্বদাই সেঁতসেঁতে ও ভিজা থাকাতে গৃহস্থিত বালক বালিকাগণের স্বাস্থ্যের অত্যন্ত হানি হয়। মধ্যে মধ্যে রন্ধন গৃহের ঝুল ঝাড়িতে হইবে, নতুবা গৃহের ছাদে অধিক ঝুল হইলে তাহা পড়িয়া খাদ্য দ্রব্য নষ্ট হইতে পারে।

রন্ধনের পূর্ব্বে রন্ধনাদির সমস্ত দ্রব্য যে পরিমাণ আবশ্যক, সেই পরিমাণ মত ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহির করিয়া রন্ধন গৃহে রাখিতে হইবে। যেন পাচিকার কোন দ্রব্যের জন্য অপেক্ষা করিতে না হয়।

অনেক গৃহস্থের বাটীতে একপ দেখা গিয়াছে যে পাচিকাকে একেবারে সকল দ্রব্য দেওয়া হয় না, রন্ধন করিবার সময় আবশ্যক মত দেওয়া হয়। তাহাতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়—এমন কি রন্ধন কালে সময় মত দ্রব্যাদি না পাওয়াতে পাকও খারাপ হইয়া যায়।

এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। যাঁহার হস্তে ভাঁড়ারের ভার থাকিবে, তিনি রন্ধন কার্য্যের জন্য প্রতি দিবস দ্রব্যাদি বাহির করিয়া দিবার সময় দেখিবেন ভাঁড়ারের দ্রব্যাদি যে পরিমাণ রহিল, তাহাতে কত দিবস চলিবে। ৩ দিবসের পরিমিত দ্রব্যাদি ভাণ্ডারে থাকিতে, তিনি পুনরায় দ্রব্যাদি আনাইবেন। ৩ দিবস পূর্ব্বে আনিতে বলিবার কারণ এই যে হয়ত কোন গুরুতর কারণে আনিতে এক দিবস বিলম্ব হইল অথবা দোকান হইতে দ্রব্যাদি আসাতে দেখা গেল যে সে সকল দ্রব্য তত ভাল নহে, সুতরাং ফিরাইয়া দেওয়া হইল, তাহাতে আর এক দিবস বিলম্ব হইল। সুতরাং ৩ দিবস অগ্রে দ্রব্য আনাইবার যোগাড় করিলে কোন গোলযোগ হয় না—এমন কি আবশ্যক হইলে দোকান হইতে দুইবার বদলাইয়া আনাও যায়।

পাঠগৃহ—বালক বালিকার পাঠ অভ্যাস করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ আবশ্যক। কোন কোন বাটীতে দেখা গিয়াছে, বাহিরে একটী মাত্র বৈঠকখানা গৃহ আছে এবং, সেই গৃহেতেই বালকেরা পাঠ অভ্যাস করে। ইহাতে বালকদিগের পাঠের যে কত অসুবিধা ও ক্ষতি হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। মনে করুন প্রাতঃকালে বাহিরের গৃহে বালক পাঠ অভ্যাস করিতেছে। এক জন আগন্তুক আসিয়া বালকের পিতার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাইল। মনে করুন বালক তখন নিবিষ্ট-চিত্তে অধ্যয়নে নিযুক্ত,—কিন্তু বালককে তখনই পাঠ ফেলিয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া পিতাকে সংবাদ দিতে হইল। পিতা বলিলেন বাবুকে তামাক দাও, যদি সঙ্গতিপন্ন হয় তাহা হইলে বালক দাস অথবা দাসীকে তামাক সাজিতে বলিল, নতুবা ভদ্র লোকের মান রক্ষার্থে নিজেই তামাক সাজিল। আগন্তুকের অভ্যর্থনার ভার বালকের উপর পড়িল, বালক সাধ্যানুসারে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া পুনরায় পাঠে বসিল। বালকের পিতা যথাসময়ে বাহিরে আসিয়া আগন্তুকের সহিত হয়ত বালকদিগের বসিবার আসনের এক পার্শ্বেই বসিলেন, আবশ্যক কথার পর নানা প্রকার কথা হইতে লাগিল। ক্রমে গল্প (যেরূপ অধিকাংশ স্থলে হইয়া থাকে) আরম্ভ হইল। হয়ত নানা প্রকার অদ্ভুত গল্প হইতে লাগিল। আর এদিকে অর্দ্ধহস্ত দূরে সন্তান পাঠ অভ্যাস করিতেছে। চঞ্চলস্বভাব বালক, সহজেই তাহার মন স্থির হয় না, সে কি আর পড়ার মনোযোগ দিতে পারে? গল্প শুনিতে লাগিল। পিতা যদি তেমন সাবধান হন, তাহা হইলে গল্প করিবার সময়ও বালকের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং অন্যমনস্ক দেখিলেই তাহাকে বলেন "তুমি এসব কি শুনিতেছ, নিজের পড়া কর না।" বালক কি তাহা শুনে, তাহার মন কি পড়ায় যায়?

চক্ষু পুস্তকের দিকে, কর্ণ গল্পের দিকে। যথাসময়ে আগন্তুক উঠিয়া গেলেন, পিতাও চলিয়া গেলেন, বালকেরও পাঠ সাঙ্গ হইল। এইত গেল প্রাতঃকালের কথা। আবার রাত্রের কথা দেখুন; রাত্রে বাহিরের গৃহে বালক পাঠ অভ্যাস করিতেছে। এমন সময়ে পিতার কয়েকজন বন্ধু আসিলেন, কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পরেই স্থির হইল তাস খেলিতে হইবে। কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা সন্তানকে বাটীর ভিতরে গিয়া পড়িতে আদেশ করিলেন। বালক পুস্তক বগলে করিয়া বাটীর ভিতর গেল, তথায় পড়িবার কোন বন্দোবস্ত নাই; আলো ঠিক করিতে, বসিবার মাদুর বা অন্য কোন আসন সন্ধান করিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় নষ্ট হইল। এইত দেখুন ব্যবস্থা। ইহার দ্বারা এইমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে বাহিরের গৃহে যে স্থলে সদা সর্ব্বদা লোক জন আসে অথবা যথায় বসিলে বালকদিগের পাঠের ব্যাঘাতের একটু মাত্রও সম্ভাবনা থাকে, তথায় পাঠের বন্দোবস্ত করা অন্যায়। যখন পাঠে অত্যন্ত মনোযোগ হইয়াছে, তখন যদি কোন কারণে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেরূপ মনোযোগ হঠাৎ হয় না; তাহাতে আবার বালকেরা স্বভাবতঃ চঞ্চলচিত্ত। বালক না হইলেও পাঠে ব্যাঘাত হইলে সকলেরই ভালরূপ পাঠ অভ্যাস হয় না। সুতরাং পাঠের জন্য সদা সর্ব্বদা নির্জ্জন গৃহের বন্দোবস্ত থাকিবে। যাঁহাদের বাটীতে গৃহ অধিক নাই অথবা গৃহ প্রস্তুতের স্থানও নাই, তাঁহারা ছাদের উপর অল্প ব্যয়ে খোলার ঘর প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। গ্রীষ্মকালের প্রাতে এই ঘর বেশ শীতল থাকে এবং রাত্রিকালেও গ্রীষ্ম বোধ হয় না, আর শীতকালের প্রাতঃকালে রৌদ্রের ভালরূপ সুবিধা হয়, কিন্তু শীতকালের রাত্রিতে হিমের সম্ভাবনা। কিন্তু ভালরূপ পর্দ্দা * প্রভৃতির দ্বারা আবৃত করিলে হিম হইতেও রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। সেইরূপ গৃহ অতি অল্প ব্যয়ে নির্ম্মিত হয় এবং এই গৃহ বেশ নির্জ্জন থাকাতে পাঠ অভ্যাসের খুব সুবিধা হয়।

পাঠগৃহে বালকদিগের বসিবার জন্য মাদুর, শতরঞ্চি, কম্বল, চেয়ার, অথবা বেঞ্চ থাকিবে। যাঁহাদের চেয়ার অথবা বেঞ্চ না থাকিবে, তাঁহারা শীতকালে কম্বল বা শতরঞ্চি এবং গ্রীষ্মকালে মাদুর ব্যবহার করিবেন। পুস্তক রাখিবার জন্য প্রত্যেক বালকের পুস্তকের সংখ্যানুসারে বড় বা ছোট এক একটী টিনের বাক্স থাকিবে। প্রত্যেকে স্ব স্ব বাক্সে নিজের ব্যবহার্য্য দোয়াত, কলম, কাগজ, পেন্সিল রাখিবে। যে দিবস যে যে পুস্তক পড়িতে হইবে, পড়িতে বসিবার পূর্ব্বে সেই সকল পুস্তক বাক্স হইতে বাহির করিয়া লইয়া পড়িতে বসিবে। পড়া শেষ হইলে, সেইগুলি

* অল্প ব্যয়ে কিরূপে সুন্দর ও মজবুত পর্দ্দা প্রস্তুত হয়, তাহা প্রস্তাবান্তরে লিখিত হইবে।

আবার গুছাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিবে। বালকেরা তাহাদের নিজের পড়িবার পুস্তকাদি রাখিবার ভার তাহাদের নিজের হস্তেই রাখিবে। কোন একটী পরিবার মধ্যে আমি দেখিয়াছি যে পড়িবার সময় বালকেরা পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিল, আবশ্যক মত দোয়াত কলম শ্লেট পেন্সিল সকলই লইয়া পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিল, পাঠ শেষ হইবামাত্র তাহারা উঠিয়া অন্য কার্য্যে গেল পুস্তক, দোয়াত, কলম, শ্লেট, পেন্সিল সব পড়িয়া রহিল। কিন্তু যেমন বালকেরা পাঠগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, অমনি তাহাদের জননী গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের পুস্তকাদি গুছাইয়া যথাস্থানে রাখিলেন, দোয়াত কলম যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন, বালকেরা বিদ্যালয়ে যাইবার সময় যথাস্থান হইতে পুস্তকাদি লইয়া চলিয়া গেল, বিদ্যালয় হইতে আসিয়া যাহার যেখানে ইচ্ছা পুস্তকাদি ফেলিয়া রাখিল, কিন্তু তাহাদের জননী সেই সকল যথাস্থানে রাখিলেন। সেই বাটীর বালকেরা মনে করে যে পুস্তকাদি যথাস্থানে রাখা তাহাদের কার্য্য নহে, তাহাদের মাতার কার্য্য। এই বিষয় দেখিয়া দুঃখ সহকারে ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই; কারণ সেই পরিবারের গৃহিণী অত্যন্ত পরিশ্রমী, সকল বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তিনি সকল কার্য্য নিজে করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি মনে করেন যে নিজে করিলে কার্য্য যেমন সুন্দর হয়, অপরের দ্বারা সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। এইটী ভাবিতে গিয়া তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে সাংসারিক কার্য্যে বিশেষ অনভিজ্ঞ করিয়া ফেলিতেছেন। পুত্রেরা নিজের কার্য্য নিজে করিতে পারে, এই শিক্ষা দিলে তাঁহারও কষ্টের লাঘব হয়, এবং পুত্রদিগেরও ভবিষ্যতের মঙ্গল হয়।

(ক্রমশঃ)

মেনোরা বাতীঘর।

মেনোরা একটী অন্তরীপ। ইহা বেলুচিস্থান পর্ব্বত শ্রেণীর সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত। ইহার চতুর্দ্দিকেই প্রায় আরব্যোপসাগরে বেষ্টিত, কেবল পশ্চিমোত্তরে অপ্রশস্ত ন্যূনাধিক দশ ক্রোশ দীর্ঘ শৈলময় যোজক দ্বারা বেলুচিস্থানের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। উত্তরপশ্চিম ভাগে অনতিগভীর প্রশান্ত জলরাশি ইতস্ততঃ নগময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরুদ্বীপে পরিবৃত, কোথাও বা প্রশস্ত বালুকারাশি বিস্তৃত রহিয়াছে, বর্ষাগমে কেবল জলময় হইয়া সিন্ধুর সীমা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম অতীব ভয়ানক। অপার জলরাশি অতুল তরঙ্গবেগে ঘোর শব্দে অবিশ্রান্ত মেনোরার মূল দেশে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতেছে। সেই "চক্রনিভ তন্বী তমালতালি বনরাজী নীলা" যখন শৈলপৃষ্ঠে আছাড়িয়া প্রত্যাঘাতে চূর্ণ হইয়া প্রক্ষিপ্ত হয়, তখনকার দৃশ্য কি ভয়ানক! উৎক্ষিপ্ত বারিবিন্দু সূর্য্যকিরণ প্রতিভাত হইয়া উর্দ্ধে অপূর্ব্ব রামধনু করিয়াছে, নিম্নে শুভ্র দুগ্ধফেনরাশি ঘোর রোলে বেলা আক্রমণ করিয়া সাগরগর্ভে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। মেনোরার মূলদেশ রক্ষা করিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড সকল ক্রমান্বয়ে সজ্জীকৃত আছে, এক এক খানি প্রস্তর দীর্ঘে ১২ পাদ, পরিমাণ ২৭ টন; এপ্রকার ১৮৫০ খণ্ড প্রস্তরের দ্বারায় সমুদ্রের মধ্যে একটী ১৫০০ পাদ দীর্ঘ ও ২৫ পাদ প্রস্থ হস্ত পরিমিত বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। এই বাঁধের দ্বারা দক্ষিণ পশ্চিমের উত্তালতরঙ্গবেগ নিবারিত হইয়াছে। সুতরাং বাঁধের পূর্ব্ব ও উত্তরের সমুদ্র চিরপ্রশান্ত। এই স্থান দিয়াই করাচি নগরের কিয়ামারি বন্দরে জাহাজ সকল যাতায়াত করিয়া থাকে। মেনোরার উত্তর ভাগ নিতান্ত নিরাপদ না হইলেও অধিক আশঙ্কার স্থল নয়, জাহাজ সকল এস্থলে আসিলেই এক প্রকার নিরাপদ হয়। প্রবল বাত্যার সময় ব্যতীত নৌকা সকল কিয়ামারি বন্দর হইতে দিবানিশি যাতায়াত করে। মেনোয়া নগময় একটী দ্বীপ বলিলেই হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক ১½ মাইল, প্রস্থ গড়ে ½ মাইল। এখানে গবর্ণমেণ্টের গুদাম ও কার্য্যালয় আছে, সমুদ্রগর্ভ দিয়া তার পারস্যোপসাগরে প্রসারিত হইয়াছে। এখানে একটী গিরজা, একটী দুর্গ ও তন্মধ্যে একটী বাতীঘর প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে প্রায় শতাবধি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গৃহ আছে, কতিপয় কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবী ব্যতীত এখানকার লোকেরা প্রায় করাচি নগরে দিবাভাগ কাজকর্ম্মে অতিবাহিত করিয়া রজনীতে প্রত্যাগত হয়। করাচি অপেক্ষা এই স্থান স্বাস্থ্যকর, কিন্তু এখানে বিশুদ্ধ জলের নিতান্ত অভাব, করাচি হইতে পানীয় জল আনীত হয়। খাদ্য দ্রব্যাদিও করাচি হইতে আনিতে হয়। শ্রমজীবী ও অন্যান্য বাসিন্দা কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৪।৫ হাজার হইবে। নিম্নদেশে রেলের পথ আছে, তাহা দ্বারা জাহাজ হইতে দ্রব্য সকল গাড়ী করিয়া গুদামে নীত হয় এবং ট্রলী (ঠেলাগাড়ী) করিয়া বৈকালে কর্ম্মচারীরা দ্বীপ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। দ্বীপটী ক্রমশই উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ঠেলা গাড়ী করিয়া কতক দূর উচ্চে যাওয়া যায়, কিন্তু শিখরোপরি পদব্রজে চলিয়া যাইতে হয়। দুর্গের উপর ৯টা (৬টা, ১২টা ও ৩টা সাঙ্কেতিক কামান) তোপ আছে, মধ্যে বাতীঘর এবং ইহার তিন ধার সমুদ্রজলে ধৌত হইতেছে। দক্ষিণ পশ্চিমেই উত্তাল তরঙ্গ-

রাজীর লীলা মধ্যে প্রস্তরময় বাধ। বাধের শেষ সীমায়ও একটী স্তম্ভ আছে, তাহাতেও সন্ধ্যার সময় আলো দেওয়া হয়। এই আলোকটী তারের উপর দিয়া দুর্গ হইতে স্তম্ভোপরি প্রেরিত হয়, নতুবা অন্য উপায়ে আলো দিবার সম্ভাবনা নাই। যেখানে স্তম্ভটী প্রতিষ্ঠিত, তথায় সহজে যাইবার উপায় নাই,—আরব্যোপসাগরের জল-রাশি ভীষণ কল্লোলে চির-নৃত্য করিতেছে। প্রবল তরঙ্গাঘাতে বাঁধেরও অনেক স্থল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। বাঁধের উপর ভ্রমণ নিষিদ্ধ, কখন কখন জলরাশি সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া বাঁধ উল্লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বভাগে আসিয়া পড়ে, সুতরাং সেই দুর্নিবার বেগে পতিত হইলে আর রক্ষা নাই, একবারে অনন্ত পাথারে সমানীত হইতে হয়। ক্রমাগত তরঙ্গাঘাতে বাঁধের পশ্চিম দিকের দুর্গপ্রান্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাঁধ হইতে এই দিকে উঠিবার সিঁড়ি আছে, কিন্তু ভগ্ন হওয়াতে শিখরোপরি উঠিবার পথ বন্ধ হইয়াছে। আমরা এই সোপান শ্রেণীর উপর হইতেই তরঙ্গলীলা দর্শন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, প্রথম একটা তরঙ্গ লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া প্রথম শিলা শ্রেণীর উপরে পতিত হইল, প্রতিঘাত পাইয়া বেগে উল্লম্ফন দিয়া দ্বিতীয় শিলাশ্রেণীতে ক্রমে তৃতীয়—পরে নগ-মূল প্রত্যাঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল, প্রক্ষিপ্ত জলরাশি ঘোর নাদে শুভ্রফেনপুঞ্জে সমাহিত হইল। আবার একটী তরঙ্গ এইরূপ আঘাত করিয়া প্রত্যাঘাতে নিবৃত্ত হইল। ক্রমে ক্রমে তিন চারিটী তরঙ্গ উপর্য্যুপরি এইরূপে আঘাত প্রতিঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া যখন কলকল শব্দে মহা বেগে সিন্ধু অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তখন আর একটী তরঙ্গ সিন্ধু হইতে উত্থিত হইয়া বেগে বেলাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হয়। তখনকার দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর! বৃক্ষে বৃক্ষে বা শৃঙ্গে শৃঙ্গে যেন মল্ল যুদ্ধ হইতেছে। দুই ধারের জলরাশি পর্ব্বতাকারে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পরস্পরে সংঘৃষ্ট হয় এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বহু দূর ব্যাপিয়া প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। নিরাপদে অবস্থান করিয়া দূর হইতে এই দৃশ্য অবলোকন কৌতুকাবহ বটে, কিন্তু নিকটে ঘটনাক্রমে পোতাদি পতিত হইলে যে কি বিপদ, তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়।

আমরা অপরাহ্নে মেনোয়ার এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে গিয়াছিলাম। নিকটে প্রকৃতির এই ভীষণ ভাব, কিন্তু দূরে অনন্ত পাথার—নীলাম্বু তরতর করিতেছে। নয়ন যতদূর যায়, কেবল নীল জলরাশি ও সুনীল আকাশ ধূ ধূ করিতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত, অনন্ত জল মাঝে সূর্য্যাগ্নি নির্ব্বাপিত, ধূমে সিন্ধুদেশ সমাচ্ছন্ন এবং রক্তিম রাগে নভোমণ্ডল সুচিত্রিত। প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে করিতেই ক্রমে

দুর্গোপরি আরোহণ করিলাম, বাতীঘরে উঠিবার পূর্ব্ব বন্দোবস্ত ছিল, সুতরাং তাহার শিখরোপরি উঠিলাম। এই সময়ে বাতি জ্বালিতেছে। প্রকাণ্ড দীপাধার অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মিত,ইহার ব্যাস প্রায় ৪ এবং দৈর্ঘ্যও প্রায় ৫ পাদ, প্রকাণ্ড কাচের পর্দ্দাসকল স্তবকে স্তবকে বিন্যস্ত, তাহাদিগের বেধ ৫ বুরুল,নির্ম্মাণকৌশলে বাহিরের বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া আলোক নির্ব্বাণ করিতে পারে না, কিন্তু অভ্যন্তরের তাপ ও ধূম অনায়াসেই বহির্গত হয়। ইহার সংযুক্ত একটী বৃহৎ ঘটিকাযন্ত্র আছে,তাহার বলেই এই প্রকাণ্ড দীপাধারটী অনবরত ঘুরিতেছে। ইহাই এই বাতীর সাংকেতিক নিদর্শন। ইহাদ্বারাই নাবিকেরা দূর হইতে গ্রহ নক্ষত্র ও অন্যান্য আলোক হইতে এই দীপকে পৃথক বলিয়া চিনিতে পারে এবং অকূলে কূল পাইয়া অনেকে নিরাপদ স্থানে আসিতে সক্ষম হয়। এই একটী দীপে প্রতি রাত্রে ২২॥০ পাউণ্ড (কিঞ্চিদধিক এগার সের তৈল) জ্বলিয়া থাকে। দূর হইতে উহার দৃশ্যও চমৎকার। আমরা রত্রিকালে ৭।৮ ক্রোশ পথ হইতে ইহাকে স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছি। সচরাচর ইহা ১২।১৩ ক্রোশ পথ হইতে সমুদ্রপথে দৃষ্ট হয়। দিবসেও ৭।৮ ক্রোশ হইতে বাতীঘরটী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উচ্চতা সমুদ্র সমতল হইতে ১৪০ পাদ এবং দুর্গের উপর হইতে ন্যূনাধিক ৫০ পাদ উচ্চ হইবে। ৯০ সোপান। কিন্তু শেষের সোপানগুলি (লৌহময় সিঁড়ি) অতি সংকীর্ণ এবং উঠিতে কষ্ট হয়।

বাতীঘর হইতে অবতরণ করিয়া কিয়দ্দূর ঠেলাগাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে নৌকা যোগে খাড়ী পার হইয়া কিয়ামারী বন্দরে পৌছিলাম। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, সমুদ্র প্রশান্ত,মৃদু মৃদু বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, নাবিকেরা পাইল তুলিয়া দড়ি ধরিয়া বসিয়া রহিল, নৌকা কলকল শব্দে কৌমুদী সমাচ্ছন্ন জলরাশি ভেদ করিয়া অর্দ্ধ ঘন্টা মধ্যে বন্দরে সংলগ্ন হইল। কূলে ট্রামগাড়ী প্রস্তুত, প্রকৃতির ব্যাপার ও মানবীয় ক্ষমতা ভাবিতে ভাবিতে প্রবাসে প্রত্যাগত হইলাম।

নূতন সংবাদ।

১। সার রিবর্স টমসনের স্থানে সার ষ্টুয়ার্ট বেলী বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন ছোট লাটকে আমরা সমাদরে অভিবাদন করি।

২। গত ১০ই এপ্রেল আলবার্ট হলে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার প্রবর্ত্তক হানিমানের ১৩২ বার্ষিক জন্ম দিন স্মরণার্থ এক সভা হইয়াছে, ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার সভাপতির কার্য্য করেন।

৩। গত এপ্রেল মাসে সিটিকলেজ গৃহে নিরামিষ ভোজ সভা সমারোহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, বঙ্গদেশী ও অপরদেশী বহুতর শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঙ্গালায় এবং ডাক্তার সালজার ইংরাজীতে এক একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। আরও অনেক বক্তা কিছু কিছু বলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির কার্য্য সম্পন্ন করেন।

৪। জাপান দেশে স্ত্রীলোকদিগের জন্য এক কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই কলেজের গৃহে ১২টী ছাত্রী বাস করিতে এবং ১০০ ছাত্রী পড়িতে পারিবে।

বামারচনা।

ঈশ্বরের প্রতি।

কৃপা কর দয়াময় জগত ঈশ্বর,
করুণা-নিদান তুমি গুণের আকর,
তুমিই সৃজেছ সব
এই রমণীয় ভব
অসীম মাহাত্ম্য তব বর্ণিতে কে জানে?
কৃপাময় কৃপা কর দুর্ব্বল সন্তানে।
নিখিল বিশ্ব সংসার গায় করুণা তোমার;
উত্তুঙ্গ তরঙ্গ তুলি নীল পারাবার,
তোমার ক্ষমতা করে ধরায় প্রচার;
বিহঙ্গ মধুর স্বরে
তব গুণ গান করে;
নব কিশলয়ে সাজি পাদপ নিচয়
অসীম শক্তির তব দেয় পরিচয়।
বসন্তে কুসুমচয় ক'রে বন শোভাময়
বৃন্তপরে হেলি দুলি তব গুণ গায়,
নিরখি সে শোভা হৃদি বিমোহিত হয়;
বিমল গগনোপরে
অনুপম রূপ ধ'রে
হাসে যবে শশধর উজলি সংসার,
ভক্তিভরে গায় নিশি মহিমা তোমার।
বিকাশিয়া ক্ষীণ কর, তারাচয় নিরন্তর,
পালিতে তোমার আজ্ঞা মোহি চরাচরে,
নিশীথে উদিত হয় সুনীল অম্বরে।
বায়ু সদা প্রেমভরে,
তব আজ্ঞা শিরে ধরে,
জীবের জীবন রক্ষা করে অনিবার,
ধন্য তুমি দয়াময় জীবন-আধার;
কলরবে স্রোতস্বতী গায় তব গুণ গীতি;
প্রখর কিরণ জালে উজলি অম্বর,
প্রচারে মহিমা তব নীরবে ভাস্কর॥
নিবিড় বারিদ কোলে
যবে সৌদামিনী খেলে,
ভুবন চকিত করি, একদৃষ্টে চাই
অসীম তোমার শক্তি ভাবিয়া না পাই।
ভূধর, গহ্বর, বন, নদ, নদী, প্রস্রবণ,
প্রকাশিছে নিরন্তর কৌশল তোমার,

তোমারে বুঝিতে পারে হেন সাধ্য কার?
যখন যে দিগে চাই
তোমায় দেখিতে পাই
অনন্ত তোমার সৃষ্টি কৌশল অপার,
কে বর্ণিতে পারে নাথ মহিমা তোমার?
বিশ্ব রচয়িতা তুমি, অনন্ত ভুবন স্বামী,
ধন্য তব নিপুণতা অপার করুণা,
কার সাধ্য লেখনীতে করিবে বর্ণনা?
ধর্ম্ম পথে মম মন
থাকে যেন অনুক্ষণ,
যাচিতেছি এই বর তব সন্নিধানে,
কর দয়া, দয়াময় এ দীন সন্তানে॥

শ্রীপ্রমীলা বসু।

১২৯৩ সালের বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচি পত্র।

২৫৬সংখ্যা, বৈশাখ ১২৯৩। মে ১৮৮৬

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা ১
সাময়িক প্রসঙ্গ ২
নববর্ষ ৫
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ৫
গোধা ৮
•সিরিয় জাতীয় প্রবচন ১১
ভার্য্যা ১৫
•গ্রীক্ স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা ১৮
নিউইয়র্ক নারীসমাজ ২২
সংযুক্তা-হরণ (পদ্য) ২৪
•কলোন নগরস্থ নর-কপাল-গৃহ ২৬
•বিদেশীয় সভ্যতা এবং স্বদেশীয় সদাচার ২৮
প্রভূতী বাই ৩০
নূতন সংবাদ ৩২

২৫৭সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ—জুন।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৩
•সাময়িক সাহিত্য ও রমণী জাতি ৩৫
ধারণা ও স্মৃতি ৩৮
সাগরতত্ত্ব ৪২
বসন্তে বিলাসিনী (পদ্য) ৪৭
নিত্যপঞ্জিকা ৪৯
সিপাহীযুদ্ধে ভারত রমণীর দয়া ৫১
প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ ৫৪
সংযুক্তা-হরণ (পদ্য) ৫৮
•বাঙ্গালা প্রবচন ৫৯
পুস্তকাদি সমালোচনা ৬১
নূতন সংবাদ ৬২
নক্ষত্র (পদ্য) ৬২
লেডী ডফারিণ কর্ত্তৃক দারভাঙ্গায় স্ত্রীচিকিৎসা বিদ্যালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর-স্থাপনোপলক্ষে [পদ্য] ৬৪

২৫৮সংখ্যা, আষাঢ়—জুলাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৫

বিবি গ্লাডষ্টোন্ ৬৭
রমণীর বুদ্ধি কৌশল ৬৯
আর্ম্মেডিলো ৭২
বৃষ্টি ৭৫
সংযুক্তা-হরণ (পদ্য) ৭৮
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ৭৯
•মহানুভব অক্ষয়কুমার দত্ত ও স্ত্রীজাতি ৮১
হ্রস্ব দৃষ্টি, দীর্ঘ দৃষ্টি ও চসমা ৮৪
সায়ায়ালিয়ন্ ৮৫
নিত্য পঞ্জিকা ৮৮
অভাগা দলিপ (পদ্য) ৯০
আমি ক্ষুদ্র হইব ৯১
•বাঙ্গালা প্রবচন ৯৩
সঙ্গীত ৯৪
পুস্তকাদি সমালোচনা ৯৫
নূতন সংবাদ ৯৫
বামাগণের রচনা—স্বপ্নে স্বর্গদর্শন ৯৬

২৫৯সংখ্যা, শ্রাবণ—আগষ্ট।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৯৭
বিবি দিনারজাদী ৯৯
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ১০১
আর্ম্মেডিলো ১০৫
সংযুক্তা-হরণ (পদ্য) ১০৯
দ্রৌপদী ১১১
•বাঙ্গালা প্রবচন ১১৫
একান্নবর্ত্তিতা ১১৭
স্ত্রীজাতি ও শিল্পকার্য্য ১২০
তারকা ১২১
নিত্য পঞ্জিকা ১২৫
পুস্তকাদি সমালোচনা ১২৬
নূতন সংবাদ ১২৬
বামাগণের রচনা—স্বপ্নে স্বর্গদর্শন ১২৭

২৬০সংখ্যা, ভাদ্র—সেপ্টেম্বর।

বামাবোধিনীর ত্রয়োবিংশ জন্মোৎসব ১২৯
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৩০
•মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত ১৩২
ছায়া (পদ্য) ১৩৫
প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ ১৩৭
সিপাহী যুদ্ধের সময় ভারত-মহিলার দয়া ১৪১
ভারতে পাশ্চাত্য রাজাদিগের অধিকার ১৪২
তারকা ১৪৫
ধারণা ও স্মৃতি ১৪৭
উড্ডীয়মান ভেক ১৫০
নিত্য পঞ্জিকা ১৫৩
সঙ্গীত ১৫৪
•বাঙ্গালা প্রবচন ১৫৪
নূতন সংবাদ ১৫৬
পুস্তকাদি সমালোচনা ১৫৭
বামাগণের রচনা—আশীর্ব্বাদ, আমার দেবতা, সতীত্ব ভূষণ। ১৫৮

২৬১সংখ্যা, আশ্বিন—অক্টোবর।

সাময়িক প্রসঙ্গ ১৬১
ঐশ্বর্য্য ১৬৩
অবস্থা ও সংসার ১৬৭

২৮০
[বিনের আশা (পদ্য) ২৮৭
নূতন সংবাদ ২৮৭
পুস্তকাদি সমালোচনা ২৮৮

২৬৫সংখ্যা, মাঘ—ফেব্রুয়ারি।

সাময়িক প্রসঙ্গ ২৮৯
মা ২৯০
গৃহিণী ২৯৩
পরেশনাথ দর্শন ২৯৭
রমণীর কর্ত্তব্য ৩০২
মুদ্রারাক্ষস ৩০৫
আশাবতীর উপাখ্যান ৩০৭
কাউন্টেস্ ডফারিণ ভাণ্ডার ৩১০
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দৈনন্দিন লিপি ৩১২
বাঙ্গালা প্রবচন ৩১৪
জয়নগর উত্তরপাড়া বালিকা-বিদ্যালয় (পদ্য) ৩১৫
ভেকী ৩১৮
নূতন সংবাদ ৪২০

২৬৬সংখ্যা, ফাল্গুন—মার্চ্চ।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৩২১
আনন্দোৎসব ৩২৪
রমণীর কর্ত্তব্য ৩২৬
ভেকী ৩২৯
বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব—কার্য্য-বিবরণ ৩৩১
বিবিধ চিন্তা ৩৩২
প্রকৃত সৌন্দর্য্য ৩৩৬
নারী-চরিত—ওপি ৩৩৮
স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী ৩৪১
পশ্চিম হইতে দাদাবাবুর ...এ (পদ্য) ৩
মুদ্রারাক্ষস ৩৫
পরেশনাথ দর্শন ৩
নূতন সংবাদ ৩
বামা রচনা—ঈশ্বর ও প্রকৃতির প্রতি (পদ্য) ৩৫

২৬৭সংখ্যা, চৈত্র—এপ্রেল।

সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৫৩
সৌন্দর্য্য ৩৫৪
৺মহারাণী শরৎসুন্দরী ৩৫৭
হিন্দু তীর্থস্থান ৩৬২
বালুকাস্তম্ভ ৩৬৪
মৃচ্ছকটিক ৩৬৫
প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ ৩৬৮
রমণীর কর্ত্তব্য ৩৭১
মেনোয়া বাতীঘর ৩৭৪
নূতন সংবাদ ৩৭৭
বামা রচনা—ঈশ্বরের প্রতি ৩৭৮
১২৯৩ সালের বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচীপত্র ৩৭৯
ঐ বিষয়ানুসারে সূচীপত্র ৩৮২

দার্জ্জিলিং ভ্রমণ ১৭০
সংযুক্তা-হরণ (পদ্য) ১৭৩
ভারতে পাশ্চাত্য রাজ্য ১৭৫
স্ত্রীস্বাধীনতা ১৭৭
বাঙ্গালা প্রবচন ১৮২
নিত্য-পঞ্জিকা ১৮৪
সঙ্গীত ১৮৫
আখ্যানমালা ১৮৫
বিবিধ ১৮৮
নূতন সংবাদ ১৮৯
পুস্তকাদি সমালোচনা ১৯১
বামাগণের রচনা—প্রভাত চাতক ১৯১

২৬২সংখ্যা, কার্ত্তিক—নবেম্বর।

সাময়িক প্রসঙ্গ ১৯৩
নারীচরিত ১৯৪
অবস্থা ও সংসার ১৯৭
সংযুক্তা-হরণ (পদ্য) ১৯৯
তারকা ২০১
নিত্য-পঞ্জিকা ২০৪
বাঙ্গালা প্রবচন ২০৫
ক্রোধতত্ত্ব ২০৭
কন্যার নামকরণ উপলক্ষে প্রার্থনা ২০৯
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ২১০
ভারতে পাশ্চাত্য রাজ্য ২১৩
উদ্ভিদতত্ত্ব ২১৬
ভুঁই চাঁপা (পদ্য) ২১৯
দুঃখিনী বালিকা ২২০
নূতন সংবাদ ২২২
পুস্তকাদি সমালোচনা ২২৩
বামাগণের রচনা—পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ ২২৩

২৬৩সংখ্যা,

সাময়িক প্রসঙ্গ ২
প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ ২২৭
ঈশ্বরের করুণা—অগ্নি ২২৯
রমণীর কর্ত্তব্য—পীড়িতের শুশ্রূষা ২৩০
আশ্চর্য্য কথা—বৈজ্ঞানিক ২৩৩
নারী চরিত—ওপি ২৩৪
পরেশনাথ দর্শন—পচম্বা ২৩৭
সংযুক্তা-হরণ (পদ্য) ২৪১
চীনদেশের শিশুপালন-রীতি ২৪৩
বাঙ্গালা প্রবচন ২৪৪
বেণীসংহার ২৪৫
গ্যাসের ফোয়ারা ২৫২
নূতন সংবাদ ২৫৩
পুস্তকাদি সমালোচনা ২৫৪
বামাগণের রচনা—আমার শৈশব, চন্দ্রের প্রতি ২৫৬

২৬৪সংখ্যা, পৌষ—জানুয়ারি।

সাময়িক প্রসঙ্গ ২৫৭
পারস্য রমণী ২৫৯
গার্হস্থ্য ও সাধারণ নীতি ২৬২
রমণীর কর্ত্তব্য ২৬৩
আশাবতীর উপাখ্যান ২৬৫
সংযুক্তা হরণ (পদ্য) ২৬৮
পরেশনাথ দর্শন ২৭
মিশরদেশীয় পিরামিড্ ২
গোয়ালিয়ার দুর্গ ২
প্রস্তর বৃষ্টি ২
গন্ধক পর্ব্বত

১২৯৩ সালের বামাবোধিনী পত্রিকার বিষয়ানুসারে সূচিপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

নববর্ষ　৪
নিউইয়র্ক নারীসমাজ　২২
বামাবোধিনীর ত্রয়োবিংশ জন্মোৎসব　১২৯
স্ত্রীস্বাধীনতা　১৭৭
কাউণ্টেস্ ডফারিণ ভাণ্ডার　৩১০
জয়নগর উত্তরপাড়া বালিকাবিদ্যালয়　৩১৫
বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব　৩৩১
১২৯৩ বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচিপত্র　৩৭৯
ঐ বিষয়ানুসারে　৩৮২

২। নারীচরিত ও স্ত্রীকীর্ত্তি।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ　৫, ৫৪, ৮৯, ১০১, ১৩৭, ২২৭, ৩৬৮
প্রকৃতি বাই　৩০
সিপাহী যুদ্ধে ভারতরমণীর দয়া　৫১,১৪১
বিবি গ্লাডষ্টোন্　৬৭
দ্রৌপদী　১১১
আখ্যান মালা　১৮৫
করমেতো বাই　১৯৪
ওপি　২৩৪, ৩৩৮
৺মহারাণী শরৎসুন্দরী　৩৫৭

৩। ধর্ম্ম ও নীতি।

ভার্য্যা　১৫
বিদেশীয় সভ্যতা এবং স্বদেশীয় সদাচার　২৮
নিত্যপঞ্জিকা　৪৯...
আমি ক্ষুদ্র হইব　৯১
ঐশ্বর্য্য　১৬৩
কন্যার নামকরণ উপলক্ষে প্রার্থনা　২০৯
ঈশ্বরের করুণা-অগ্নি　২২৯
গার্হস্থ্য ও সাধারণ নীতি　২৬২
মা　২৯০
গৃহিণী　২৯৩
সৌন্দর্য্য　৩৫৪

৪। স্ত্রীশিক্ষা ও গৃহকার্য্য।

অবস্থা ও সংসার　১৬৭, ১৯৭
স্ত্রীজাতির শিল্পকার্য্য　৩২০
রমণীর কর্ত্তব্য　২৩০,২৬৩,৩০২,৩২৬,৩৭১

৫। ইতিহাস ও দেশভ্রমণ।

সাময়িক সাহিত্য ও রমণীজাতি　৩৫
ভারতে পাশ্চাত্য রাজাদিগের অধিকার　১৪২, ১৭৫, ২১৩
দার্জিলিং ভ্রমণ　১৭০
পরেশনাথ দর্শন　২৩৭,২৭৪,২৯৭,৩৪৮
গোয়ালিয়র দুর্গ　২৭
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দৈনন্দিন লিপি　৬১
হিন্দু তীর্থস্থান　৩৬

৬। দেশাচার ও অদ্ভুত বিবরণ

সিরীয় জাতির প্রবচন
গ্রীক স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা
কলোন নগরস্থ নর-কপাল-গৃহ
বাঙ্গালা প্রবচন　৫৯, ৯৩, ১১

…াতৃদ্বিতীয়া ২১০
…দেশের শিশুপালন রীতি ২৪৩
…রত্ন …নী ২৫৯
…শরদেশীয় পিরামিড্ ২৭৬
…ন্ধক-পর্ব্বত ২৮০
বালুকাস্তম্ভ ৩৬৪
মেনোয়া বাতীঘর ৩৭৪

৭। বিজ্ঞান।

গোধা ৮
ধারণা ও স্মৃতি ৩৮, ১৮৭
সাগরতত্ত্ব ৪২
আর্শ্বেডিলো ৭২, ১০৫
বৃষ্টি ৭৫
হ্রস্বদৃষ্টি, দীর্ঘদৃষ্টি ও চসমা …
স্যায়ারা লিয়ন্ ৮৫
তারকা ১২১, ১৭৫, ২০১
উড্ডীয়মান ভেক ১৫০
ক্রোধতত্ত্ব ২০৭
উদ্ভিদতত্ত্ব-গটাপার্চ্চা ২১৬
আশ্চর্য্য কথা ২৩৩
গ্যাসের ফোয়ারা ২৫২
প্রস্তর বৃষ্টি ২৭৯
ভেকী ৩১৯, ৩২৯
স্বাস্থ্যরক্ষা প্রণালী ৩৪১

৮। উপন্যাস।

…মণীর বুদ্ধিকৌশল ৬৯
…বী দিনারজাদি ৯৯
…খিনী বালিকা ২২০
…নীসংহার ২৪৫
…শাবতীর উপাখ্যান ২৬৫, ৩০৭
…রাক্ষস ২৮০, ৩০৫, ৩৪৫
…টিক ৩৬৪

৯। পদ্য।

বসন্তে বিলাসিনী ৪৭
অভাগা দলীপ ৯০
সঙ্গীত ৯৪, ১৫৪, ২৮৫
ছায়া ১৩৫
ভুঁই চাপা ২১৯
যৌবনের আশা ২৮৭
পশ্চিম হইতে দাদাবাবুর পত্র ৩৪৪

১০। বিবিধ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা ১
মহানুভব অক্ষয়কুমার দত্ত ও স্ত্রীজাতি ৮১
মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত ১৩২
বিবিধ ১৬৮
আনন্দোৎসব ৩২৪

১১। বামাগণের রচনা।

নক্ষত্র ৬২
লেডী ডফারিণ কর্ত্তৃক দারভাঙ্গার স্ত্রী-চিকিৎসালয়ের ভিত্তি স্থাপন … ৬৪
স্বপ্নে স্বর্গ দর্শন ৯৬, ১২৮
আশীর্ব্বাদ ১৫৮
আমার দেবতা ১৫৯
সতীত্ব ভূষণ ১৬০
প্রভাত চাতক ১৯১
পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ ২২৩
আমার শৈশব ২৫৪
চন্দ্রের প্রতি ২৫৬
ঈশ্বর ও প্রকৃতির প্রতি ২৫২
ঈশ্বরের প্রতি ৩৭৮

১২। সাময়িক প্রসঙ্গ।

২, ৩৩, ৬১, ৬৫, ৯৭, ১৩০, ১৬১, ১৯৩, ২২৫, ২৫৭, ২৮৯, ৩২১ ও ৩৫৩।

১৩। নূতন সংবাদ।

৩২, ৬২, ৯৫, ১২৭, ১৫৭, ১৮৯, ২২০, ২৩৫, ২৮৭, ৩৫১, ৩৭৭।

…স্তকাদি …